পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 199 Wednesday, 19 June, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১৯৯ সংখ্যা ❋ ৪ আষাঢ়, ১৪৩১, বুধবার, ১৯ জুন, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘স্কুলের বিকল্প হিসাবে কোথায় বাহিনী রাখা হবে, তা নিয়ে রাজ্য এবং কেন্দ্রকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুনঃ ভোটের ফল প্রকাশের পরেও রাজনৈতিক হিংসা চলছে রাজ্যে। এই অভিযোগ করে রাজ্য বিজেপি দাবি করছে অন্তত দুর্গাপুজো পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখা হোক বাংলায়। অন্য দিকে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের থাকা-খাওয়ার জায়গা কোথায় হবে তাই নিয়ে প্রশ্ন উঠল খোদ কলকাতা হাই কোর্টে। মঙ্গলবার রাজ্য এবং কেন্দ্র, উভয়ের কাছেই রিপোর্ট তলব করে আদালত জানতে চাইল স্কুলের পরিবর্তে কোথায় রাখা যায় ৪০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী? বিচারপতি হরিশ টন্ডন এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, স্কুলের বিকল্প হিসাবে কোথায় বাহিনী রাখা হবে, তা নিয়ে রাজ্য এবং কেন্দ্রকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পরবর্তী শুনানিতে বাহিনী রাখার কী বন্দোবস্ত করা হয়েছে, তা রিপোর্ট দিয়ে আদালতকে জানিয়ে দিতে হবে। আগামী ২১ জুন ওই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। লোকসভা ভোটের পর বাংলার নানা জায়গায় ‘রাজনৈতিক হিংসা’র অভিযোগ উঠেছে। যদিও ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে রাজ্যে ৪০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা রয়েছে। নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এই মঙ্গলবার পর্যন্ত বাহিনী রাখা হবে। পরে হাই কোর্টের নির্দেশে সেই সময়সীমা আরও বেড়েছে। উচ্চ আদালত জানায়, ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস মোকাবিলায় আগামী ২১ তারিখ পর্যন্ত বাহিনী থাকবে। এমতাবস্থায় রাজ্যের অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় বাহিনী ‘দখল করে রেখেছে’ বলে হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। মামলাকারীর বক্তব্য, অনেক স্কুল, কলেজে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের থাকার বন্দোবস্ত করার ফলে পড়াশোনাই শুরু করা যাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে আইনজীবী কুমারজ্যোতি তিওয়ারি সওয়াল করেন, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে রাখার দায়িত্ব রাজ্যের। এখন ২৩২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাহিনী রয়েছে। ৪০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর অধিকাংশকে অন্য জায়গায় রাখা হয়েছে। অন্য দিকে, রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) কিশোর দত্তের বক্তব্য, ‘‘নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি উঠে গিয়েছে। এখন কেন রাজ্য বাহিনী রাখার দায়িত্ব নেবে? কেন্দ্রের উচিত তাদের কোনও জায়গায় বাহিনী রাখা।’’ দুই তরফের দু’রকম যুক্তি শোনার পর বিচারপতি টন্ডনের মন্তব্য, ‘‘রাজ্য ও কেন্দ্রের মতাদর্শ আলাদা থাকতে পারে। কিন্তু শিশুদের কোনও মতাদর্শ নেই। তাদের শিক্ষার কথা আগে চিন্তা করতে হবে। এ ভাবে একে অপরের বিরুদ্ধে দায় না ঠেলে দু’জনেই সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে। বাহিনী রাখার বিকল্প জায়গা খুঁজতে হবে।’’ হাই কোর্ট এ-ও জানায়, শিশুদের শিক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে আদালত দেখছে। পড়ুয়াদের ক্ষতি হবে এমন জিনিস করা যাবে না। এর পরেই দুই বিচারপতির বেঞ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছেড়ে অন্যত্র বাহিনী রাখা নিয়ে আগামী তিন দিনের মধ্যে রাজ্য ও কেন্দ্রকে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছে।

নিজের ‘প্রাসাদে’ মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত বিজেপির অনন্তের

মা-মাটি-মানুষের নামে পুজো দিতে এসেছি মমতা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৮ জুনঃ কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরে পুজো দিয়ে মঙ্গলবার দিনটি শুরু করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে পুজোয় অংশ নেন তিনি এবং অঞ্জলিও দেন। ঘণ্টা বাজিয়ে আরতি করার পর, পার্শ্ববর্তী আরেকটি মন্দিরেও পুজো দেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। মমতার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, উদয়ন গুহ, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ সহ জেলার শীর্ষ নেতৃত্ব। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার সন্ধ্যায় কোচবিহারে পৌঁছান। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ‘‘উত্তরবঙ্গে একটাই আসনে জিতেছি আমরা। সারা বাংলার মা মাটি মানুষকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য ও কৃতজ্ঞতা অর্পণ করবার জন্য, মঙ্গলবার মা মাটি মানুষের নামে পুজো দিতে এসেছি। আর একটা মিটিং আছে। এছাড়া কোনও উদ্দেশ্য নেই।’’ উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, সম্প্রতি প্রকাশিত লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে উত্তরবঙ্গে একমাত্র কোচবিহার আসনে তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করেছে। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন বিজেপির নিশীথ প্রামাণিক, যিনি পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হন। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও নিশীথ প্রামাণিকের উপর আস্থা রেখেছে বিজেপি। অন্যদিকে, নিশীথকে প্রতিহত করতে তৃণমূল কংগ্রেস জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়াকে প্রার্থী করে এবং তিনি ৭ লাখ ৮৮ হাজার ৩৭৫ ভোট পেয়ে কোচবিহার

লোকসভা কেন্দ্রে জয়ী হন। এদিন মদনমোহন মন্দিরে পুজো দিয়ে কোচবিহারের বিজেপি রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজের বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানাতে অনন্ত মহারাজ অপেক্ষা করছিলেন বাড়ির বাইরে। মমতা সেখানে পৌঁছতেই অনন্ত ছুটে এসে তাঁকে স্বাগত জানান, গলায় পরিয়ে দেন রাজবংশী উত্তরীয় এবং হাতে তুলে দেন রাজবংশী ঐতিহ্যবাহী গুয়াপান। কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রকে পাখির চোখ করে তৃণমূল কংগ্রেস ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তবে শুরু থেকেই লড়াই ছিল কঠিন। কোচবিহার লোকসভায় নির্ণায়ক রাজবংশী ভোটের একটি অংশ তৃণমূলের সঙ্গে থাকলেও, অপর গোষ্ঠীর নেতা অনন্ত মহারাজ প্রকাশ্যেই বিজেপির পক্ষে ছিলেন। বিজেপি তাঁকে সাংসদ করে রাজ্যসভায়ও পাঠায়। কিন্তু বিজেপির সঙ্গে অনন্ত মহারাজের সম্পর্ক সব সময় মসৃণ ছিল না। বিভিন্ন কারণে দলীয় শীর্ষ নেতৃত্বের উপর অনন্তের ক্ষোভ ছিল। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ক্ষোভেরই কারণেই লোকসভা ভোটে ফয়দা পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই সফর ও সাক্ষাৎ ভবিষ্যতের রাজনৈতিক সমীকরণে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা সময়ই বলবে। অন্তত মহারাজের সঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে বৈঠকে কী আলোচনা হয়েছে তা জানা যায়নি। মঙ্গলবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে অনন্ত মহারাজ বলেন, ‘‘আমার মতি মরে গেছে না কি? আমি কোনও রাজনৈতিক দলে নেই। আমি তৃণমূল বা মমতা কারও সঙ্গে যোগাযোগ করিনি। উনি নিজের ইচ্ছায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। রাজনৈতিক কোনও আলোচনা হয়নি আমার সঙ্গে।’’ এই নিয়ে কোচবিহার জেলা বিজেপি সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, ‘‘উনি একজন ধর্মীয় নেতা। ওনার সঙ্গে যে কেউ দেখা করতেই পারে। আর বাকিটা রাজ্য নেতৃত্ব বলবে।’’ বিজেপির রাজ্য মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘এটা সৌজন্য সাক্ষাৎ। একজন জনপ্রতিনিধির সঙ্গে আরেকজন জনপ্রতিনিধি দেখা করতেই পারেন।’’

হাওড়ার লোহার মার্কেটে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ, ক্ষত বিক্ষত শ্রমিকরা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৮ জুনঃ প্রচন্ড বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল এশিয়ার সর্ববৃহৎ লোহার মার্কেট বজরংবালি। ঘড়িতে তখন ঠিক দুপুর দুটো কুড়ি বেলুড় থানার অন্তর্গত চিকিৎসক এস কে চ্যাটার্জি স্ট্রিট বজরং বালির ভিক্টরিয়া মার্কেটে মঙ্গলবার একটি লোহার কারখানা ও গোডাউনে সিলিন্ডার ফেটে আহত বিপত্তি ঘটে। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন হাওড়া কর্পোরেশনের প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য রেয়াজ আহমেদ। এই কারখানায় শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে কর্তৃপক্ষর উদাসীনতা নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন প্রকাশ করেন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দা মেহতাব আনসারি জানান, যখন এই ঘটনা ঘটে তারপর

হন বেশ কয়েকজন শ্রমিক। বিস্ফোরণের তীব্রতায় কেঁপে ওঠে কারখানা চত্বর। কর্মরত প্রায় চারজন শ্রমিক গুরুতর জখম হন। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন শ্রমিকরা। তাঁদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। স্থানীয় বাসিন্দারাই সেই জখম শ্রমিকদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় বলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বেলুড় থানার পুলিশ ও দমকল কর্মীরা। জানা গিয়েছে, একটি সিলেন্ডার ব্যবহার করে লোহা কাটাইয়ের কাজ করছিলেন শ্রমিকরা। সেই সময় এই কারখানা কর্তৃপক্ষ জখম শ্রমিকদের উদ্ধার করার বদলে অফিসে টালা লাগিয়ে চম্পট দেয়। বেশকিছুক্ষণ ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় জখমরা মাটিতে পড়ে ছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দারাই তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। হাওড়া সিটি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (নর্থ) বিশপ সরকার জানিয়েছেন তদন্ত শুরু করা হয়েছে। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। তদন্তের স্বার্থে এখন ওই কারখানাটি সিল করে দেওয়া হচ্ছে। কারখানা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে অবশ্য কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

রাজভবনের ভিতরে পুলিশ অফিস খালি করতে হবে, চিঠি দিলেন বোস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুনঃ রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত চরমে। সোমবার কার্যত রাজভবন চত্বরে নাটকের পর নাটক। সকাল বেলাই রাজভবনের পুলিশের কাছে নোটিস পাঠান রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। নোটিসে লেখা, ওই মুহূর্ত থেকে রাজভবনের ভিতরের পুলিশ অফিসগুলি খালি করতে হবে। তবে পুলিশ সূত্রের খবর, লালবাজার থেকে ওই নোটিশ নিতে বারণ করা হয়। ফলত, নোটিস দিতে না পরে চলে যান রাজভবনের কর্মীরা। তবে এখানেই নয়, পুলিশ সূত্রের খবর, এরপর রাজভবনের পুলিশ অফিসে খবর আসে রাজ্যপাল নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশ অফিসগুলোর বিদ্যুৎ এবং জলের লাইন কেটে দিতে। যদিও তাও বাস্তবে কার্যকর হয়নি। বেলায় দিকে নতুন করে শুরু হয় নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক। রাজ্যপাল উত্তর গেটে আসবেন এবং পুলিশ অফিসগুলোতে লোক দিয়ে তালা ঝোলাবেন এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরই মধ্যে রাঙাপানিতে ট্রেন দুর্ঘটনার খবর আসে। ফলত, বোস নর্থ গেটে আসার পরিকল্পনা বাতিল করেন। কিন্তু রাজভবনে থাকা পূর্ত দফতরের কর্মীদের দিয়ে পুলিশ অফিসের বাইরে ‘জন-রাজভবন’ লেখা বোর্ড লাগানোর নির্দেশ দেন তড়িঘড়ি। তবে সেখানেও বাধা পান পূর্ত দফতরের কর্মীরা। লালবাজারে খবর গেলে রাজভবনের পুলিশের কাছে নির্দেশ আসে, ‘স্বরাষ্ট্র দফতরের অধীন এই অফিসে যেন মাপজোক করে বোর্ড লাগানো না হয়।’ বাধা পেয়ে পূর্ত দফতরের লোকজন রাজ্যপালের নির্দেশ না মেনেই চলে যেতে বাধ্য হন। সোমবারের মতো এই নাটক চূড়ান্ত রূপ না পেলেও প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরে রাজ্যপাল ফের নিজে থেকে পুলিশকে রাজভবন থেকে সরানোর ব্যবস্থা নিতে পারেন। উল্লেখ্য, দু’দিন আগে রাজ্যপাল রাজভবনে নিযুক্ত সব পুলিশকর্মীর পরিবর্তন চেয়ে এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে বিবৃতি পোস্ট করেন। কিন্তু রাজ্য সরকার বা কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। সেই কারণেই কি বোসের এ হেন সিদ্ধান্ত? তা যদিও সময়ই বলবে।

কেবল সিগন্যাল নয়, আরও মারাত্মক নিয়ম ভাঙাতেই শেষ হয়ে গেল ১০টা তাজা প্রাণ!

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৮ জুনঃ কাঞ্চনজঙ্ঘা বিপর্যয়ে সিগন্যাল বিভ্রাটের তত্ত্ব আগেই সামনে এসেছে। ঠিক কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটেছিল, প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। তদন্তে জানা গিয়েছে, পেপার সিগন্যালের নিয়ম মেনেই কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস প্রতি সিগন্যালে এক মিনিট দাঁড়ায় মালগাড়িটি। ঘণ্টায় তখন ১৫ কিলোমিটার গতিতে চলছিল। কিন্তু পেছনে থাকা মালগাড়ি যখন পেপার সিগন্যাল পেয়েছিল, লাইন ‘ক্লিয়ার’ রয়েছে ধরেই স্বাভাবিক গতিতে চলতে থাকে মালগাড়ি। পরে নিয়ম ভেঙে গতি আরও বাড়ায়। কারণ পেপার সিগন্যালে চলাচলের নিয়ম দিনে প্রতি সিগন্যালে এক মিনিট ও রাতে প্রতি সিগন্যালে দু’মিনিট দাঁড়াতে হয়। গতি হতে হয় ১৫ কিমি ঘণ্টা। দৃশ্যমানতা কম থাকলে সেই গতি দশ কিমি থাকার কথা। কিন্তু পেপার সিগন্যাল পেয়ে রাঙাপানি থেকে স্বাভাবিক গতিতেই চলতে শুরু করে গতি কমানোর বদলে গতি বাড়িয়ে কাঞ্চনের পেছনে ধাক্কা মারে মালগাড়ি। রাঙাপানি স্টেশন থেকে প্রথম ৫০০ মিটার মাল গাড়ির গতিবেগ ছিল ১০-১৮ কিমি প্রতি ঘণ্টায়। কিন্তু তারপরই সেই গতিবেগ উঠে যায়, প্রায় ৪৫-৫০ কিমি প্রতি ঘণ্টায়। রেলের সিগন্যাল বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, মাত্র ৫ মিনিটে এই গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় ৫০ কিমির উপর তুলে নিতে পারে যেকোনও মালগাড়ি। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ঘটনার দিন থেকে এখনও পর্যন্ত প্রাথমিক তদন্তে দেখা যাচ্ছে, রাঙাপানি স্টেশন থেকে বেরোনোর পর মাত্র সাড়ে তিন মিনিটে মাল গাড়ির গতিবেগ ৫০ কিমি প্রতি ঘণ্টায় উঠে যায়। যা সম্পূর্ণ কাগজ সিগন্যাল নিয়মবিরুদ্ধ। পথে যে কেবিন ছিল, তাঁরা গেট নিয়ন্ত্রন করলেও তাঁদের কাছে ওয়াকিটকি থাকে না। ফলে তাঁরা যদি দেখেও থাকেন, তাঁদের তরফে মালগাড়িকে জানানোর উপায় ছিল না সামনে ট্রেন আছে। তবে তাঁরা রাঙাপানি স্টেশনে জানাতে পারতেন। এক্ষেত্রে প্রশ্ন, কেবিনের সদস্যরা জানিয়েছিলেন কিনা এবং যদি জানিয়ে থাকেন তবে রাঙাপানি স্টেশন তা মালগাড়ির চালককে জানিয়েছিলেন কিনা তা তদন্ত হচ্ছে। তদন্তে দেখা গিয়েছে, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের চালক নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই গাড়ির গতি রেখেছিলেন। কিন্তু সেই নিয়ম মানেননি মাল গাড়ি চালক। তদন্তে লোকো ইন্সপেক্টর এবং গেটম্যানের ভূমিকাও আতশ কাচের তলায়। মূলত মালগাড়ির চালকদের লার্নিং থাকতে হয়। এই মাল গাড়ির চালকের লার্নিং ছিল কিনা, সেটাও তদন্ত সাপেক্ষ। তবে লোকো ইন্সপেক্টররা যে ধরনের দায়িত্ব দিয়ে থাকেন, তাদের উচিত লার্নিং দেখেই গুরুত্বপূর্ণ লাইনে মাল গাড়ি চালানোর দায়িত্ব দেওয়া। সেক্ষেত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ওই অংশের লোক ইন্সপেক্টর পালন করেছিলেন কিনা সেটাও তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে আসতে চলেছে।

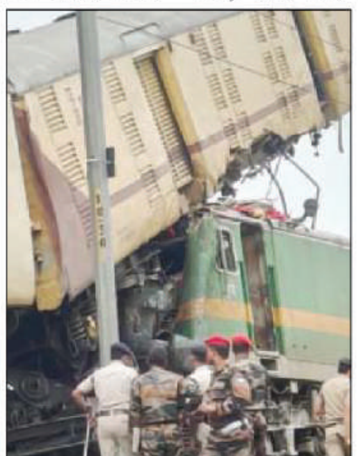

রাহুলের দাবি

এনডিএ’র কিছু শরিক যোগাযোগ রাখছে, পড়ে যেতে পারে মোদি সরকার

নয়াদিল্লি, ১৮ জুনঃ নরেন্দ্র মোদির সরকার বেশিদিন টিকবে না। ছোটখাটো শরিকি বিবাদে সরকারের পতন হতে পারে। এমনই দাবি করেছেন রাহুল গান্ধি। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতির আরও দাবি, এনডিএ’র কিছু শরিক তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। যাদের মধ্যে অনেক অসন্তোষ আছে। রাহুল এসব কথা বলেছেন ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে। মোদি সরকারের আয়ু নিয়ে সংশয় প্রকাশের কারণও ব্যাখ্যা করেছেন কংগ্রেস নেতা। তাঁর বক্তব্য, মোদি আগের দুটি সরকার সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় চালিয়েছেন। আলাপ-আলোচনার বালাই ছিল না। এখন তাঁকে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। রাহুল নাম না করলেও অনেকেই মনে করছেন, তিনি আসলে চন্দ্রবাবু নাইডু এবং নীতীশ কুমারের কথা বোঝাতে চেয়েছেন। দু’জনেই তাঁদের দলের জন্য লোকসভার স্পিকার পদ দাবি করেও আপাতত পিছিয়ে গেছেন। সূত্রের খবর, দুই নেতাকেই বিশেষ প্যাকেজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, আলাদা করে দুটি রাজ্যকে আর্থিক প্যাকেজ দেওয়া সহজ হবে না। চলতি বছরেই অক্টোবরে মহারাষ্ট্র বিধানসভার ভোট আছে। বিহারের ভোট তারও এক বছর পর। কিন্তু মহারাষ্ট্রের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হবে ঝাড়খণ্ডের ভোট। আর্থিকভাবে অনেক পিছিয়ে থাকা ঝাড়খণ্ডকে না দিয়ে বিহারকে সহায়তা দেওয়া হলে সেখানে ভরাডুবির আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না রাজনৈতিক মহল। আবার মহারাষ্ট্রের শরিক শিবসেনার মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেও রাজ্যের পিছিয়ে থাকা এলাকার জন্য প্যাকেজ দাবি করেছেন। বিজেপিরও একাংশ মনে করছে, শরিকি অসন্তোষ চাপা দেওয়া সহজ হবে না। রাহুল গান্ধি সেই অসন্তোষের কথাই ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন, মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

শেয়ার বাজারে দুর্নীতি নিয়ে সেবির কাছে তদন্ত দাবি তৃণমূলের, প্রতিবাদেও জোটধর্ম ইন্ডিয়ার

নয়াদিল্লি, ১৮ জুনঃ তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদীয় এক প্রতিনিধিদল মঙ্গলবার দেখা করল সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার আধিকারিকদের সঙ্গে। শেয়ার বাজারে অদৃশ্য নয়ছয় করার অভিযোগ জানালেন তৃণমূল প্রতিনিধিরা। তাঁদের অভিযোগ, এ মাসের গোড়ায় বুথফেরত সমীক্ষার পর আচমকাই আদানি-আম্বানিসহ কয়েকটি কোম্পানির শেয়ারদর রাতারাতি আকাশ ছুঁয়ে যায়। এর পিছনে কারও না কারও হাত রয়েছে। এই রহস্যের পিছনে দুর্নীতি আছে বলে অভিযোগ তৃণমূল সাংসদদের। তাঁরা এর তদন্ত দাবি করেন সেবির কাছে। তৃণমূল সংসদীয় প্রতিনিধিদলে ছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাগরিকা ঘোষ এবং সাকেত গোখেল। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন মহারাষ্ট্রের উদ্ধব সেনার এমপি অরবিন্দ সাওয়ান্ত এবং শারদ পাওয়ার গোষ্ঠীর এনসিপির প্রাক্তন বিধান পরিষদ সদস্য বিদ্যা চৌহান। সেবি-র কাছে অভিযোগ জমা দেওয়ার পর উদ্ধব সেনা নেতা সাওয়ান্ত বলেন, বুথফেরত সমীক্ষার পর আচমকাই বাজার থেকে সাধারণ মানুষের ১৩ লক্ষ কোটি টাকা উবে যায়। এর পিছনে কার বা কাদের হাত আছে? তাদের সঙ্গে কারা জড়িত তা তদন্ত করে দেখা উচিত। মুম্বইয়ে সেবির দফতরের সামনে তৃণমূল, উদ্ধব সেনা এবং শরদ পাওয়ার গোষ্ঠীর এনসিপি নেতারা বিক্ষোভ দেখান এবং স্লোগান দেন। বুথফেরত সমীক্ষার পর শেয়ার বাজারে নয়ছয়ের

অভিযোগ নিয়ে এর আগে তৃণমূল সাংসদরা শরদ পাওয়ারের সঙ্গে দেখা করেন। লোকসভা ভোটের পর থেকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ তৃণমূল শেয়ার মার্কেটের দুর্নীতির তদন্ত চেয়ে দাবি জানিয়ে আসছেন। বৃহত্তম শেয়ার বাজার দুর্নীতিতে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জড়িত বলে অভিযোগ তুলেছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিও। কংগ্রেসের অভিযোগ, বুথফেরত সমীক্ষার পর আচমকা উত্থান ও ভোটের ফল প্রকাশের পর হঠাৎ পতনে ছোট বিনিয়োগকারীদের বাজার থেকে ৩০ লক্ষ কোটি টাকা উধাও হয়ে যায়। এটা হল বৃহত্তম স্টক মার্কেট কেলেঙ্কারি। এর তদন্ত হোক। যদিও বিজেপির তরফে বিরোধীদের এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিন সেবি দফতর থেকে বেরিয়ে শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘সেবির ঐতিহ্য ও ইতিহাস দীর্ঘ। আমাদের সকলেরই সেবির উপর আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে। তাই আমরা শেয়ার বাজারে নয়ছয় নিয়ে তাদের কাছে তদন্ত দাবি করেছি। এর পিছনে কিছু রাজনীতিকের হাত রয়েছে বলেও তাঁর দাবি।’’ তবে উল্লেখযোগ্যভাবে এদিন এনসিপি প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাতে কংগ্রেসকে সঙ্গে নেয়নি তৃণমূল। যা নিয়ে আলাদা করে চর্চা চলছে। এবার সংসদে মুখোমুখি এনডিএ-ইন্ডিয়া ব্লক। সংসদে এনডিএ সংখ্যা গরিষ্ঠ হলেও ইন্ডিয়া জোটের প্রাপ্ত আসন নেহাত কম নয়। এনডিএ যেখানে ২৯৩ আসন পেয়েছে, ইন্ডিয়া জোট ২৩৪টি আসনে জয়ী হয়েছে। ইন্ডিয়া জোটে যেমন, অখিলেশ যাদবের সপা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে এনডিএ জোটে কার্যত নির্ণায়কের ভূমিকায় অন্ধ্র প্রদেশের চন্দ্রবাবু নাইডুর দল টিডিপি ও বিহারের নীতীশ কুমারের দল জেডিইউ। আর তাই চন্দ্রবাবু ও নীতীশের অবস্থান টলানোর চেষ্টায় ইন্ডিয়া জোটের একাধিক শরিক বলেও খবর। সূত্রের খবর, নীতীশ কুমার, চন্দ্রবাবু নাইডুর সঙ্গে অখিলেশ যাদবকে কথা বলতে অনুরোধ করেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আম আদমি পার্টি, শিবসেনা তাতে সমর্থনও করে।

চাতক-অপেক্ষার দিন শেষ, এবার দক্ষিণবঙ্গে ঢুকতে চলেছে বর্ষা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুনঃ দক্ষিণবঙ্গে ঢুকবে ঢুকবে করছে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। উত্তরবঙ্গে সময়ের আগেই বর্ষা প্রবেশ করেছে, কিন্তু দক্ষিণের জেলাগুলিতে কার্যত চাতক পাখির মতো অপেক্ষা করতে হয়েছে বর্ষার আগমনে জন্য। তবে এবার দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু দক্ষিণবঙ্গে প্রবেশের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, আগামী তিন-চার দিনের মধ্যেই দক্ষিণবঙ্গে প্রবেশ করে যেতে পারে বর্ষা। তার আগে দক্ষিণের জেলাগুলিতে প্রাক বর্ষার ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় আকাশ ছিল আংশিক মেঘাচ্ছন্ন। আগামী কয়েক দিন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, আগামী ২৪ ঘণ্টা পর থেকে দক্ষিণের জেলাগুলিতে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা বাড়বে। প্রাক বর্ষার বৃষ্টি চললেও, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা এখনই নেই বলেই পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের। তবে এই বৃষ্টির জেরে কলকাতা-সহ দক্ষিণের জেলাগুলিতে গরম কিছুটা কমবে। প্রায় সব জায়গাতেই তাপমাত্রা কিছুটা কমবে বলেই অনুমান আবহাওয়াবিদদের। একদিকে যখন বর্ষার অপেক্ষায় বসে রয়েছে দক্ষিণের জেলাগুলি, তখন উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টিতে ভাসছে। একেবারে উত্তরের পাঁচ জেলায় অর্থাৎ, দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে গত ২৪ ঘণ্টায় কোথায় ভারী তো কোথাও অতি ভারী বৃষ্টি হয়েছে। সবথেকে বেশি বৃষ্টি হয়েছে কোচবিহারের মাথাভাঙাতে (২১৩ মিলিমিটার) ও কুমারগ্রামে (১৫০.৪ মিলিমিটার)। আগামী কয়েক দিনও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

নিট-ইউজি ইস্যুতে কেন্দ্র ও এনটিএ-কে নোটিশ সুপ্রিম কোর্টের, জবাবও চাইল শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন ঃ নিট-ইউজি ২০২৪ পরীক্ষা ইস্যুতে কেন্দ্র ও ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-কে নোটিশ পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি কেন্দ্র ও এনটিএ-র কাছে জবাবও চেয়েছে শীর্ষ আদালত।নিট-ইউজি ২০২৪ পরীক্ষা পরিচালনায় প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং অসদাচরণের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টে জমা পড়েছে বহু আবেদন। সেই আবেদনগুলির ভিত্তিতে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হয়। আর সেই শুনানি চলাকালীন ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি বা এনটিএ এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে নোটিশ জারি করেছে শীর্ষ আদালত। শীর্ষ আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে, এই ক্ষেত্রে সামান্য গাফিলতিও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মোকাবিলা করা দরকার।সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, যদি কারও তরফে ০.০০১ শতাংশ গাফিলতি থেকে থাকে, তাহলে তা গভীর ভাবে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

ট্যাঙ্কার দেখলেই হুড়োহুড়ি, জলের জন্য এখনও দিশাহারা দিল্লিবাসী

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন ঃ দিল্লিতে প্রবল গরমের সঙ্গে দোসর হয়েছে তীব্র জলসঙ্কট। নাকাল অবস্থা রাজধানীর সাধারণ মানুষের। জলের জন্য প্রায়দিনই কার্যত ল।াই করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। মঙ্গলবার সকালে একইরকম ছবি ধরা পড়ল দিল্লির গীতা কলোনিতে। জল সরবরাহের জন্যে ট্যাঙ্কারের দেখা মিলতেই ঝাঁপিয়ে প।নে স্থানীয়রা। কেউ ড্রাম, কেউ বালতিতে জল ভরতে থাকেন।মঙ্গলবার সকালে দিল্লির গীতা কলোনি এলাকায় জলের ট্যাঙ্কার পৌঁছতেই ব। ব। ড্রাম, বালতি নিয়ে জল সংগ্রহ করে রাখতে ভিড়। করেন এলাকাবাসী। জল ভরার তাগিদে জলসঙ্কটের সম্মুখীন হওয়া লোকেরা ট্যাঙ্কারের উপর চড়ে পাইপ নিয়ে টানাটানি শুরু করে দেন। দিল্লির ওখলা এলাকাতেও ট্যাঙ্কারের সাহায্যে জনসাধারণকে জল সরবরাহ করা হয়। দিল্লির বসন্ত বিহারের কুসুমপুর পাহাড়ি এলাকাতেও একই ছবি ধরা পড়েছে।

''এটা দোষারোপের সময় নয়, দুর্ঘটনাস্থল খতিয়ে মন্তব্য রাজ্যপাল বোসের

জলপাইগুড়ি, ১৮ জুন, ঃ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে দুর্ঘটনাজনিত পরিস্থিতি ও আহতদের চিকিসা খতিয়ে দেখতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেলমন্ত্রী অশ্বিনী যাদবের মত গত সোমবার বিকেলের বিমানে দুর্ঘটনাস্থলে আসেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। এর আগে তাঁরা সকলেই দুর্ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেন।উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আসেন রাজ্যপাল বোস। দেখা করেন রোগীদের সঙ্গে। এর পর বলেন, 'এটা দোষারোপের সময় নয়। পদক্ষেপ করার সময়।'' কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এবং রাজ্য সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদারও বিকাল ৪.৩০ টায় কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রওয়ানা হন বাগডোগরায়। সেখান থেকে রেল দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন তিনি।শিয়ালদাগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে অসমের অনেক যাত্রীই ছিলেন দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনটিতে। রেলের সঙ্গে কথা হয়েছে বলে জানান অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা।দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী।অন্যদিকে, শিলিগুড়ি পুরনিগমের চেয়ারম্যান গৌতম দেব দুর্ঘটনার তদন্তের দাবি করে বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। কীভাবে একই লাইনে চলে এল দুটি ট্রেন? বেলা তিনটের আগেই দুর্ঘটনাস্থলে আসেন সাংসদ জয়ন্ত রায়। খতিয়ে দেখেন পরিস্থিতি।প্রসঙ্গত, ক্ষতিগ্রস্ত চারটি কামরা বাদ দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের বাকি অংশ প্রথম মালদার পথে, পরে সেখান থেকে শিয়ালদার উদ্দেশে রওনা দেয়।

লাগাতার বৃষ্টি, হাফলং-শিলচর জাতীয় স।কের বিভিন্ন স্থানে ধস, বন্ধ যাতায়াত

হাফলং (অসম), ১৮ জুন ঃ হাফলং-শিলচর ২৭ নম্বর জাতীয় স।কে চলাচল করা এখন দস্তরমতো বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই ওই জাতীয় সড়ক ধস নেমে বন্ধ হয়ে যায়। গত তিনদিনের লাগাতার বৃষ্টির জেরে হাফলং-শিলচর ২৭ নম্বর জাতীয় স।কের বিভিন্ন স্থানে ধস নেমেছে। ফলে বন্ধ হয়ে প।ছে জাতীয় সড়কে যাতায়াত।লাগাতার বৃষ্টির জেরে হারাঙ্গাজাও এবং বান্দরখালে ভয়ংকর ধস নেমে হাফলং-শিলচর ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ হয়ে পড়েছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (নাহাই) ওই সড়কে যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। অবিরাম বৃষ্টির দরুন মঙ্গলবার বান্দরখালে জাতীয় সড়কে ধস নেমেছে। বান্দরখালের কাছে পাহাড় থেকে মাটি-কাদা-জল ও বড়বড় গাছ ধসে পড়ায় ওই স।কপথটি বন্ধ হয়ে পড়েছে। যার দরুন জাতীয় স।ক কর্তৃপক্ষ ওই সড়ক পথে যানবাহন চলাচল আপাতত বন্ধ করে দিয়েছেন।জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ধসমুক্ত করে সড়কপথটিকে সচল

বিভীষিকাময় যাত্রার সমাপ্তি, ভোররাতে শিয়ালদহে এসে পৌঁছল কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস

কলকাতা, ১৮ জুন ঃ বিভীষিকাময় এক যাত্রার সমাপ্তি হল মঙ্গলবার ভোররাতে। শিয়ালদহ স্টেশনের ১৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মের ঘ।রি কাঁটায় তখন ভোররাত ৩.১৬ মিনিট, শিয়ালদহে এসে পৌঁছল কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের অক্ষত অংশ। ওই ট্রেনেই ফিরলেন আতঙ্কিত যাত্রীরা। স্টেশন যাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সঙ্গে ছিলেন শিয়ালদহের ডিআরএম (ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার) দীপক নিগম এবং রেলের অন্যান্য আধিকারিকও।যাত্রীরা ট্রেন থেকে নামার পর তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন ফিরহাদ হাকিম। যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন রেল আধিকারিকেরাও। কোনও যাত্রীর শারীরিক কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না সে বিষয়েও খোঁজ নেন তারা। শিয়ালদহে পৌঁছনোর পর যাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় খাবার এবং জলের বোতল। ফিরহাদ বলেছেন, হেল্প ডেস্ক তৈরি করা হয়েছে। সমস্ত কর্মী, মন্ত্রী এবং পরিবহণ দফতরের সচিব এখানে আছেন। আহতরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন... এটা খারাপ যে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু করছে না। তাঁরা জনগণের জীবন নিয়ে খেলা করছে। শিয়ালদহের ডিআরএম দীপক নিগম বলেছেন, আমরা যাত্রীদের কাছ থেকে তাঁদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চেয়েছি, চিকিৎসক দল এবং আরপিএফ দলও ঘটনাস্থলে রয়েছে। আমাদের অ্যাম্বুলেন্সগুলিও স্ট্যান্ডবাই রয়েছে, প্রয়োজনে আমরা সেগুলি ব্যবহার করব... যাত্রীদের গাইড করার জন্য মেডিকেল বুথও রয়েছে।সোমবার সকালে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে শিয়ালদহের দিকে রওনা দিয়েছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। ফাঁসিদেওয়ার রাঙাপানি স্টেশনের কাছে সকালে আচমকা ওই ট্রেনে পিছন দিক থেকে একটি মালগাড়ি এসে ধাক্কা মারে। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের চারটি কামরা লাইনচ্যুত হয়েছে। তার মধ্যে অন্তত দু'টি কামরা মালবাহী। এখনও পর্যন্ত ৮ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহত ২৫। দুর্ঘটনার পর দুপুর ১টা ৩০ মিনিট নাগাদ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের অক্ষত অংশ যাত্রীদের নিয়ে মালদার দিকে রওনা দেয়। মালদায় যাত্রীদের হাতে খাবার এবং জলের বোতল তুলে দেয় রেল। সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর শিয়ালদহের দিকে রওনা দেয় কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। বিভীষিকাময় যাত্রার সমাপ্তি হয় মঙ্গলবার ভোররাত ৩.১৬ মিনিটে। রেলের দেওয়া সময়ের ২০ মিনিট আগেই শিয়ালদহে ঢুকে যায় কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস।

ভোট-হিংসায় আক্রান্ত বিজেপি, ডায়মন্ড হারবারে নিপীড়িতদের কথা শুনল তথ্যানুসন্ধানী দল

ডায়মন্ড হারবার, ১৮ জুন ঃ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আক্রান্ত হয়েছেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। বহু বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা এখন ঘরছাড়া। পশ্চিমবঙ্গের ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ খতিয়ে দেখতে তথ্যানুসন্ধানী কমিটি তৈরি করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। মঙ্গলবার সকালে এই তথ্যনুসন্ধানী দল ডায়মন্ড হারবারে নিপীড়িতদের কথা শুনল মনোযোগ সহকারে।ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলা বিজেপি কার্যালয়ে ভোট হিংসায় আক্রান্তদের কথা মনোযোগ সহকারে শোনেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ, ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পলও।রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, সব জায়গায় একই গল্প, যদি আপনি বিজেপির হয়ে কাজ করেন, আপনাকে মারধর করা হবে। আপনি যদি বিজেপিতে আসেন তাহলে আপনার স্ত্রী এবং বাবা-মাকে হিংসার শিকার হতে হবে। মমতা জি, এটি আপনার সরকার। এখানে মহিলাদের মারধর করা হচ্ছে। এটা খুবই গুরুতর বিষয়, মমতা জি, আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত, আমি পুলিশকে বলতে চাই, আমাদের দলের কর্মীরা আপনাদের সামনে তাঁদের দুর্দশা প্রকাশ করেছে, যদি পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোনও মিথ্যা মামলা করে ভুল হবে, আমরা জাতীয় পর্যায়ে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নেব।বিপ্লব কুমার দেব বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে নারীদের সম্মান দেওয়া হয় না... আমরা এই ব্যবস্থার অবসান ঘটাব। আমরা এই রিপোর্ট জে পি নাড্ডার কাছে জমা দেব এবং আমাদের দল শুধুমাত্র বিজেপি দলের কর্মীদের সঙ্গে নয়, বাংলার সমস্ত মহিলাদের সঙ্গে (বর্তমান সরকার থেকে বাংলাকে) মুক্ত করতে কাজ করবে।

পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের উদ্যোগে মঙ্গলকোটে পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা ও মিউজিয়াম হতে চলেছে

ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, গুসকরাঃ স্থানীয় গবেষক ইতিহাসবিদ সংগ্রাহক প্রাচীন ইতিহাসের জানার আগ্রহী ব্যক্তিদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে নিয়ে স্থানীয় স্তরে সংগ্রহশালা ও মিউজিয়াম হতে চলেছে মঙ্গলকোটে। ইতিমধ্যে জেলায় স্তরে প্রস্তাব পাস হয়েছে। মঙ্গলকোটে নতুনহাট এলাকায় জমি খোঁজ করায় জন্যে ভূমি দপ্তর কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলা সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার জানিয়েছেন প্রতিনিয়ত মঙ্গলকোট থেকে উদ্ধার হচ্ছে প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী। কিন্তু এসব রাখার জায়গা নেই। সেই প্রোয়জীনতা ভেবে প্রত্নসম্পদ সংগ্রহশালা তৈরীর প্রস্তাব আমরা নিয়েছি। ভূমি দপ্তর কে জমি দেখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মিউজিয়াম তৈরি জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করার কাজ চলছে। প্রতি বছর অজয় ও তার পাশ্ববর্তী এলাকায় থেকে বালি মাটি বা জলের তলা থেকে প্রাচীন মূর্তী বা প্রাচীন যুগের ব্যাবহারিত সামগ্রী পাওয়া যায়। জানাজানি হলে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। থানার পড়ে থাকে।বা কোথায় মন্দির লাইব্রেরি তে অযত্নে পড়ে থাকে। সংরক্ষণের জন্য অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়। যা স্থানীয় গবেষক ইতিহাসবিদ এবং সংগ্রাহক প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানীয় প্রাচীন ইতিহাসের আগ্রহী ব্যক্তিদের থেকে দূরে চলে যায়। তাদের দাবি স্থানীয় স্তরে সংগ্রহশালা ও মিউজিয়াম হলে প্রয়োজনে দেখতে ও জানতে পাড়বে। আগামী প্রজন্মের জন্য কাজে লাগবে।বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট সংলগ্ন এলাকা প্রাচীন ঐতিহাসিক ক্ষেত্র বলে সর্বজনবিদিত । প্রাচীন যুগের উজানী বা উডডিয়ান মঙ্গলকোষ্টি। যা বর্তমানে মঙ্গলকোট।ইতিমধ্যে তিনবার খনন করা হয়েছে, বহু সামগ্রিক উদ্ধার হয়েছে প্রতিবছরই নানা জায়গা থেকে মূর্তি উদ্ধার হয় ।পাল যুগ গুপ্ত যুগ সেন যুগ কুষাণ যুগের নানান সামগ্রী পাওয়ার কথা জানা গিয়েছে, বৌদ্ধ ও জৈন সাংস্কৃতির এখানে ছিল বলেও জানা গেছে । মঙ্গলকোট পরিদর্শনে এসেছিলেন বিখ্যাত প্রাচীন ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি মঙ্গলকোট ঘুরে গেছেন ।সুলতান নবাবী ও মুঘল যুগের ইতিহাস ধংস স্তুপ কাঠামো ও ঐতিহাসিক কাঠামো বর্তমান রয়েছে। মঙ্গলকোট অজয় কেতুগ্রাম কাটোয়া ভাতার বিভিন্ন এলাকা থেকে বছরে বিভিন্ন সময় প্রাচীন সামগ্রী উদ্ধার হয় সেইগুলি কেউ ব্যক্তিগত উদ্যোগে থাকে কেউ সংগ্রহশালায়। জমা দেয় কিংবা নিজের সংগ্রহ রেখে দেয় । এই প্রাচীন ঐতিহাসিক বহু মূল্যবান সামগ্রী রাখার সরকারিভাবে কোন পরিকাঠামো স্থানীয় স্তরে নেই । তাই স্থানীয় মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি স্থানীয় এলাকায় উদ্ধার হওয়া প্রাচীন সামগ্রী মূর্তি মাটির পাত্র ব্যবহারিত অস্ত্র পুতি নানান সামগ্রী স্থানীয় এলাকাটি সংরক্ষিত ও প্রদর্শনী হোক তাহলে বর্তমান ও আগামী দিনের জন্য ইতিহাস চর্চার বড় ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে।

বন্যার জলে প্লাবিত কদমতলা-কুর্তি বিধানসভা এলাকার মানিকনগর, পরিদর্শন পঞ্চায়েত চেয়ারম্যানের

কদমতলা (ত্রিপুরা), ১৮ জুনঃ বন্যার জলে প্লাবিত কদমতলা-কুর্তি বিধানসভা এলাকার কুর্তি গ্রামের কলোনি মানিকনগর ১ নম্বর ওয়ার্ড। গত দুদিন ধরে লাগাতার বৃষ্টিপাতের ফলে ৫৬ পরিবারের বসতগ্রাম প্লাবিত হয়ে গেছে। বন্যার খবর পেয়ে মঙ্গলবার সকাল আটটা নাগাদ বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে যান কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব। সঙ্গে ছিলেন মণ্ডল সাধারণ সম্পাদক মান্না গোস্বামী সহ অন্যান্য নেতারা।গ্রামের বন্যাদুর্গত মানুষজন জানিয়েছেন, প্রতি বছর বর্ষার মরশুমে এই এলাকা প্লাবিত হয়। এবারও প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের ফলে এলাকা প্লাবিত হয়েছে। বর্তমানে ওই এলাকার বহু বাড়ি ঘরে বন্যার জল প্রবেশ করছে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে গ্রাম। বাড়িঘর থেকে বের হতে নৌকা ব্যবহার করা হচ্ছে।এই পরিস্থিতিতে এলাকার মানুষের খোঁজখবর নিতে পরিদর্শনে যান চেয়ারম্যান সুব্রত দেব। তিনি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বেশ কিছু পরিবারের হাতে কিছু খাদ্যসামগ্রী তুলে দিয়েছেন।এলাকা পরিদর্শন করে সুব্রত দেব জানিয়েছেন, এ বিষয়ে বেলা ১১টায় কদমতলা ব্লক আধিকারিক অনিমেষ দেববর্মার সাথে কথা বলবেন। কারণ আরও বৃষ্টিপাত হলে ভয়াবহ বন্যা হয়ায়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে। তাই প্রয়োজনে সময় থাকতে যাতে ওই এলাকার মানুষকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসা যায় সে বিষয়ে কথা বলবেন তিনি।এদিকে বিপদের সময় চেয়ারম্যান সুব্রত দেবকে কাছে পেয়ে খুশি গ্রামের সাধারণ মানুষ।

নির্ধারিত দিনে বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচনের পক্ষে সায় ইচাবিলের শ্রমিকুলের

লোয়াইরপোয়া (অসম), ১৮ জুন ঃ ঘনিয়ে আসছে বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ নির্বাচনের দিনক্ষণ। ইতিমধ্যে চা শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে স্থানে স্থানে ঘনিষ্ঠ প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দিতে শুরু হয়েছে নীরব প্রচার।এতে বিভিন্ন বাগান পঞ্চায়েতে দেখা দিয়েছে ফাটলও।একাংশ রাজনৈতিক নেতাদের পরোক্ষ মদতে শ্রমিকদের মধ্যে বিভাজনের বীজ বপনের অভিযোগ উঠেছে।শ্রমিকদের স্বার্থে গঠিত শ্রমিক ইউনিয়নে লবিজমের হাতছানিকে অনেকে ভালো নজরে দেখছেন না।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত মে মাসের ৯ তারিখ বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যালয়ে.ইচাবিল বাগান পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য স্থানীয় রাজু কুর্মি ও উত্তম রবিদাস তাঁদের দুই গ্রুপের মধ্যে মোট ২২ জন সদস্য মনোনয়ন জমা দেন।তখন লোকসভা নির্বাচনী আদর্শ বিধি জারি থাকায় বাগান পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্ভব হয়নি।পরবর্তীতে আগামী ২৩ জুন বাগান পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ধার্য হয়। এরই মধ্যে বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নকে বদনাম করার জন্য জনৈক নেতার ইশারায় একটি গ্রুপের মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।বর্তমানে তাঁরা বাগান পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাগড়া দিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপারে সোমবার সন্ধ্যায় ইচাবিল বাগানের উত্তম রবিদাস তাঁর সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে জানান, তাঁরা নির্ধারিত দিনে বরাক চা শ্রমিক ইউনিময়নের নির্বাচনের পক্ষে। এ ব্যাপারে তাঁরা বরাক চা শ্রমিক ইউনিযনের সভাপতি তথা সাংসদ কৃপানাথ মালা, সাধারণ সম্পাদক তথা অসম চা নিগম-এর চেয়ারম্যান রাজদ্বীপ গোয়ালার হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।তাঁর কথায়, বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়ন সময়ে সময়ে শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করে চলেছে। শ্রমিকদের নানা সমস্যা সহ দৈনিক হাজিরা ২২৮ টাকা করার দাবিতে গত ২২ এপ্রিল, অসম চা নিগম-এর চেয়ারম্যান রাজদ্বীপ গোযালা চা নিগম-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাকেশ আগরওয়ালা সহ শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন।মুখ্যমন্ত্রী সবুজ সংকেত দিয়ে রেখেছেন। যা আগামীতে কার্যকর হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন উত্তম রবিদাসরা।তাই নির্ধারিত সময়ে বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে শ্রমিক ঐক্য মজবুত করতে স্থানীয়রা জেলাশাসক, সার্কল অফিসার সহ বিভাগীয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কামনা করেছেন।

উস্ট্রাসন-এর সুফল তুলে ধরলেন মোদী, জানালেন এই আসনের উপকারিতা

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন ঃআর মাত্র দু'দিন পরই আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। দেশজুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি, আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রাক্কালে প্রতিদিনই সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের যোগাসনের সুফল তুলে ধরছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর মঙ্গলবার সকালে উস্ট্রাসন-এর সুফল তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।মঙ্গলবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ একটি ভিডিও আপলোড করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই ভিডিও-তে উস্ট্রাসন আসনের সুফল তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি জানান, উস্ট্রাসন পিঠ ও ঘাড়ের পেশী শক্তিশালী করে। এই আসন রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে এবং দৃষ্টিশক্তি উন্নত করে।

আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘন! শ্রীলঙ্কা নৌসেনার হাতে পাকড়াও ৪ তামিল মৎস্যজীবী

রামেশ্বরম, ১৮ জুন ঃআন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘনের দায়ে ৪ জন তামিল মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করল শ্রীলঙ্কা নৌসেনা। গ্রেফতার করার পর তাঁদের কাঙ্কেসান্তুরাই নৌবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ধৃত ৪ জন মস্যজীবী হলেন - কে পার্থিবন (৩২), কে সারথি (২৩), কে মুরালি (৪২), এন রামাদোস (৫২)। তাঁদের মাছ ধরার নৌকাও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।তামিলনাড়ুর মৎস্যজীবী অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার সকালে জানানো হয়েছে, ডেলফ্ট দ্বীপের (উত্তর শ্রীলঙ্কা) কাছে মাছ ধরার সময় শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনী পুদুক্কোট্টাইয়ের ৪ জন মস্যজীবীকে পাকড়াও করেছে। এই ৪ জন মৎস্যজীবী ও তাঁদের নৌকাগুলি কাঙ্কেসান্তুরাই নৌ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠান এবার শ্রীনগরে, আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হতেই প্রস্তুতি শুরু

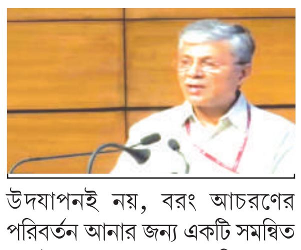

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ২০ জুন জম্মু ও কাশ্মীরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগরে যাচ্ছেন। শ্রীনগরে রাত্রিযাপন করার পর, পরবর্তী দিন ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তিনি। এ বছর আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি হবে শ্রীনগরের শের-ই-কাশ্মীর আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র প্রাঙ্গণে। মঙ্গলবার আয়ুষ সচিব বৈদ্য রাজেশ কোটেচা জানিয়েছেন, এ বছরের আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠান হবে শ্রীনগরে, এবারের থিম ''যোগা ফর সেলফ এন্ড সোসাইটি''।আয়ুষ সচিব আরও জানান, ভারত গত ১০ বছর ধরে যোগ-এর নেতৃত্ব দিচ্ছে। যোগ দিবস সারা বিশ্ব জুড়ে একটি বৃহ পরিসরে সংগঠিত হচ্ছে। যোগ শুধুমাত্র একটি উদযাপনই নয়, বরং আচরণের পরিবর্তন আনার জন্য একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা যাতে লোকজন নিজেদের জীবনে যোগব্যায়াম গ্রহণ করে এবং যোগের সুবিধা গ্রহণ করছেন।সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী ২০ জুন শ্রীনগরে এসে পৌঁছবেন। রাত্রিযাপন করার পর পরবর্তী দিন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তিনি। সূত্রের খবর, জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহার নেতৃত্বে জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন প্রধানমন্ত্রীর সফরের প্রস্তুতির জন্য উচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছে।

২৭ বলে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন শাহিল চৌহান

কলকাতা, ১৮ জুন ঃগত বছর এশিয়ান গেমসে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম সেঞ্চুরিটি করেছিলেন নেপালের কুশল মাল্লা। এরপর এক বছরের ব্যবধানে দুইবার এই রেকর্ড ভাঙল। কুশল মাল্লা, জ্যান নিকল লফটি এটন হয়ে এই রেকর্ডের নতুন মালিক হয়ে গেলেন শাহিল চৌহান।আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম সেঞ্চুরিটির রেকর্ড গড়লেন এস্তোনিয়ার শাহিল চৌহান। সোমবার সাইপ্রাসের বিপক্ষে মাত্র ২৭ বলে সেঞ্চুরি করলেন তিনি। ভেঙে দিলেন নামিবিয়ার জ্যান নিকল লফটি-এটনের ৩৩ বলে সেঞ্চুরির রেকর্ড। এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে কীর্তিপুরে নেপালের বিরুদ্ধে এই রেকর্ডটি গ।ছিলেন তিনি।সাইপ্রাসের এপিস্কোপিতে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৯১ রান তুলেছিল সাইপ্রাস। ১৯২ রানের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ব্যাট করতে নেমে শাহিল চৌহানের ৪১ বলে অপরাজিত ১৪৪ রানের ইনিংসে ভর করে মাত্র ১৩ ওভারেই ৪ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় এস্তোনিয়া। শাহিলের ইনিংসে ৬টি চারের পাশাপাশি ছিল ১৮টি ছক্কা।

অসমের পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাও থেকে হাভানা, কিউবায় ভারতের রাষ্ট্রদূত নিয়োজিত আর্মস্ট্রং চ্যাংসান

গুয়াহাটি, ১৮ জুন ঃ অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ের সুসন্তান আইএফএস টি আর্মস্ট্রং চ্যাংসান পাড়ি দিচ্ছেন হাভানায়। তিনি কিউবায় ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োজিত হয়েছেন। চ্যাংসানের কর্মজীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত চিহ্নিত করে বিদেশ মন্ত্রক এই ঘোষণা করেছে। তাঁর এই বিশেষ নিয়োগে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা ডিমা হাসাওয়ে চাংসানের শিকড়ের কথা উল্লেখ করে অভিনঃদন জানিয়ে.তাঁর নতুন কূটনৈতিক দায়িত্বে দক্ষতার প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছেন।ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস (আইএফএস)-এর ১৯৯৭ ব্যাচের ক্যাডার টি আর্মস্ট্রং চ্যাংসান তাঁর নতুন ভূমিকায় অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। কিউবায় রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগের আগে তিনি জাপানের ওসাকা-কোবেতে ভারতীয় কনস্যুলেটে কনসাল জেনারেল হিসেবে দাযিত্ব পালন করেছেন। তাঁর কূটনৈতিক কর্মজীবনে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার, লাগোস এবং টোকিওতে পোস্টিং সহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।১০৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি অসমের পাহাড়ি জেলা তদানীন্তন উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলায় (অধুনা ডিমা হাসাও জেলা) জন্মগ্রহণ করেন আর্মস্ট্রং চ্যাংসান। এখানে শিক্ষা পর্ব শেষ করে আইআইটি দিল্লিতে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে আইএফএস-এ যোগদানের আগে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বি.টেক ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি।বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারদর্শী চ্যাংসান তাঁর কার্যকাল রাষ্ট্রপুঞ্জ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অঙ্গণে ভারতের কূটনৈতিক স্বার্থকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য একটি অবিচল প্রতিশ্রুতি দ্বারা খ্যাতি অর্জন করেছে। তিনি জলবায়ু পরিবর্তন থেকে শুরু করে মানবাধিকার সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রেখেছেন।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৯জুন মার্ট ঃবুধবার, ৪ আষাঢ় মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৪ আষাঢ় মাসঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ৪ আষাঢ় মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৪ আষাঢ় মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৪ আষাঢ় মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৬.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৯.০৫ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৭শতকরা এবং ৫৮শতকরা। বৃষ্টিহয়েছে মঙ্গলবার। জোয়ার- সকাল ৮টা ৪৯ মিনিট এবং রাত৮টা ৪৪মিনিট হবে। ভাটা-সকাল -৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৭মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ২০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃঅন্যদের সাথে খুশি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে স্বাস্থে্যর বিকাশ ঘটতে পারে। বড় দলে নিজেকে নিযুক্ত করা অত্যন্ত আমোদপূর্ণ হবে- কিন্তু আপনার খরচ উর্ধ্বমুখী প্রবণতা নেবে।। **বৃষভ রাশিঃ**যে অনুভূতিগুলি আপনাকে অনুপ্রাণিত করে সেগুলিকে চিহ্নিত করুন। ভয়, সংঃদহ, রাগ, লোভ ইত্যাদির মত নেতিবাচক ভাবনাগুলিকে আপনার ছাড়া উচিত।। **মিথুন রাশিঃ**আপনার ঋগডুটে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাখুন যেহেতু এটি আপনার সম্পর্ককে চিরস্থায়ীভাবে নষ্ট করতে পারে।। **কর্কট রাশিঃ**আপনার আশা একটি সু ঃদর কোমল সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে। শুভ। **সিংহ রাশিঃ**আপনার শিশুসুলভ স্বভাব ভেসে উঠবে এবং আপনি একটি কৌতুকপূর্ণ মেজাজের মধ্যে থাকবেন। মানসিক চিন্তা বাড়বে। **কন্যা রাশিঃ**স্ত্রী আপনাকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। দিনের শেষ ভাগে আর্থিক উন্নত হবে। । **তুলারাশিঃ**সামাজিকতার ভয় আপনাকে বলহীন করে তুলতে পারে। এটি সরাতে আপনার আত্ম-সম্মানকে উৎসাহিত করুন। **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনার ইতিবাচক মনোভাব আপনার চারপাশের মানুষদের মুগ্ধ করবে। অর্থ ব্যয়। **ধনু রাশিঃ**পারিবারিক চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে না। শুভদিন। **মকর রাশিঃ**পারিবারিক চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে না। অর্থনৈতিক দিকটি শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিবাহের যোগ হতে পারে **কুম্ভ রাশিঃ**সামাজিক জীবনের থেকে স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। যারা শেয়ার বাজারে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করেন তারা আজ ক্ষতির মধ্যে পড়তে পারেন।। **মীন রাশিঃ**আপনার সবচেয়ে বড় সম্পদ আপনার ঠাট্টা বোধ এবং আপনার অসুস্থতা নিরাময় করার জন্য এটিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। মনে হয় আপনার অভিভাবকের সম্প্রসারিত সহায়তার সাথে সাথে আর্থিক ঝঞ্ঝাট পার হয়ে যাবে। তো হবে কিন্তু তবুও আপনি এরকম কিছু কদিতে চেষ্টা করবে। শুভ দিন।

মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে পুজো দিলেন সুপ্তি

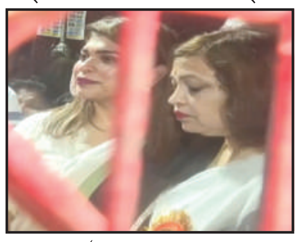

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুন ঃ মানিকতলা বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুপ্তি পাণ্ডে মঙ্গলবার মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে মন্দিরে গিয়ে পুজো দিলেন। মানিকতলা বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন সুপ্তি পাণ্ডে। প্রয়াত মন্ত্রী সাধন পাণ্ডের স্ত্রীকে এবার প্রার্থী করেছে ঘাসফুল শিবির। মঙ্গলবার মনোনয়নপত্র জমা দিলেন তিনি। আগামী ১০ জুলাই মানিকতলা-সহ আরও ৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন রয়েছে, তার আগে মন্দিরে পুজো দিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন সুপ্তি পাণ্ডে। এদিকে, বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রচার শুরু করলেন কৃষ্ণ কল্যাণী। রায়গঞ্জ পুরসভার প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাসের ওয়ার্ড থেকেই প্রচার শুরু করেন রায়গঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী। তার আগে স্থানীয় মন্দিরে পুজো দেন তিনি।

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা,বসিরহাট , ১৮ জুন ঃ বসিরহাটের এক বেসরকারি নার্সিংহোমে সিজার করে বাচ্চা হওয়ার পরে সদ্যোজাতের মায়ের মৃত্যুর ঘটনায় উত্তেজনা। ঘটনায় মৃতার পরিবার পরিজন এবং আত্মীয়-স্বজনরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে,তাদের অভিযোগ নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে। ক্ষীপ্ত আত্মীয় স্বজনরা নার্সিংহোম ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ।

বিশ্ব সঙ্গীত দিবস উদযাপন

কলকাতা, ১৮ জুন ঃ ওয়ান ৯৭ কমিউনিকেশনস লিমিটেড যেটি পেটিএম ব্র্যান্ডের মালিক, ভারতের শীর্ষস্থানীয় পেমেন্টস এবং আর্থিক পরিষেবা বিতরণ সংস্থা এবং কিউআর, সাউন্ডবক্স এবং মোবাইল পেমেন্টের পথপ্রদর্শক, কলকাতায় উচ্চ প্রত্যাশিত বিশ্ব সঙ্গীত দিবস কনসার্ট ২০২৪-এর জন্য পিয়ানোবাদক-কণ্ঠশিল্পী জুটি সৌরেন্দ্র- সৌম্যজিতের সাথে তার এক্সক্লুসিভ সহযোগিতার ঘোষণা করেছে।

গ্রামে যাচ্ছেনা পিএইচ এর জল, পাম্প হাউজ ভাঙচুরের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, হিঙ্গলগঞ্জ, ১৮ জুন ঃ উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের বিশপুর অঞ্চল সংলগ্ন কিছু জায়গায় জল পাচ্ছেন না গ্রামবাসীরা এই অভিযোগে মঙ্গলবার সকালে পাম্প হাউজে বিক্ষোভ দেখান কিছু মানুষ। বিক্ষোভ দেখানো ই নয় পাম্প হাউজে ভাঙচুর ও জল সরবরাহ বন্ধ করে দেয় বিক্ষোভকারীরা এমনটাই অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনার কথা জানাজানি হতেই অপর এক পক্ষ গ্রামবাসী এই ভাঙচুরের ঘটনা ও জল বন্ধ করার ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভে সামিল হন। পাম্প হাউজের সামনে ই ভাঙচুর ও জল বন্ধ করার ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবি তোলেন গ্রামবাসীদের একাংশ। মঙ্গলবার সকালে পাম্প হাউজে বিক্ষোভ দেখান গ্রামের কিছু মানুষ।তাদের দাবি দীর্ঘদিন তারা পরিমিত জল পাচ্ছেন না। বহুবার জানানো হলেও কোনো লাভ হয়নি বলে অভিযোগ, তাই ই সকালে তারা কথা বলতে এসেছিলেন। পাম্প হাউজের কর্মীদের কথায় কিছু মানুষ আসার পর তারা জোর করে পাম্প হাউজ বন্ধ করতে বাধ্য করেন ও জিনিসপত্র ফেলে দেয়।প্রাণভয়ে কর্মীরা পাম্প হাউজ ছো অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হন বলেও জানান। এই ঘটনার খবর চাউর হতেই,এর প্রতিবাদে পথে নামেন গ্রামেরই বাসিন্দাদের একাংশ।তারা এসে পিএইচ পাম্প হাউজের সামনে বিক্ষোভ দেখানো শুরু করে। বিক্ষোভকারীদের তরফে দীন ইসলাম শেখ জানান-বাইলানি গ্রামের বিজেপি কর্মী সমর্থকরাই এসে পাম্প হাউজ বন্ধ করে দিয়েছে এবং ভাঙচুর করেছে। যে কারণে এই গরমে সব গ্রামের জলই বন্ধ হয়ে গেছে। অবিলম্বে জল সরবরাহ চালু করতে হবে এবং বিজেপি কেন এই ঘটনা ঘটালো তার জবাব দিতে হবে, যারা ভাঙচুর করেছে তাদেরকে অবিলম্বে শাস্তি দিতে হবে। যদিও যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাদের তরফে গোপাল দাসের দাবি-এখানে কোন দলীয় রং নেই। গ্রামের মানুষ জল পাচ্ছে না, আগে জলের ট্যাংকিতে করে দিনে তিনবার জল দিতো মানুষের জলের চাহিদা কিছুটা মিটে যেত। কিন্তু এখন জল যাচ্ছে না, বহুবার পিএইচ দপ্তরে কথা বলে কোন কাজ হয়নি, তাই আমরা এসে জল বন্ধ রাখার কথা বলেছি। কোনরকম অশান্তি বা ভাঙচুর আমরা করিনি। পাম্প হাউজের কর্মী মানস কুমার মাইতি,তারকনাথ দাশরা বলেন ওরা আসার পর আমরা ওদেরকে বারণ করেছিলাম কিন্তু ওরা শুনিনি, ওরা পাম্প হাউস বন্ধ করে দেয় এবং কিছু জিনিসপত্র ফেলে দেয়, ওদের সমস্যা না মেটা পর্যন্ত পাম্প হাউজ চালাতে দেবে না বলে। এমন কি ধাক্কা ধাক্কি করা হয় বলেও অভিযোগ তাদের।কর্মীরা জানান তারা ভয়ে পাম্প হাউস ছেড়ে বাড়ি চলে যান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয় হাসনাবাদ থানার পুলিশ।

জয়নগরে নতুন প্রজাতির নারকেল সবেদার চাষ হচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৮ জুন ঃ দক্ষিন ২৪ পরগনার জয়নগর মোয়ার পাশাপাশি সবেদা চাষেও বিখ্যাত। এই এলাকার সবেদা রাজ্যে ছাড়িয়ে ভিন রাজ্যে ও যায়। তবে গত কয়েকবছরে বারবার ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বহু সবেদা গাছ। ক্ষতি হয়েছে সবেদার ফলনে। আর তাই এবারে জয়নগর এলাকার চাষিরা দেশীয় সবেদার বদলে কম সময়ে বেশি ফলনের আশায় বিদেশি জাতের সবেদার চাষ করছে। জয়নগরের পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন এলাকায় চাষ হচ্ছে এই নতুন প্রজাতির নারকেল সবেদার চাষ। আর এই নতুন প্রজাতির সবেদা সু ন্দরবন তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনার চাষিরা চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। জয়নগরের বহড়ুর হাসিমপুর, মিঠানি, শ্রীপুর,সাহাজাদাপুর, ফুটিগোদা, বেলে দূর্গানগর সহ আশেপাশের এলাকায় আগে বিঘের পর বিঘে জমিতে সবেদা বাগানে সবেদা চাষ করতে দেখা যেত, অর্থাৎ এই সমস্ত এলাকাতে বেশ কিছু চাষি আছেন যাঁরা বিভিন্ন জাতের সবেদা চাষ করে আর্থিকভাবে সচ্ছল হতেন। কিন্তু দীর্ঘ বেশ কয়েক বছর ধরে দেশি জাতের সবেদা চাষ করে সেভাবে আর লাভের মুখ দেখতে পারছিলেন না সুন্দরবন তথা জয়নগর এলাকার সবেদা চাষিরা। তাই বাধ্য হযে .এই নারকেল সবেদা, অর্থাৎ দেশি নয়, বিদেশি চারার উপরে বেশি জোর দিতে শুরু করে তাঁরা এবং তা থেকেই উঠে আসে তাঁদের সাফল্য। জয়নগরের সাহাজাদাপুর গ্রামের কয়েকজন সবেদা চাষি বললেন, দেশি সবেদা চাষ করে যতটা লাভ হত, ততটাই বিভিন্ন খরচের খাতে বেরিযে .যেত। এবং যার জন্য লাভের মুখ সেভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাই এই বিদেশি নারকেল সবেদা জাতের গাছ বসিয়ে অল্প খরচে অধিক ফলন হচ্ছে গাছগুলিতে। লাভবান ও হচ্ছি আগের থেকে। এই সবেদা শুধুমাত্র রাজ্যে নয, বাইরেও পাঠাছি আমরা। দেশি সবেদার দামের তুলনায় এই নারকেল জাতের সবেদার দামও ভালই উঠছে। এখন অধিক লাভের দিশা দেখছেন তাঁরা। জেলা উদ্যান পালন দপ্তর সূত্রে চাষিদের এই সবেদা চাষে উৎসাহ প্রদান ও করা হচ্ছে। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, অন্যান্য চাষিদেরও এই ফল চাষে এগিযে .আসার দরকার আছে।

বেহাল বিদ্যুৎ পরিষেবার প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৮ জুন ঃবেহাল বিদ্যুৎ পরিষেবার প্রতিবাদে উপযুক্ত পরিষেবার দাবিতে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের দুটি গাড়ি আটকে বিক্ষোভ হলো হাওড়ায়। মঙ্গলবার সকালে একইসাথে তিনটি রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। জগবল্লভপুরের ইছানগর এলাকায় বিক্ষোভ অবরোধের জেরে উত্তেজনা ছ।য়ে পড়ে। এদিন বড়গাছিযার জাঙ্গিপাড়া রোড, মুন্সিরহাট সীতাপুর রোড এবং জগবল্লভপুর মোশার রোড অবরোধ করা হয় বলে জানা গেছে। ঘটনাস্থলে যায় জগবল্লভপুর থানার পুলিশ। পুলিশকে ঘিরেও ব্যাপক বিক্ষোভ হয়। উত্তেজনা ছ।য়ে প।েঅবরোধকারীদের তরফ থেকে মহম্মদ শফিকুল বলেন, আমাদের নিজেদের সমস্যার জন্য পথ অবরোধ করেছি। জনসাধারণকে বোঝাবার জন্য এই পথ অবরোধ করা হয়েছে। প্রশাসনিকভাবে যারা ইলেকট্রিক অফিসে আছে তাদের কাছে আমাদের অসুবিধার কথা জানাতেই এই কর্মসূচি। তবে অ্যাম্বুলেন্স, দুধের গাড়ি, খাবার গাড়ি বা অসুস্থ ব্যক্তিদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ২৮ বছর ধরে দেখছি আবহাওয়া দপ্তরের বৃষ্টির ঘোষণা করার আগেই বিদ্যুৎ সরবরাহ এখানে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা খুব খারাপ। সেই কারণে প্রবল গরমে এলাকার মানুষ প্রচন্ড সমস্যায় রয়েছেন। বিদ্যুৎ চলে গেলে প্রায় ৫ ঘন্টা আর বিদ্যুৎ আসেনা। আমরা চাই যত দ্রুত সম্ভব এই নিয়ে ব্যবস্থা হোক।

কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, ধনিয়াখালির দুজনেই হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি,১৮ জুন ঃ সোমবার কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস এর পিছনদিকে এসে ধাক্কা মারে একটি মালগাড়ি। লাইন থেকে ছিটকে দুমড়ে মুছড়ে পড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার দুটি বগি। সেখানেই পিছনের জেনারেল কামরায় ছিলেন হুগলির দুই যুবক সৌণক সাহা ও তন্ময় ঘোষ। দুর্ঘটনায় আহত দুজনেই চিকিৎসাধীন রয়েছে হাসপাতালে। দুশ্চিন্তায় খাওযা. ঘুম বন্ধ হয়েছে দুই পরিবারের। ২ যুবকের পরিবারের এখন একটাই আশা ঘরের ছেলে ফিরে আসুক ঘরে। মেশিনে ধান কাটার কাজে উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলেন হুগলির ধনিয়াখালি মদনমোহন তলার সৌনক সাহা ও তন্ময় ঘোষ। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের সাধারণ কামরা যাত্রী ছিলেন তারা।ট্রেন দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন সৌনক, আহত হন তন্ময়ও। দুজনেই ভর্তি হাসপাতালে।

ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং দল ফিরে যেতেই আমতলার পার্টি অফিসে তালা ঝোলালেন বিজেপি কর্মীরাই

দুরন্ত বার্তা, আমতলা, ১৮ জুন ঃ বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল ফিরে যেতেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার আমতলার পার্টি অফিসে তালা ঝোলালেন ঘরছাড়া বিজেপি কর্মীরাই। জেলা সভাপতি অভিজি সর্দারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তাঁরা। অভিযোগ, পার্টি অফিস থেকে কার্যত ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া হয় জেলা সভাপতির অনুগামীদের। দু'পক্ষের মধ্যে হাতাহাতিও হয়েছে বলে অভিযোগ। বিক্ষোভে গুরুত্ব না দিলেও দলেরই একাংশকে কাঠগড়ায় তুলছেন বিজেপি জেলা সভাপতি। তাঁর দাবি, এটা দলীয় কোন্দল নয়, দলেরই কেউ ব্যক্তিঃগত স্বার্থে এই কাজ করিয়েছে। উল্লেখ্য, ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগ খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার আমতলায় যায় বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল। ডায়মন্ড হারবার জেলা পার্টি অফিসের তিনতলায় রয়েছেন ঘরছাড়া বিজেপি কর্মীরা। তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন কেঃদ্রীয় প্রতিনিধিদলের চার সদস্য। বিজেপির এই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সঙ্গে ছিলেন অগ্নিমিত্রা পাল, ফাল্গুনী পাত্র, তরুণজ্যোতি তিওয়ারি।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে চিঠি দিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুন ঃ সিট গঠন করলেও তদন্তে তার অগ্রগতি না হওয়ায় আই আই টি খড়গপুরের ছাত্র মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে সিবিআই তদন্তের সুপারিশের আবেদন জানিয়ে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে চিঠি দিয়েছেন। আজকের লেখা চিঠিতে তিনি অসমের তিনসুকিয়ার ঐ ছাত্রের ময়না তদন্তের রিপোর্টের কথা উল্লেখ করেছেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য গত ২০২২ সালের ১৪ই অক্টোবর আই আই টি খড়গপুরের মেকানিক্যাল বিভাগের ছাত্র ফৈয়জ আহমেদের দেহ কলেজের হস্টেল থেকে উদ্ধার করার পরে এই ঘটনার তদন্তে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম তৈরি করলেও তদন্তে তেমন কোন অগ্রগতি না হওয়ার কথাও তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন।

একজন অসুস্থ মহিলা প্যাসেঞ্জারকে সাহায্য করল মেট্রো স্টাফ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুন ঃ ১৭.০৬.২০২৪ তারিখে প্রায় ০৯,৫০ টায়, কর্তব্যরত আরপিএফ এবং স্টেশন কর্মীরা প্রায় ১৮ বছর বয়সী একজন আহত মহিলা যাত্রীকে দেখতে পান যিনি মহানায়ক উত্তম কুমার মেট্রো স্টেশনের সিঁড়িতে পড়ে গিয়েছিলেন। তার বাবা-মা যারা তার সাথে ভ্রমণ করছিলেন তারা কর্তব্যরত আরপিএফ এবং স্টেশন কর্মীদের সাহায্য চেয়েছিলেন। তার অবস্থা দেখে তারা তাকে সাহায্য করতে ছুটে আসে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকে হুইল চেয়ারে করে স্টেশন মাস্টারের অফিসে নিয়ে এসে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। তারপরে তাকে মেট্রো রেলওয়ের তপন সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতালে পাঠানো হয়, মহিলা আরপিএফ, স্টেশন স্টাফ এবং তার পরিবারের সদস্যদের সাথে। পরে তাকে আরও চিকিৎসার জন্য এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে পাঠানো হয়। সহযোগিতা ও সময়মত সাহায্যের জন্য তারা মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

এক অভিনব প্রচার পর্ব কলকাতায় দেখা গেল পুরনো ঐতিহ্যবাহী ট্রামে। সুসজ্জিত ট্রামে অস্ট্রেলিয়ার সৌন্দর্যগুলো তুলে ধরা হলো ট্রামের চারিদিকে। এই অভিনব প্রচারের প্রচারে ছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের উজ্জ্বলতম চলচ্চিত্র শিল্পী রাইমা সেন, অস্ট্রেলিয়ান কনসিলেন্ট জেনারেল হাগ বয়লান, ডক্টর সৌমিত্র মোহন সচিব পরিবহন দপ্তর ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বেশ কিছুক্ষণে ট্রামে চড়েছেন। ধর্মতলা থেকে শুরু করে শ্যামবাজার আসে এবং শ্যামবাজার থেকে গড়িয়াহাট পর্যন্ত পরিক্রমা করে। ছবি সুবল সাহা।

আট ধরনের নতুন আয়ূষ চিকিৎসা প্রকল্প চালু হচ্ছে

রাজ্যে হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক, ইউনানী ও যোগ চিকিসার প্রসারে জাতীয় আয়ূষ মিশন প্রকল্পের আওতায় আট ধরনের নতুন আয়ূষ চিকিৎসা প্রকল্প চালু হচ্ছে। সেগুলি হল মাসকিউলোস্কেলিটল ডিজঅর্ডার বা ব্যথার চিকিৎসা, ক্যান্সার, সুগার, হার্টের অসুখ এবং স্ট্রোকের চিকিৎসা প্রকল্প, সুপ্রজা বা মা-শিশুর চিকিৎসা, বয়স্কদের চিকিৎসা বা বয়ঃমিত্র, ৭৫ হাজার স্কুলে আয়ূষ জীবনশৈলীর পাঠ বা আয়ু ঃবিদ্যা, আদিবাসী এলাকায় আয়ূষ মোবাইল ইউনিট, অন্তিম পর্যায়ের রোগের চিকিৎসা বা করুণা এবং গোদের জন্য বিকলঙ্গতা নিরাময়। ব্লকস্তর থেকে জেলাস্তরের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেমন্দ্রে ছাড়াও আয়ুর্বেদ এবং হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজগুলিতে এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হবে। এজন্য আড়াইশোর বেশি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ৩১ শে জুলাইয়ের মধ্যে নয়া পদগুলিতে নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। যে আট ধরণের নতুন চিকিৎসা চালু হচ্ছে সেগুলি হল মাসকিউলোস্কেলিটল ডিজঅর্ডার বা ব্যথার চিকিৎসা, ক্যান্সার, সুগার, হার্টের অসুখ এবং স্ট্রোকের চিকিৎসা প্রকল্প, সুপ্রজা বা মা-শিশুর চিকিৎসা, বয়স্কদের চিকিৎসা বা বয়ঃ মিত্র, ৭৫ হাজার স্কুলে আয়ূষ জীবনশৈলীর পাঠ বা আয়ু ঃবিদ্যা, আদিবাসী এলাকায় আয়ূষ মোবাইল ইউনিট, অন্তিম পর্যায়ের রোগের চিকিৎসা বা করুণা এবং গোদের জন্য বিকলঙ্গতা নিরাময়।

সুস্থ আছেন সাহিত্যিক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুন ঃ হাসপাতালে ভর্তি সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। অস্ত্রোপচার হয়েছে তাঁর। তবে কোনও অসুস্থতার কারণে নয়, পেসমেকার বদলের জন্য ভর্তি তিনি। মঙ্গলবার জানা গেছে, আপাতত ভাল আছেন প্রবীণ সাহিত্যিক। উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগে তাঁকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে, পেসমেকার বদলানোর জন্য। তা ভালভাবে বদলানো হয়েছে। জানা গেছে, অনেকদিন ধরেই বুকে পেসমেকার বসানো রয়েছে সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের। চিকিসার নিযম্ অনুসারেই নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সেই পেসমেকার বদলাতে হয়। তাই তা বদলানোর জন্য তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় দিনকয়েক আগে।

পোর্টাল চালু করবে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুন ঃ রাজ্য সরকার কলেজে স্নাতক স্তরে ভর্তির জন্য একটি অনলাইন কেন্দ্রীয় পোর্টাল চালু করতে চলেছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু আগামীকাল বিকাশ ভবনে দুপুর একটায় প্রস্তাবিত এক অনুষ্ঠান থেকে এই পোর্টালের সূচনা করবেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য গত ৮ই মে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হলেও কলেজগুলিতে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি জারি না হওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা এখনো কলেজে ভর্তি হতে পারেননি।

বঙ্গের দুই বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের প্রার্থী ঘোষণা কংগ্রেসের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুন ঃ পশ্চিমবঙ্গের বাগদা ও রায়গঞ্জ এই দুই বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল কংগ্রেস। বাগদা (এসসি) আসনে অশোক হালদারকে প্রার্থী করেছে কংগ্রেস এবং রায়গঞ্জ আসনের প্রার্থী করা হয়েছে মোহিত সেনগুপ্তকে। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে রায়গঞ্জ কেঃদ্রে বিজেপি প্রার্থী হিসাবে জয়ী হয়েছিলেন কৃষ্ণ কল্যাণী। পরে তাঁরা তৃণমূলে যোগ দেন। লোকসভা নির্বাচনে কৃষ্ণকে রায়গঞ্জ কেন্দ্রে প্রার্থী করে রাজ্যের শাসকদল। তিনি বিধায়ক পদে ইস্তফা দেন। ফলে এই দুই কেন্দ্রে উপনির্বাচন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। যদিও লোকসভা নির্বাচনে জিততে পারেননি তিনি। তবে লোকসভা ভোটে জিততে না পারলেও ' এই নেতার উপরেই বিধানসভা উপনির্বাচনে ভরসা রেখেছে তৃণমূল। ছেড়ে দেওয়া আসনে ফের প্রার্থী করা হয়েছে কৃষ্ণকে। গত বিধানসভা নির্বাচনে বাগদা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস। পরে তিনিও দল বদল করে তৃণমূলে যোগ দেন। লোকসভা নির্বাচনে তাঁকে বনগাঁ কেন্দ্রে প্রার্থী করেছিল রাজ্যের শাসকদল। কিন্তু বিজেপির শান্তনু ঠাকুরের কাছে হেরে যান তিনি। বিশ্বজি বিধায়ক পদে ইস্তফা দেওয়ায় বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হচ্ছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer, Water Supply (West), KMC invites e-Tender for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/WS/W80-15/T-24/24-25
Name of work : **Repairing of leakages on existing 150 MM Dia. F.W. Supply Pipe at 1, Oil Installation Road and near 40 C.G.R Road (2 Spots) in Ward No.80.** Estimated Amount : **Rs.1,59,463.00.** Earnest Money : **Rs.3,200.00.** Period of Completion : **7 Days.**

2. NIT NO. : KMC/WS/W79-38/T-13/24-25
Name of work : **Replacement of old and worn out 100 MM Dia F.W. main by New 100 MM Dia D.I. Pipe from 48/1 to 48B K.M. Sarani in Ward No.79.** Estimated Amount : **Rs.2,16,249.00.** Earnest Money : **Rs.4,350.00.**

3. NIT NO. : KMC/WS/W78-34/T-14/24-25
Name of work : **Restoration of F.W. Supply by relaying of 100 MM Dia. D.I. Pipe alongwith replacement of some portion of pipe from 57 D.H. Road to 21 Ekbalpur Lane in Ward-78.** Estimated Amount : **Rs.1,96,700.00.** Earnest Money : **Rs.3,950.00.** Period of Completion : **15 days (for Sl.No. 2 & 3).** Last Date of receipt/ opening of Tender (Online) : **29.06.2024 at 11 a.m./ 01.07.2024 at 11 a.m. (for Sl.No.1 to 3).** The bid forms and other details are available from the **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC invites e-Tender for the following works :-

1. NIT NO. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-03
Name of work : **Manufacturing, fabricating, supply & installation of LT control panel for operation of delivery side 900 mm dia. BFV against pump no. 1 & 2 at RWPS-III, GRWW.** Estimated Amount : **Rs.2,84,735.00.** Earnest Money : **Rs.5,695.00.**

2. NIT NO. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-02
Name of work : **Manufacturing & supply of MS fabricated tool storage racks for RWPS-III of GRWW.** Estimated Amount : **Rs.1,94,856.00.** Earnest Money : **Rs.3,897.00.** Period of Completion : **15 days (for Sl.No.1 & 2).**

3. NIT NO. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-10
Name of work : **Operation of sump pumps and drinking water pumps at Raw Water Pumping Station Phase-I under GRWW.** Estimated Amount : **Rs.2,91,711.00.** Earnest Money : **Rs.5,834.** Period of Completion : **106 days.**

4. NIT NO. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-06
Name of work : **Installation of 2 Nos. 5 Ton capacity chain pulley block over the MS joists within the pump floor bay against pump No.2 & 3 at RWPS-III under GRWW.** Estimated Amount : **Rs.1,82,593.00.** Earnest Money : **Rs.3,652.00.**

5. NIT NO. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-07
Name of work : **Modification of illumination system at RWPS-I jetty by providing new pole and luminaries with allied works under GRWW.** Estimated Amount : **Rs.1,80,854.00.** Earnest Money : **Rs.3,617.00.** Period of Completion : **7 days (for Sl.No. 4 & 5).**

6. NIT NO. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-08
Name of work : **Repairing & overhauling of 900 mm dia. PDV against pump no.4 at RWPS-II, GRWW.** Estimated Amount : **Rs.2,85,687.00.** Earnest Money : **Rs.5,714.00.** Period of Completion : **10 days.**

7. NIT NO. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-05
Name of work : **Supply & fitting, fixing of new components to suit in the existing HT VCB switch gear for HT motor no.2 & 4 at RWPS Ph-II under GRWW.** Estimated Amount : **Rs.1,93,923.00.** Earnest Money : **Rs.3,878.00.** Period of Completion : **5 days.**

8. NIT NO. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-09
Name of work : **Manufacturing, supply & fitting fixing of ventilation duct to replace the worn out one for better cooling arrangement at RWPS-II of GRWW.** Estimated Amount : **Rs.1,88,878.00.** Earnest Money : **Rs.3,778.00.** Period of Completion : **15 days.**

9. NIT NO. : EE/WS/GRWW/RWPS/24-25/eT-04
Name of work : **Overhauling of 6 nos. transformers at RWPS PH-I, II & III of GRWW.** Estimated Amount : **Rs.3,51,999.00.** Earnest Money : **Rs.7,040.00.** Period of Completion : **12 days.** Last Date and Time of receipt/opening of Tender (Online) : **04.07.2024 at 2 p.m./06.07.2024 at 2.30 p.m. (for Sl.No 1 to 9).** The bid forms and other details will be available shortly from the website : **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 9).**

The Executive Engineer (WS)/ARSM SQ., KMC invites tender online in two bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/WS/ARSM/08/2024-25
Name of work : **Supply and fitting fixing of heavy duty worm gearbox for 600 mm buterfly valve at Auckland Sq. BPS.** Estimated Amount : **Rs.2,44,872.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of completion : **25 Days.**

2. NIT NO. : KMC/WS/ARSM/07/2024-25
Name of work : **Restricting ambient temperature rise of HT switch gear room and control panel room at Kasba B.P.S.** Estimated Amount : **Rs.2,34,504.00.** Earnest Money : **Rs.4,700.00.** Period of completion : **15 Days.** Start date and time of submission of bid : **19.06.2024 at 2 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** Last date and time of submission of bid : **28.06.2024 upto 2 p.m. (for Sl.No. 1 & 2).** For detailed information please visit website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 & 2).**

The Executive Engineer (ARSM SQ.BPS)/WS, KMC invites tender online in two bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/WS/ARSM/09/2024-25
Name of work : **Restoration of vacuum circuit breakers including supplying spare parts at Park Circus BPS.** Estimated Amount : **Rs.1,96,039.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of completion : **30 Days.**

2. NIT NO. : KMC/WS/ARSM/11/2024-25
Name of work : **Replacement of Carbon Brush for HT Slipring Induction Motor No.1 at Auckland Sq. BPS.** Estimated Amount : **Rs.2,52,781.00.** Earnest Money : **Rs.5,100.00.** Period of completion : **365 Days.** Last date and time of submission of bid : **01.07.2024 upto 2 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** For detail information please visit website : **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No. 1 & 2).**

72 / 24-25

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৯৯ সংখ্যা, বুধবার, ৪ আষাঢ়, ১৪৩১

অভিনেতা ছবি বিশ্বাস

১৯৩৬ থেকে ৪১ সাল পর্যন্ত টানা নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করে হঠাত্ই 'নর্তকী' ছবির রোম্যান্টিক চরিত্র ছেড়ে তিনি স্বামীজীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। সে ছবি মুক্তি পাওয়ার পর ঘোষণা করলেন; এ বার থেকে তিনি চরিত্রাভিনেতা। এ কথা শুনে উত্তমকুমার বলেছিলেন এমন সিদ্ধান্ত শুধু ওই অভিনেতার পক্ষেই নেওয়া সম্ভব। পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁকে ভারতবর্ষের 'বেস্ট স্ক্রিন অ্যাক্টর' শিরোপা দিয়ে বলেছিলেন, অভিনয় জগতে তিনি একটা যুগ। চলচ্চিত্রে অভিনয়ে একটা থিয়েটারি ঢঙ ছিল। প্রথমে সেটি ভাঙেন প্রমথেশ বড়ুয়া। পরে যিনি অভিনয় শিল্পকে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছিলেন অতীতের তাঁরায় সেই 'ব্লু-ব্লাডেড অভিনেতা' ছবি বিশ্বাস। ক্যান আই টক টু রিনা ব্রাউন? লেকিন খোঁকি তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে না, হামাকে ছেড়ে কোত্থাও যাবে না। দাও, ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও আমার সেই বারোটা বচ্ছর। সুদখোরের টাকায় আমার একমাত্র ছেলের উপনয়ন হতে পারে না তারাপ্রসন্ন। মনে রাখব? কেন মনে রাখব? ওর বিশেষত্বটা কী? সপ্তপদী, কাবুলিওয়ালা, সবার উপরে, জলসাঘর, কাঞ্চনজঙ্ঘা; বাঙালির মনে এমন আরও ছবির সংলাপ স্পষ্ট হয়ে রয়েছে শুধু ছবি বিশ্বাসের অভিনয়ের গুণে। গিরিশ-যুগের অভিনয়ের ধারাটি শিশির ভাদুড়ি বা অহীন্দ্র চৌধুরী সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। একই মঞ্চে, একই ধারায় তাঁদের সঙ্গে অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস। কিন্তু সর্বত্রই বজায় ছিল তাঁর স্বকীয়তা। মন্মথ রায়ের 'মীরকাশিম' নাটকে ছবি বিশ্বাস নাম ভূমিকায় অভিনয় করে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন। এ তো গেল মঞ্চের কথা। চলচ্চিত্রে তাঁর অভিনয় প্রসঙ্গে স্বয়ং সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, ছবিবাবু না থাকলে 'জলসাঘর'-এর মতো চিত্ররূপ দেওয়া সম্ভব হত কিনা জানি না। বোধ হয় না। এক দিকে বিশ্বম্ভর রায়ের দম্ভ ও অবিমৃষ্যকারিতা, অন্য দিকে তাঁর পুত্রবাৎসল্য ও সঙ্গীতপ্রিয়তা এবং সব শেষে তাঁর পতনের ট্র্যাজেডি; একাধারে সবগুলির অভিব্যক্তি একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল ।জলসাঘর-এ বিশ্বম্ভর রায়ের ভূমিকায়। মঞ্চ থেকে ছবি, ছবি থেকে আবার মঞ্চ; দাপটে চালিয়ে গিয়েছেন ছবি বিশ্বাস নিজের অভিনয় জীবন। আর তাই 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' নাটকটির উৎসর্গ পত্রে তাঁকে 'নট সম্রাট' নামে অভিহিত করেছিলেন মন্মথ রায়। রাজা শশাঙ্ক দেবের উত্তর পুরুষ শচীন্দ্রনাথ দে বিশ্বাস কলকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন ১৯০২ সালের ১৩ জুলাই। কাত্যায়নীদেবী ও ভূপতিনাথের এই পুত্র সন্তানটিকে সুন্দর দেখতে ছিল বলে মা তাঁকে 'ছবি' বলে ডাকতেন। আর সেই ছবি নামটিই চলচ্চিত্র জগতে পরে সুপরিচিত হয়ে উঠেছিল। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে দিল্লির সম্রাট আকবরের কাছ থেকে 'বিশ্বাস' উপাধি পেয়েছিলেন তিতুরাম দে। তাঁর উত্তরপুরুষ রামকান্তের পুত্র চণ্ডীচরণ দে বিশ্বাস ১৭০০ সালে বড় জাগুলিয়া থেকে ছোট জাগুলিয়ায় এসে বসবাস শুরু করেন।

শিল্পী রামকিঙ্কর বেজ

প্রেমিকা মণিপুরের রাজকন্যা বিনোদিনী। প্রেমিক শান্তিনিকেতনের শিক্ষক রামকিঙ্কর বেজ। শ্রদ্ধেয় শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজের এক অজানা গল্প। কাজের ক্ষতি করে আমি বন্ধনে বাঁধা পড়বো না, বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন বিনোদিনীকে মণিপুরের রাজার মেয়েকে, এমনই নিষ্ঠা ছিলো তাঁর আঁকার। অনেক গল্প ভেসে বেড়াতো ভুবনডাঙার বাতাসে নদীর কিনারে তাঁদের দুজনকে নিয়ে। সদ্য যৌবনে পা রেখেছে বিনোদিনী মা বাবাকে ছেড়ে এসেছেন শান্তিনিকেতনে। ১৯৪৫ সালে বিনোদিনী শান্তিনিকেতনে আসেন। ভর্তি হন বিশ্বভারতীর কলাভবনে। ভাস্কর্য ছিল তাঁর পছন্দের বিষয়। মা সাজিয়ে গুজিয়ে মেয়েকে পাঠিয়েছিলেন গুরুগৃহে সঙ্গে দিয়েছিলেন খুব দামী বেনারসি ও মসলিন, বিনোদিনী বুঝতে পারলেন এসব অলঙ্কার শাড়ী পরলে এখানে কেউ তার সাথে মিশবে না, তিনি বোলপুরের হাট থেকে আনিয়ে নিলেন খুব কম দামী শাড়ী ও পুঁথির মালা, মাথায় জড়াতেন বেলফুলের মালা কখনও কখনও কানে ফুলের ঝুমকো তৈরী করে পরতেন, অসামান্যা হয়ে উঠতেন এই সাধারণ সাজে, তাঁর এই সহজিয়া সাজসজ্জা টেনেছিলো মাষ্টার মশাই রামকিঙ্করকে, এড়াতে পারেননি রাজকন্যাও প্রিয় গুরুকে,এক অসমবয়সী প্রেম ভুবনডাঙার বাতাসে নিঃশব্দে মাদকতা ছড়াতে লাগলো নির্জনে। ঝলমলে বসন্তদিন, ফাল্গুনের পড়ন্ত বেলায় লাল খোয়াইয়ের পথে পাশাপাশি হেঁটে চলেছেন দু'জন। রামকিঙ্কর বেজ ও তাঁর ছাত্রী বিনোদিনী। হাঁটতে হাঁটতে দিগন্তের আলোছায়ায় কখন যেন একটি বিন্দু হয়ে মিলিয়ে গেলেন দু'জনে,মিশে গেলেন একে অপরের সাথে সাক্ষী থাকলো নির্জন কোপাই ,সোনাঝুরি। খোয়াইয়ের পথে-প্রান্তরে রামকিঙ্করের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন তিনি। দু'জনকে দেখা যায় শালবনে, কোপাই পাড়ে, সাঁওতাল পাড়ায়। রূপবতী রাজকন্যার মনের মাধুরী মিশে যায় প্রকৃতিতে। দিনগুলো যেন রঙিন পালকের মতো ভেসে বেড়ায় খোয়াইয়ের আকাশে বাতাসে। বিনোদিনীর উদার মন ধর্ম, বর্ণ বা অন্য কোনও রকম বিভাজনের কথা মনেই রাখেনি কখনও। তাই খুব সহজেই রামকিঙ্করের সঙ্গে নিজের মন মেলাতে পারলেন তিনি। ভুলে গেলেন তাঁর সঙ্গে রামকিঙ্করের যোজন দূরত্বের সামাজিক ব্যবধানের কথা। মনে রাখেননি নিজেদের বয়সের ব্যবধানও। ভালবাসার রাখিটি সহজেই বেঁধে দিলেন শিল্পীর প্রাণে। রামকিঙ্করের মনের খুব কাছাকাছি গিয়ে হয়তো তিনি চেয়েছিলেন দু'জনের জীবনকেও এক করে নিতে। তাঁর এই হৃদয়াভাস রামকিঙ্করের মনকেও আলোড়িত করেছিল।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বললেন, স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, জ্ঞনই হচ্ছে ইশ্বর। শক্তিই হচ্ছে ভগবান। জ্ঞান এবং শক্তি দুই থাকার প্রয়োজন রয়েছে। মা সেই জ্ঞান এবং শক্তি দিয়ে থাকেন। ছোট বেলা থেকেই মা তার সন্তানদের জ্ঞান এবং শক্তি অর্জন করার মন্ত্র দেন। মাই হচ্ছেন জগৎ গুরু। মাকে আরাধনাকরা মানেই শক্তি এবং জ্ঞানের পুজো করা। দেশকে দুষ্কর্ম হাত থেকে রক্ষা করতে গেলে মায়ের উরদেশকে মাথা পেতে গ্রহণ করতে হবে। তবেই অপশক্তি দূরীভূত হবে। নারী শক্তি দিয়ে বিশ্বকে জয় করতে সক্ষম। তাঁকে দিনে একবার প্রণাম করা উচিত। দিনের কাজ শুরু হয় সকাল বেলা

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, জ্ঞনই হচ্ছে ইশ্বর। শক্তিই হচ্ছে ভগবান। জ্ঞান এবং শক্তি দুই থাকার প্রয়োজন রয়েছে। মা সেই জ্ঞান এবং শক্তি দিয়ে থাকেন। ছোট বেলা থেকেই মা তার সন্তানদের জ্ঞান এবং শক্তি অর্জন করার মন্ত্র দেন। মাই হচ্ছেন জগৎ গুরু। মাকে আরাধনাকরা মানেই শক্তি এবং জ্ঞানের পুজো করা। দেশকে দুষ্কর্ম হাত থেকে রক্ষা করতে গেলে মায়ের উরদেশকে মাথা পেতে গ্রহণ করতে হবে। তবেই অপশক্তি দূরীভূত হবে। নারী শক্তি দিয়ে বিশ্বকে জয় করতে সক্ষম। তাঁকে দিনে একবার প্রণাম করা উচিত। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, দিনের কাজ শুরু হয় সকাল বেলা থেকে। সেই কারণে মায়ের আশির্বাদ নিয়ে কাজ শুরু করতে হয়। মা সারদা তো জগত মাতা। তিনিই তো সিদ্ধিদাত্রী। তিনি সবাইকে পথ দেখিয়ে থাকেন। তার জন্য সাধনা করার খুবই প্রয়োজন। তাঁর আশীর্বাদ ছাড়া জগত একেবারে অচল। নারী জাতির কাছে স্নেহ, ভালোবাসা এবং প্রীতি হচ্ছে অলঙ্কার। এই অলঙ্কার আছে বলে স্ত্রীজাতি সবার উপরে স্থান গ্রহণ করে

এশিয়ার প্রথম মেডিকেল কলেজ হিসাবে স্বীকৃত কলকাতার মেডিকেল কলেজের ছাত্র তামিজ খান প্রতিভাবান ডাক্তার

রবীন্দ্র কুমার শীল

তামিজ খান (১৮২৬-১৮৮২) কলকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র। তিনি ভর্তি হয়েছিলেন ১৮৪২-৪৩ সালে। তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাবি ছাত্র। বহু সময়ে তিনি শিক্ষকদের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে তাক লাগিয়ে দিতেন। বহু সহপাঠীদের কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন আইডল এবং আইকন। যতদিন তিনি মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন ততদিন ধরে প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে ছিলেন। তার ফলে তিনি গুডিফ বৃত্তি লাভ করেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজের জনপ্রিয় শিক্ষক ডাক্তার হেনরি হ্যারি গুডিফের নামেই এই বৃত্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল মেডিকেল কলেজ বোর্ডের কর্তৃপক্ষরা। প্রথম গুডিফ বৃত্তি লাভ করেছিলেন ডাক্তার তামিজ খান ১৮৪৬ সালে। তামিজ খানের পারিবারিক খবর বেশি পাওয়া যায় না। তবে তিনি মধ্য কলিকাতায় বসবাস করতেন। তামিজ খান মেডিকেল কলেজের ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন ১৮৪২-৪৩ সালে। তখনকার সময়ে অধিকাংশ বই ছিল ইংরেজিতে লেখা। তার ফলে তামিজ খান বহু বিদেশি চিকিৎসার বই পড়ার সুযোগ লাভ করেন। বিদেশি চিকিৎসার বই পড়ার ফলে তামিজ খান অতি অল্প সময়ে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান লাভ করেন। এর ফলে ১৮৪৫-৪৬ সালে যেভাবে তাঁর শিক্ষক ডাক্তার এলান ওয়েবকে শিক্ষকতায় সাহায্য করেছিলেন তা বলতে গেলে অভূতপূর্ব। মেডিকেল কলেজের সেকেন্ডারি ক্লাস বা মিলিটারি শ্রেণি বা হিন্দুস্তানি শ্রেণিতে পড়ানোর সময়ে শিক্ষক ওয়েব স্বীকার করেছিলেন, " আই হ্যাভ রিসিভ দ্যা গ্রেট অ্যাসিস্ট্যান্স ফ্রম তামিজ খান ইন দ্যা ইন্সট্রাকশন অপ দি ক্লাস, ইন অ্যাজ মাচ অ্যাজ আই ফাইণ্ড ইট নেসেসারি টু মেক ইট স্টুডেন্ট প্র্যাক্টিস ফর হিমসেলফ্ দ্যা রুলস হুইট আই লে ডাউন, অ্যাণ্ড অ্যাজ ইট ইজ অ্যাবসুলুটলি নেসেসারি টু সি ইট ডান প্রপার্লি বাই ইট স্টুডেন্ট। দ্যা ভ্যালু অব অ্যান ইনটেলিজেন্স অ্যাসিস্ট্যান্স স্পিকিং বোথ ইংলিস অ্যান্ড উর্দু, ইজ ভেরি অবভিয়াস, অ্যাণ্ড তামিজ খান হ্যাজ কমনলি টেকেন ওয়ান অব দ্য ক্লাস, হোয়াইস্ট আই হ্যাভ কেপ্ট দ্যা আদার এমপ্লয়েড') জেনারেল রিপোর্ট অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন, ১৮৪৫-৪৬। পৃষ্ঠা-১২৪)। ১৯৪৬-৪৭ সালে তামিজ খান সহ অন্যান্য ছাত্রদের পরীক্ষ সেখানে হয়েছিল। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মিস্টার মিলেট তাঁর বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেছেন, " মেডিকেল কলেজের ইংরেজি বিভাগে অধিকাংশ ছাত্র হিন্দু, আবার মিলিটারি শ্রেণিতে অধিকাংশ মুসলমান। কিন্তু এই মুহূর্তে এটা দেখে আমার ভালো লাগছে যে এখন ইংরেজি বিভাগে রয়েছে ৬ জন মুসলমান ছাত্র, যার মধ্যে

The Medical College Hospital

চারজন এসেছেন কলকাতা মাদ্রাসা থেকে। আমার বিশ্বাস, ছাত্র তামিজ খানের অভূতপূর্ব কৃতিত্বে অনেক মুসলমান ছাত্রই ইংরেজি বিভাগে পড়তে আসবেন।' ১৮৪৬ সালে তামজ খান প্রথম, কেদারনাথ দে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কেদারনাথ ঘোষ। জিআরপিআই (১৮৪৫ -৪৬) এর রিপোর্টে লেখা হয়েছে, ' ইট ইজ বাট টু সে দ্যাট তামিজ খান'স কোয়ালিফিকেশন আর দ্যা ভেরি সুপারিয়র অর্ডার'। সেই বছর মেডিকেল কলেজের সাধারণ পরীক্ষা হয়েছিল ২১ বা ২২ মার্চ। প্রথম দিন ছিল অ্যানাটমি পরীক্ষা বা ব্যবহারিক শরীরবিদ্যার পরীক্ষা। যেখানে পরীক্ষকদের সামনে মেডিকাতে উত্তর পত্রগুলি ১৮৪৫-৪৬ শিক্ষাবর্ষের রিপোর্টে পুরোটাই ছাপা হয়েছিল। ১৮৪৬ সালে তামিজ খান গুডিভ বৃত্তি লাভ করেন তখন তার প্রসূতি বিদ্যার শিক্ষক ডাক্তার স্টুয়ার্ট আনন্দের সঙ্গে বলেছিলেন, ' এট ইজ ইমপসিবল ফর টু মি স্পিক ইনটার্মস টু হাই অফ দ্যা অ্যাসিডিউটি অ্যাণ্ড গুড কন্ড্যাক্ট অব তামিজ খান, দ্য গুডিভ স্কলার, হু হ্যাজ রিসাইডেড ইন দ্যা হসপিটাল, অ্যাণ্ড হ্যাজ অ্যাসিস্টেড অ্যাট এভরি সিঙ্গল কেস অব লেবর হুইচ অকার্ড ডিউরিং দ্য পাস্ট টুয়েলভ মান্থস্'। তামিজ খানের গবেষণার অন্যতম ক্ষেত্র মৃতদেহের একটি অংশ ব্যবচ্ছেদ করে তার ব্যাখ্যা দিতে হয়েছিল। পরের দিন ছিল লিখিত পরীক্ষা। তামিজ খান দুটো বিভাগেরই সর্বোচ্চ নম্বর লাভ করেছিলেন। দুটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। যার মধ্যে লিখিত পরীক্ষার কারণে স্বর্ণপদকটি দিয়েছিলেন রুস্তমজি কাওয়াসজি। এমনকী তামিজ খান লর্ড হেনরি হার্ডিঞ্জের কাঠ থেকে দুশো টাকা এবং ডাক্তার জ্যাকসনের কাছ থেকে একশো টাকা মূল্যের পুরস্কারও লাভ করেছিলেন। মেডিকেল কলেজের পরীক্ষায় তামিজ খানের উত্তরপত্রগুলি সর্বোত্তম হওয়ার কারণে অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, মেডিসিন, সার্জারি, প্রসূতিবিদ্যা এবং মেটিরিয়া ছিল মৃতদেহের ময়না তদন্ত করে তার বহু অনির্নীত রোগকে ডৎসকে জানা, আজানা রোগের স্বরূপকে বোঝা। এতে মৃত্যুর কারণ জানা যেত। সেই সমস্ত রোগের প্যাথলজি এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের মেডিসিনএর ক্ষেত্রকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে সাহায্য করে। অজানা রোগের কারণকে নির্ণর করতে পারলে তার ফলে বহু জটিল রোগে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হতো। তামিজ খান মৃতদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্যাথলজি বিভাগে মিউজিয়ামে দান করে দিতেন। তার ফলে ভবিষ্যতের ছাত্রদের ডাক্তারি পাঠ করার ক্ষেত্রে সহজ হয়ে উঠত। যদিও তিনি ছাত্রদের বলতেন খেটে ডাক্তারি পড়া করো। ডাক্তরি পাশ করেই তামিজ খান সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে যোগদান করে চলে যান কুমায়ুনে। তাপরে সেখান থেকে লাহোরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানকার শিখ আদিবাসীদের কাছে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করান। তিনি একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খুলে ছিলেন। লা হোর থেকে বদলি হয়ে কলকাতায় চলে এলেন ১৮৫২ সালে। যোগ দিলেন কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপতালে সাউস ফিজিসিয়ান হিসাবে। ১৮৫৬ সালে ১৫ নভেম্বর কলকাতার মেডিকেল কলেজের ছাত্র এবং শিক্ষক মধুসূদন গুপ্ত মারা গেলেন। তিনি ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রথম শবব্যবচ্ছেদকারী হিসাবে স্মরণীয়। তাঁর শূন্য স্থানে এসে উপস্থিত হলেন তামিজ খান। ১৮৫৬ সালে তিনি অ্যানাটমি বিভাগে বাংলা এবং হিন্দুস্তানী শ্রেণিতে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করলেন। এর কিছুদিন পরে মেটিরিয়া মেডিকার শিক্ষক শিবচন্দ্র কর্মকার অসুস্থতার জন্য ছুটি নিলে তার স্থানে তামিজ খানকে নিয়োগ করা হল এবং মেডিসিন বিভাগে শিক্ষক প্রসন্ন কুমার মিত্রের মৃত্যু ঘটলে তামিজ খানকে ওই রকম গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করতে হয়। মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার নরম্যান সিভার্স ছিলেন মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্সের চিকিৎসক শিক্ষক। তামিজ খান তাঁর গবেষণরা কাজে প্রভূত সহযোগিতা করেছিলেন তা নরম্যান সিভার্স স্বীকার করে গিয়েছেন। ১৮৫২ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজে বাংলা শ্রেণি চালু হয়েছিল। প্রতি বছর ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। বাংলা ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়ানোর ক্ষেত্রে একটি অসুবিধা থাকতো। তার সমাধান করতে তৈরি করা হয়েছিল একটি কমিটি ১৮৭১সালে। তামিজ খান ছিলেন বাংলা চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষক। এই কমিটির সদস্য ছিলেন অ্যাটকিনসন, ডাক্তার সিভার্স, ডাক্তার এডয়ার্ট, ডাক্তার স্মিথ, ডাক্তার সূর্য কুমার গুডিভ, তামিজ খান এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র। সেই সময়ে ভারত সংস্কার সভার সভাপতি কেশবচন্দ্র সেন চিঠি লিখেছিলেন ১৮৭১ সালে ১ এপ্রিল ১২ জন চিকিৎসকের কাছে। জানতে চেয়েছিলেন মহিলাদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স কত হওয়া উচিত। চিকিৎসকেরা মত দিয়ে ছিলেন মহিলাদের বিবাহ সঠিক কোন সময়ে হওয়া উচিত। ডাক্তার চন্দ্র কুমার দে বলেছিলেন ১৪ বছর, চার্লস বলেছিলেন ১৪ বছর, নবীনকৃষ্ণ বসু বলেছিলেন ১৫ বছর, হোয়াইট বলেছিলেন ১৫-১৬ বছর, মহেন্দ্রলাল সরকার বলেছিলেন ১৬ বছর, তামিজ খান বলেছিলেন ১৬ বছর, সিভার্স বলেছিলেন ১৬ বছর, স্মিথ বলেছিলেন ১৬ বছর, এওয়ার্ট বলেছিলেন ১৬ বছর, ফেরার বলেছিলেন ১৬ বছর, সূর্যকুমার গুডিফ চক্রবর্তী বলেছিলেন ১৬ বছর, এবং আত্মারাম পাণ্ডুরাজ বলেছিলেন ২০ বছর। ১৮৬৭ সালে শিয়ালদহ মিউনিসিপ্যালিটি নামে একটি হাসপাতাল তৈরি হয়েছিল গবিরদের জন্য। পরে এই হাসপতালে একটি মডিকেল স্কুল গড়ে ওঠে ১৮৭৩ সালে। বাংলার তৎকালীন গভর্নর জর্জ ক্যাম্পবেল এর নাম অনুসারে এই হাস পাতালাটির নামকরণ করা হয়েছিল ক্যাম্পবেল হাসপাতাল। ১৯৫০ সালে এই হাসপাতালটির নামকরণ করা হল নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ। ডাক্তার নীলরতন সরকার এই মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন। পরে ডাক্তার সরকার মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে এমবি করেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজের বাংলার বিভাগে স্থানাভাগ দেখা দিলে শিয়ালদহ মেডিকেল কলেডে উঠে যায়। সেখানে শিক্ষক হিসাবে যোগ দিলেন মৌলবি তামিজ খান মেডিসিনে, জগবন্ধু বসু মেটিরিয়া মেডিকাতে, কানাইলাল দে রসায়নে, চন্দ্রমোহন ঘোষ অ্যানাটমিতে। ক্যাম্পবেল মেডিকেল কলেজ তামিজ খানের কাঠে প্রাণের সম্পদ হয়ে উঠতে শুরু করে দিল। ডাক্তার নীলরতন সরকার ছিলেন তাঁর প্রিয় ছাত্র। ক্যাম্পবেল হাসপাতালের প্যাথলডি মিউজিয়ামকে তিনি তিল তিল করে গড়ে তুলেছিলেন। ডাক্তার তামিজ খান প্রয়াত হন ১৮৮২ সালের জুন মাসে (?)। তাঁর দুই সহকর্মী ডাক্তার সূর্যকুমার সর্বাধিকারী এবং ডাক্তার কানাইলাল দে তাঁর চিকিৎসক ছিলেন। ১৮৮২ সালে ১৪ জুন এক শোক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডাক্তার কানাইলাল দে বলেন, 'অভূতপূর্ব জ্ঞানের অধিকারী এবং পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও তামিজ খান ছিলেন শিশুর মতো সরল, মৃত্যুকে যেভাবে তিনি সমাহিত চিত্তে বরণ করেছেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। তাঁর মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। সভার সভাপতি ডাক্তার হার্ভে একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাঁর শোক প্রস্তাবের একটি কপি তামিজ খানের পরিবারকে কাছে পৌঁছে দেওয়ার। সেই যুগের সপ্তাহিক পত্রিকা 'সোমপ্রকাশ' ১৮৮২ সালে জুন সংখ্যায় ডাক্তার তামিজ খান মৃত্যু সম্পর্কে একটি খবর প্রকাশ করেছিল-' আমরা অতি দুঃখ সহকারে প্রকাশ করিতেছি, কলিকাতা ক্যাম্পবেল হাস পাতালের অন্যতম অধ্যাপক তামিজ খাঁ বাহাদূর প্রাণত্যাগ করেছেন।' মৃত্যুর কিছুকাল আগে তামিজ খানের একটি তৈলচিত্র তৈরি করা হয়েছিল। সেটি ক্যাম্পবেল হাসপাতালের হলে টাঙানো ছিল। অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার সেই ছবির কোনও হদিস আজকে আর নেই। তার ফলে তামিজ খানের ছবি পাওয়া এখন খুবই দুষ্কর হয়ে গিয়েছে। কলকাতা মেডিকেল কলেজ সেই সময়ে বহু বিখ্যাত ডাক্তার দেশকে উহার দিতে সক্ষম হয়েছিল তার ইতিহাস পর পর বলা হবে। কলকাতা মেডিকেল কলেজ অশিয়ার প্রথম প্রতিষ্ঠিত একটি মেডিকেল কলেজ। এই কলেজের পরীক্ষক ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়।

বারাণসী কড়চা ঃ ভারতের অন্যতম সেরা ধর্মীয় স্থান হিসাবে আজও সমস্ত তীর্থযাত্রীদের কাশী অধিক সমাদৃত

জয়দেব দাস, কাশী

কাশী, শব্দ টি কানে এলেই মনে এক ধরনের ভাব জাগে। ভক্তি ভাবই সব ভাবের উর্ধে। কানে ভেসে আসে গঙ্গার কুল কুল শব্দ, ঘাটের উপর বিশাল প্রাসাদের খোপে বাসা বাধা পাখিদের কলরব, নানা ঘন্টি, খুঞ্জুনির কির্তন। চোখের সামনে সেই শহরের চিত্র-উৎসব, আরতি, দেবালয়, মন্দির। কল্পনাতেও আসে নে যে কাশীতে এমনও কোন মন্দির থাকতে পারে যেখানে কোন দেব বা দেবী নেই, নিত্য পূজা আর্চাও নেই, নেই কোন পুরহিত, নেই কোন শঙ্খ ধ্বনি অথবা ধুনি!

বারাণসী জঙ্কশন স্টেশনে নেমে যে রাস্তাটি গোদৌলিয়ার দিকে যায়, সেই পথে কিছু দুরেই মহাত্মা গান্ধী কাশী বিদ্যাপীঠ নামক এক বিশ্ববিদ্যালয় তারই প্রাঙ্গনে এই মন্দির। মন্দিরের কোন চুড়ো নেই, দেখলে মনে হয় দু'তলা বাড়ি। মন্দিরে ভাবনায় ও স্থাপনে ডক্টর শিব প্রসাদ গুপ্ত।

শিব প্রসাদ গুপ্ত একজন দূরদর্শী, জনহিতৈষী, ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন নেতা এবং মহাত্মা গান্ধী কাশী বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা। অত্যন্ত ধনী শিল্পপতি এবং জমিদার পরিবারের হলেও, তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করা এবং আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য তার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি মহাত্মা গান্ধী, পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু, বাল গঙ্গাধর তিলক, মহামনা মদন মোহন মালব্য এবং অন্যান্য সমস্ত জাতীয়তাবাদী নেতাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং বন্ধু ছিলেন।

স্বাধীনতার আগে নির্মিত মন্দিরটি দেশপ্রেমের এক অনন্য উদাহরণ। মন্দিরটি, শিল্পপতি এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী বাবু শিব প্রসাদ গুপ্ত প্রধান স্থপতি দুর্গা প্রসাদ খত্রীর নির্দেশে নির্মাণ করেন। মন্দিরটি ভারত মাতা মন্দির নামে প্রসিদ্ধ।

ভারত মাতা এই শব্দের উল্লেখ হলেই 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের কথা মনে পড়বেই।১৮৮১, খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী হইতে হাওড়ায় বদলি হন; হাওড়াতে আসিয়াই স্থানীয় কলেক্টর সি. ই. বালণ্ডের সহিত তাঁহার বিবাদ বাধে, এবং ইহার অব্যবহিত পরেই তাঁহার পিতা যাদবচন্দ্রের মৃত্যু হয়। 'আনন্দমঠ' এই সময়ের রচনা।' 'আনন্দমঠ' রচনার সময় বঙ্কিমচন্দ্র কিছু কাল কলিকাতায় বাসা ভাড়া করে থাকতেন। চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখছেন, বউবাজার স্ট্রীটের যে বাড়ীর সম্মুখের খণ্ডে এক্ষণে মুখুজী কোম্পানির হোমিও পাথিক ঔষধের দোকান দেখিতে পাওয়া যায় দিন কতক তিনি সেই বাড়ীতে ছিলেন।...এক দিন বৈকালে সেই বাড়ীতে গেলাম। বঙ্কিমবাবু আনন্দমঠের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া শুনাইতে আরম্ভ করিলেন।

বঙ্কিম বাবুর বন্দেমাতরম গান সেই ভারত মাকেই উদ্দেশ্য করে লেখা। বন্দে মাতরম্দ গান রচনা সম্পর্কে ইতিমধ্যেই বহু কিম্বদন্তী প্রচলিত। অনেকের ধারণা 'আনন্দমঠ' লেখার পূর্ব্বে রচিত; কেউ মনে করেন বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে ডফিন্ সাহেব কর্তৃক অপমানিত হয়ে প্রতিহিংসাপরবশচিত্তে রচনা করিয়া ছিলেন। ত্বন্দে মাতরম্দ গানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের যে উচ্চ ধারণা ছিল, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার এবং বঙ্কিম-কন্যা প্রমুখ অনেকে তা বিবৃত করেছেন ।

'আনন্দমঠ', 'আনন্দমঠে'র বিভিন্ন চরিত্র, দেশমাতৃকার পূজা ও ত্বন্দে মাতরম্দ সম্পর্কে এদেশে এবং বিদেশে অসংখ্য আলোচনা হয়েছে। নিম্নলিখিত আলোচনা উল্লেখযোগ্য —The Encyclopedia Britannica– 11th Edition– Vol. VI– pp. 910— Dr. G. A. GriersonéThe Times– Sept 12– 1906— Sir Henry Cotton The Times– Sept. 13– 1906— J. D. AndersonéôThe Times– Sept. ২৪, ১৯০৬; গিরিজা প্রসন্ন রায় চৌধুরী; 'বঙ্কিমচন্দ্র। আনন্দমঠ'; (. M. Mitra— Indian Problems– London– 1908— Lord RonaldshayéôéThe Heart of Aryavarta– Chapter X— Verney LovettéôéHistory of the Indian Nationalist Movement– pp. 62 - 63— G. T. Garratté An Indian Commentary– p. 136— J. D. AndersonThe Modern Review– Jan. 1919— Sir Surendranath Banerjeé A Nation in Making— Count Keyserling—The Book of Marriage— কালীপ্রসন্ন

ঘোষ , আনন্দমঠের মূলমন্ত্র, 'বান্ধব', ৭ম বর্ষ ; বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় - 'নব্যভারত', ১ম খণ্ড ; পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় - বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী, নারায়ণ', বৈশাখ, ১৩২২ ; কিরণশঙ্কর রায় , আনন্দমঠ, 'সবুজপত্র', ১৩২৬; ললিতচন্দ্র মিত্র; 'স্বদেশ প্রতিমা'; Sri Aurobindo Rishi Bunkim Chandra — অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত; 'বঙ্কিমচন্দ' পৃ. ৩০৮-৩৩৮ ; নবীনচন্দ্র সেন 'আমার জীবন' ২য়-৩য় খণ্ড ; Jayanta Kumar Das Gupta Life and Novels of Bankim Candra– pp. ১০২-১১১; শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; 'বঙ্কিম-জীবনী', ৩য় সংস্করণ, পৃ. ২৮৬-৩০৩; পূর্ণচন্দ্র বসু; 'কাব্যসুন্দরী', পৃ. ২০০-২২৩; যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত;বাঙ্গালার মাতৃমূর্ত্তি, 'বঙ্গদর্শন', অগ্রহায়ণ, ১৩১৭; ইত্যাদি।

২৫ অক্টোবর, ১৯৩৬-এ মহাত্মা গান্ধী দ্বারা ভারত মাতা মন্দির উদ্বোধন করা হয়ে, স্বাধীন ভারত গঠনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেক স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রতি শ্রদ্ধা জানানর প্রতিক রূপে। এই মন্দিরের সবচেয়ে মজার বিষয় হল এই মন্দিরে কোন দেব-দেবীর মূর্তি বা বিগ্রহ নেই। রয়েছে এটি ভারতীয় মানচিত্র, অবিভক্ত ভারতের। পুনের বিদ্যা আশ্রমের মেঝেতে তৈরি একটি মানচিত্র এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বিস্তারিত মানচিত্র থেকে অনুপ্রাণিত। এই মানচিত্রটি প্রতিটি স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্বপ্নকে চিত্রিত করে যারা ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার আগে ব্রিটিশ আমলের সাক্ষী হয়েছিলেন। নির্মাণের নিষ্ঠা অসাধারণ। এই অসাধারণ জায়গাটি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কষ্টের সাক্ষী হয়েছে। এটি মহামা গান্ধীর 'নো ভায়োলেন্স' ধারণার উত্তরাধিকার। ভারত মাতা মন্দির স্বাধীন ভারতের প্রশান্তি ও মহিমা যাত্রার প্রতীক। মন্দিরের বিশাল হল ঘরের মেঝের কেন্দ্রে, পাকিস্তান, আফগানিস্তান সহ বেলুচিস্তান, বাংলাদেশ এবং মায়ানমার নিয়ে গঠিত; রয়েছে যা বার্মা এবং শ্রীলঙ্কা জুক্ত ভারতের অবিভক্ত মানচিত্র। এই মানচিত্রে প্রায় ৪৫০টি পর্বত শৃঙ্গ, জলাশয়, বিস্তীর্ণ সমভূমি এবং মার্বেল দিয়ে খোদাই করা মালভূমি এবং এতে চিহ্নিত ভৌগলিক স্থাপনার গভীরতা এবং স্কেল রয়েছে। ল্যান্ডমার্কের শিখর মাউন্ট এভারেস্ট এবং ২ চূড়া এবং চীনের গ্রেট ওয়ালকে চিত্রিত করে। অসংখ্য চূড়ার উচ্চতার মধ্যে পার্থক্য স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। এক ইঞ্চি সমতল পৃষ্ঠের প্রায় ৬.৪০ মাইল জুড়ে আপনি বেসমেন্টের মাটিতে ইনস্টল করা জানালা থেকে পৃথিবীতে বিদ্যমান একই অনুপাত এবং উচ্চতার পার্থক্য দেখতে পাবেন। সমুদ্রের উপমহাদেশের আশেপাশে ছোট ছোট শৃঙ্গগুলিও একটি পয়েন্টেড স্টিক বা লেজার টর্চের সাহায্যে দেখা যায়। মানচিত্রে চিত্রিত জলাশয়গুলি জলে ভরা থাকে এবং প্রতিটি প্রজাতন্ত্র ও স্বাধীনতা দিবসে ভূমির পৃষ্ঠগুলি ফুলে সজ্জিত হয়। ২০ শতকের জাতীয় হিন্দি কবি মৈথিলি শরণ গুপ্ত, ভারত মাতা মন্দিরের উদ্বোধনের উপর একটি কবিতা রচনা করেছিলেন যা ভবনের ভিতরে একটি পেন্টিং প্রদর্শিত হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত চিত্রকর্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত ভারত মাতার একটি মূর্তি রয়েছে। ভোট পর্ব শেষ। উত্তর প্রদেশে ভাবতীয় জনতা পার্টি আসা অনুরূপ ভোট পায়নি। বিশেষ করে রাম মন্দির গড়ার পরেও অযোধ্যা থেকে তারা হেরেছে। কাশী বিশ্বনাথ মন্দির করিডর করেও কাশীর জনতা সে হারে ভোট দেয় নি যা আগে দিয়েছিল। আজ প্রধানমন্ত্রী কাশীতে এসেছেন। তাই আগে থেকেই যোগী আদিত্যনাথ নগরের দিকে এক নজর দিয়ে গেছেন। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, কাশীতে থাকার সময়, গত শুক্রবার রাতে দর্শন পূজার পরে ভারত মাতা মন্দির কমপ্লেক্সে নির্মাণাধীন রোপওয়ে প্রকল্পের সাইট পরিদর্শন করেছিলেন। প্রকল্পের অগ্রগতি জানার পর সময়মতো কাজ শেষ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। কাশী রোপওয়ে হবে ভারতের প্রথম পাবলিক ট্রান্সপোর্ট রোপওয়ে। এটি ৩.৭৫ কিলোমিটার দীর্ঘ হবে যেখানে পাঁচটি স্টেশন ক্যান্ট রেলওয়ে স্টেশন থেকে গোদাউলিয়া চককে সংযুক্ত করবে। এটি ২০২৫ সালের মে মাসে চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। রোপওয়ে নির্মাণের জন্য সুইজারল্যান্ড থেকে আনা যন্ত্রপাতি বসানো হচ্ছে। এই কাজটি করছে সুইস কোম্পানি বার্থহোলেট।

এখন ভাবনার বিষয় এই রোপওয়ে প্রকল্পের জন্য ভারত মাতা মন্দিরের শ্রী হানি হবে না তো। ভারত মাতা মন্দির দেখার সেরা সময় হল প্রজাতন্ত্র দিবস এবং স্বাধীনতা দিবস। এই জাতীয় উৎসবে স্বাধীনতার গল্প ও সংগ্রামের কথা বলা হয়। কোন ভিজিটিং ফি নেই আগ্রহীরা যেকোন ঋতুতে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মন্দিরে যেতে পারবেন।

(রবীন্দ্রকুমার শীল সংযোজন ঃ কাশীর কথা বলতে গেলে তা আর শেষ করা যায় না। সেটা চলতেই থাকে। তবে যাঁরা কাশী গিয়েছেন তারা বারবার কাশীতে যান। বছরে একবার হলেও কাশী দর্শন করেন। গঙ্গাসাগর যেমন বছর একবার সবাই যান নিজেকে শুদ্ধ করতে ঠিক তেমনি সবাই কাশী যান নি নিজের মনকে পবিত্র করতে। এখনও পাপ পূণ্য পবিত্র মনটা হিন্দু জাতির মধ্যে বেশ জাঁকিয়ে রয়েছে। তাকে নিকেশ করা যায়নি। তার ফলে হিন্দুরা বেশি হিংস্র হতে হাতে পারে না। তারা তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করা ইচ্ছা প্রকাশ করে না। আগে হিন্দুরা তো কোনও অস্ত্র ব্যবহার করতো না। ত্রিশূল ব্যবহার করা হতো হোম যাকযজ্ঞ করা জন্য। কোনও মানব সংহার করার জন্য তা ব্যববার করা হতো না। সেই কারণে বারবার কাশী আক্রান্ত হয়েছে। কাশীকে রক্ষা করেছে তুলসীদাস। তাঁর প্রতিজ্ঞা- রামকে প্রধান চরিত্র নির্মাণ করে বিদেশি মুক্ত কাশীর পবিত্রতা রক্ষায় 'তুলসীদাসী রামায়ণ' রচিত।

মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলাম, তো কেউ বলছে আর কোন দিন ট্রেনে উঠবো না! আতঙ্কের সাথেই বললেন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের যাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৮ জুন ঃ বিভীষিকাময় কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা থেকে বাড়ি ফিরে এখনো সেই ভয়াবহ সময়ের আতঙ্ক পিছু ছাড়ছে না কোন মতেই। সেই সময়ের কথা মনে পরলেই এখনো

ঠান্ডা হয়ে আসছে হাত পা! কেউ বলছেন সামনে যেন মৃত্যুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি! তো কেও বলছে আর কোন দিন ট্রেনে উঠবো না। সোমবারে বিভীষিকাময় কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস থেকে বাড়ি ফিরে এমনটাই জানান নদীয়ার শান্তিপুর ও নবদ্বীপের ওই দুর্ঘটনার কবলে পড়া ট্রেনের যাত্রীরা। নবদ্বীপ শহরের চার(৪) নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা উত্তম সাহা বয়স আনুমানিক ৪৩, তার স্ত্রী পম্পি সাহা ও তাদের সারে চার বছরের একমাত্র সন্তান আয়ুষ সাহা, ও উত্তম সাহার শ্বশুর বাড়ির বেশ কিছু সদস্যরা মিলে গত ইংরেজির ৯- জুন রবিবার ছুটি কাটাতে আগরতলায় যান ও পরিবারের সাথে ছুটি কাটিয়ে ১৬ জুন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস এ করে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই ট্রেনটিই পড়ে দুর্ঘটনার কবলে। বিভীষিকাময় দুর্ঘটনার অনুভূতির কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন পম্পি সাহা, তিনি জানান সেই সময় আমি বাথরুমে ছিলাম ছেলে বাহিরে ছিলো, হঠাৎ করে সব যেন তোলপাড় হয়ে যায়, চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ, দু চোখে জল নিয়ে তিনি জানান কপালের জোরেই একমাত্র সন্তান ও পরিবার কে নিয়ে বেঁচে ফিরেছি। আমাদের কিছু হয়ে গেলে সন্তানের কি হতো, আর যদি সন্তানের কিছু হয়ে যেতো আমরা তো শেষ হয়েই যেতাম। মাঝে মাঝেই শরীর কেঁপে উঠছে সেই সময়ের কথা মনে পড়লেই, এমনটাই বলেন উত্তম সাহা। তার শাশুড়ি শহরের ২৪ নং ওয়ার্ডে প্রফুল্লনগরের বাসিন্দা বাসন্তী দেবনাথ। তারা প্রত্যেকেই জানান সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সময়ের কথা। পরিবারের দাবী সামগ্রিক ঘটনায় খোয়া গেছে তাদের ব্যাগ যেখানে তাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ নগদ টাকাও ছিলো। পাশাপাশি ছোট্ট শিশু আয়ুস সহ পরিবারের সকলেরই কমবেশি লেগেছে, কারও হাতে, তো কারও পায়ে সকলেই কমবেশি আহত হয়েছেন। আর মঙ্গলবার দুর্ঘটনার কবল থেকে ফিরে আসা পরিবার সাথে দেখা করতে আসেন নবদ্বীপের চবিবশ (২৪) নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পারুল দেবনাথ, কথা বলেন পরিবারের সাথে ও সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন তিনি। প্রায় একই কথা বলেন নদীয়ার শান্তিপুরের থানার মোড়ের বাসিন্দা তপন বিশ্বাস ও তার স্ত্রী কমলা বিশ্বাস। তারা গিয়েছিলেন ত্রিপুরায় তাঁদের মেয়ের বাড়ি। সেখান থেকে আসার সময় এই দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তারা। তবে সেখান থেকে আসার পর এখনো পর্যন্ত আতঙ্কের রেশ নিয়ে রীতিমতো ভয়ে দিন কাটাচ্ছেন তপনবাবু এবং তার স্ত্রী। তবে সোমবারের সেই ভয়ানক অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে এখনও শিউরে উঠছেন তপনবাবু। তিনি জানাচ্ছেন কাল হঠাৎ সকালবেলায় ট্রেনে বাথরুমে গিয়েছিলেন। তখনই হঠাৎ পেছনদিকে সজোরে ধাক্কা লাগার ফলে ঝাঁকুনি অনুভব হয়। ট্রেনের বগিতে তিনি ছিলেন এসি কম্পার্টমেন্টের বি ওয়ান কোচের ৩১ এবং ৩২ নম্বর সিটে। তবে এই ঘটনা ঘটার পরই রেলে উপস্থিত সাফাই কর্মীদের কে তিনি জানান বাইরে কি হয়েছে দেখতে? সাফাই কর্মীর বাইরে তাকিয়ে চক্ষুচড়ক গাছ হয়ে বলেন, ট্রেন থেকে চলে যান ভয়াবহ দুর্ঘটনায় রেলের সমস্ত বগি উল্টে গেছে। সেই সময় প্রাণ বাঁচাতে কোন রকমে তার স্ত্রীকে নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে বেরিয়ে পড়ে তপন বাবু। এরপর রেলের তরফে থেকে দেওয়া অ্যাম্বুলেন্সে করে পৌঁছন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন। তারপর সন্ধ্যার দিকে তিস্তা তোর্সা ট্রেনে দেওয়া হয় আহতদের এবং ট্রেনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কে একসাথে নিয়ে আসার জন্য। আর সেই ট্রেনে সেই অন্ধকার সময়ের স্মৃতি মাথায় নিয়ে বাড়ি ফেরেন তপনবাবু এবং তার স্ত্রী। তবে রেল কর্তৃপক্ষ আহত ব্যক্তিদের যে ট্রেন দিয়েছিল সেখানে কোনরকম খাবারের ব্যবস্থা করেনি এমনকি প্রাথমিক চিকিৎসারও কোনরকম ব্যবস্থা করেনি বলে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন ঘটনায় আহত তপনবাবু। অপরদিকে তার স্ত্রী কমলা দেবী জানান তিনি বসেছিলেন আর তারপরেই ভয়ানক শব্দে রীতিমতো কেঁপে ওঠে কম্পার্টমেন্ট। তারপরেই হঠাৎ করে চোখের নিমেষে কি যে হয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারলেন না। তারপর তার স্বামী চিৎকার করে ডাকতে তিনি কোন রকমে প্রাণ বাঁচাতে ট্রেন থেকে বেরিয়ে আসেন। তবে এখনো কাল সকালের সেই অন্ধকার সময়ের কথা মাথায় আসলে রীতিমতো শিউরে উঠছেন তিনি। তবে বর্তমানে তারা দুজনেই কমবেশি আহত হয়েছেন এবং পরবর্তীতে শান্তিপুর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যাবেন বলেও জানিয়েছেন। তবে রেলের তরফে যে অব্যবস্থা তার দিকেও প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন তপনবাবু এবং তার স্ত্রী। এই দম্পতির বাড়ি ফিরে আসার পর শান্তিপুর থানার তরফে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং তাদের চিকিৎসার জন্য যথাযথ সাহায্য করবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর পাওয়া গেছে।

সখপূরণ করে আর বাড়ি ফেরা হল না ৬ বছরের স্নেহার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৮ জুন ঃ মেয়ের সখ ছিল পাহাড় দেখবে। তাই ৬ বছরের ছোট্ট মেয়ের আবদার মেটাতে পাহাড়ে গিয়েছিলেন মালদার খেমপুর গ্রামপঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেস সদস্যা ছবি মন্ডল। কিন্তু সোমবারের অভিশপ্ত সকাল সব হিসেব উল্টোপাল্টা করে দিল। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার পর ছয় বছরের ছোট্ট স্নেহার আর বাড়ি ফেরা হল না। স্বামী মহিলাল মন্ডল হাইস্কুলের শিক্ষক। তাই ২ দিন ছুটি পেয়ে স্ত্রী ছবি মন্ডল ও তাঁদের ৬ বছরের মেয়ে স্নেহাকে নিয়ে উত্তরবঙ্গ গিয়েছিলেন। মেয়ের পাহাড় দেখার সখ পূরণ করে সোমবার সকালে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের অসংরক্ষিত কামরায় উঠেছিলেন তাঁরা। বাড়ি ফেরার পথেই ঘটে বিপত্তি। দুর্ঘটনাতে গুরুতর আহত হন মা-মেয়ে-বাবা তিনজন-ই। তিনজনকেই উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসা চলাকালীন এদিন মৃত্যু হয় ৬ বছরের শিশু স্নেহার। এই ঘটনায় শোকে দিশেহারা মা ছবি মন্ডল। ছোট্ট স্নেহার মৃত্যুসংবাদ গ্রামে পৌঁছানোর পর থেকেই শোকস্তব্ধ গোটা গ্রামও। ওদিকে সোমবার ডাউন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন গুসকরার বাসিন্দা বিউটি বেগমও।

Office of The Ladhurka Gram Panchayat
Vill+PO-Ladhurka, PS-Hura, Purulia, Pin-723148
e-mail id: ladhurkagp@gmail.com
NIT No. 1/LGP/2024-25, Date: 18/06/2024

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work: Repairing of G.P Office Toilet at Ladhurka G.P. Office. Last date of dropping of Sealed Tender Form On 28/06/2024 (up to 2.00 PM). Opening of Tender On 28/06/2024 (at 3.30 pm). For details contact at GP Office or visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Ladhurka Gram Panchayat

Office of The Bikihakola Gram Panchayat
Bikihakola, Panchla, Howrah
TENDER NOTICE No.-BHGP/107/2024, Date:- 18/06/2024

The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for 1(One) work. Date of issue of tender form 18.06.2024 to 26.06.2024 from 11.00AM to 3:00 PM. Last date of receiving of tender from 26.06.2024 up to 3:00 PM. Date of Opening: i) TECHNICAL BID-28.06.2024, 3:00 PM, AND ii) FINANCIAL BID-28.06.2024, 4:00 PM. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Bikihakola Gram Panchayat

TENDER NOTICE
Jagatballavpur -II Gram Panchayet, Howarh

E-tender is invited from the resourceful and experience bidders for execution of different works vide Etender-NIT MEMO No. JBPUR-II/123/2024, Dated: 18.06.2024, Last date of Tender droping: 26.06.2024, 05.30PM, Date of opening of Bids: 28.06.2024, 17.30 PM.
Details Contact: wbtenders.gov.in

Sd/-Prodhan
Jagatballavpur-II Gram Panchayet
Jagatballavpur Block, Howarh

e-tenders are invited by Prodhan, Lowa-Ramgopalpur Gram Panchayat under Galsi-1 Dev. Block Dist. – Purba Bardhaman, from resourceful/bonafide contractors with experience and requisite credential from 15th CFC fund vide TENDER ID-2024_ZPHD_693567_1 to 4. Date of closing of Submission of Technical bid & Financial Bid on 20/06/2024 up to 16.00 IST. For details visit the website: http://wbtenders.gov.in

Inviting E-Tender

E-Tender is invited by Pradhan, Golamara Gram Panchayat, Purulia-II Dev. Block. NIT No. 001/GGP/2024-25, dated 14/06/2024. For further details see the E-Tender Portal i.e. http://wbtender.gov.in

Sd/-
Pradhan
Golamara Gram Panchayat
Purulia-II Panchayat Samity
Vill + PO- Golamara, Dist - Purulia

Office of the Pradhan
Kenda Gram Panchayat
Vill-Kenda, PO – Baladih, PS-Puncha, Dist-Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER NO-01/2024-25/KGP, Dated:18/06/2024

Bid submission end date-24.06.2024 – 6 pm. Bid open Date(Technical)- 27.06.2024 – 12 PM. For more details information visit: www.wbtenders.gov.in and office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Kenda Gram Panchayat

Office of The Bikihakola Gram Panchayat
Bikihakola, Panchla, Howrah
TENDER NOTICE No.-BHGP/106/2024, Date:- 18/06/2024

The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for total 3 (Three) Nos. different works. Date of issue of tender form 18.06.2024 to 26.06.2024 from 11.00AM to 3:00 PM. Last date of receiving of tender from 26.06.2024 up to 3:00 PM. Date of Opening: i) TECHNICAL BID-28.06.2024, 3:00 PM, AND ii) FINANCIAL BID-28.06.2024, 4:00 PM. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Bikihakola Gram Panchayat

OFFICE OF THE CHINABARI GRAM PANCHAYAT
RANGAMETYA : KAMALPUR : CHHATNA : BANKURA
eTender Notice No. 05/CHINA/2024-25

e-Tender is invited by the Prodhan, Chinabari Gram Panchayat or the work of: Repairing of Community Hall at Bajurdihi Village at Rangametya (Fund 5 th SFC). Last date of submission of Technical & Financial Bid 25.06.2024 at 12.30 PM. Date of opening of Tender 28.06.2024 at 9.00 AM. For details visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Chinabari Gram Panchayat

NIeT-02/MGP/2024-25 & NIT-03/MGP/2024-25
Pradhan, Medinipur Gram Panchayat

Invites E-Tenders of 08 nos Construction works in Medinipur GP area within 26/06/2024. Details of which are available at www.wbtenders.gov.in website and the Notice Board of Medinipur Gram Panchayat, P.O.- Medinipur, Dist.-Bankura.

Sd/-Pradhan
Medinipur Gram Panchayat

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA :: PURULIA
TENDER NOTICE

Executive Officer, Para Panchayat Samity, District-Purulia invites Tender for the following items on:-
- NIT No.:- 01/EO/PPS of 2024-25 (Sl. No.-01 to 22)
- No. of Work:- 22 (Twenty Two) nos.
- Last Date of Application:- 24.06.2024 up to 16.00 hours.
- Date of issue of Tender paper:- 26.06.2024 at 11.00 hours. To 16.00 hours.
- Last date of dropping of Tender papers 28.06.2024 up to 14:00 hours in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
- Date of Opening of Tender 28.06.2024 after 14:00 hours.

For more details go to website: www.parablock.org and www.puruliazp.nic.in and also may contact to Para Panchayat Samity office on working days at office hours.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayet Samity

E-TENDER INVITING NOTICE
Tender Reference no.:- WB/HOW/BJPS/NIT-35(2 nd Call)/2024-25
(Memo No: 384, Dated: 13/06/2024)
WB/HOW/BJPS/NIT-36(2 nd Call)/2024-25
(Memo No: 1308, Dated: 07/06/2024)

Electronic Tenders are hereby invited by the Executive Officer, Bally Jagacha Panchayat Samity for implementation of one (01) nos. work in different above mentioned NIT, within Bally Jagacha Panchayat Samity, Howrah. Details are available in http://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.

Sd/- Block Dev. Officer/Executive Officer
Bally Jagacha Dev. Block/Bally Jagacha PS

OFFICE OF THE CHINABARI GRAM PANCHAYAT
RANGAMETYA : KAMALPUR : CHHATNA : BANKURA
eTender Notice No. 06/CHINA/2024-25

e-Tender is invited by the Prodhan, Chinabari Gram Panchayat or the work of: Construction of Chatal near Lohar Para Hari Mandir at Rangametya (Fund 5 th FC). Last date of submission of Technical & Financial Bid 25.06.2024 at 12.30 PM. Date of opening of Tender 28.06.2024 at 9.00 AM. For details visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Chinabari Gram Panchayat

OFFICE OF THE CHINABARI GRAM PANCHAYAT
RANGAMETYA : KAMALPUR : CHHATNA : BANKURA
eTender Notice No. 07/CHINA/2024-25

e-Tender is invited by the Prodhan, Chinabari Gram Panchayat or the work of: Supply of Tubewell spare parts of Chinabari Gram Panchayat. Last date of submission of Technical & Financial Bid 25.06.2024 at 12.30 PM. Date of opening of Tender 28.06.2024 at 9.00 AM. For details visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Chinabari Gram Panchayat

SHORT NOTICE INVITING TENDER No. WBIW/EE/MDMD/SNIT-02 of 2024-25

On behalf of governor of West Bengal, the Sealed Tender(s) invited by the undersigned against this NIT No. about for "maintenance & repair of sluice gate at Dabu". Last date of application for permission to participate in tender 21.06.24 up to 2.00 pm. For details log on to: www.wbiwd.gov.in & Notice Board during office hours of the undersigned.

Sd/- Executive Engineer
Metropolitan Drainage Mechanical Division
Jalasampad Bhawan (4 th Floor)
Salt Lake City, Kolkata-700091

e-TENDER NOTICE

E- tender **NIT NO. 203/2024, 204/2024** & Quotation NO. **200/2024,202/2024,205/2024 dt. 18.06.24.** For details please visit official website **https://etender.wb.nic.in**

Sd/-
Prodhan
Nalikul Paschim Gram Panchayat
Haripal, Hooghly

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়ার ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **[সিনিয়ার ডিইএন/এইচকিউ/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে]। ই-টেন্ডার নম্বরঃ ৭২_২০২৪-২৫, তারিখ ঃ ১৫.০৬.২০২৪। কাজের বিবরণ ঃ** (১) অর্থোপেডিক হসপিটাল হাওড়ায় মুখ্য পুনর্বাসন ও মেরামতির কাজের অবশিষ্ট কাজ। (২) অর্থোপেডিক হসপিটাল, হাওড়ার ইন্ডোর বিল্ডিং-এ রান্নাঘর, ওটি, ইন্ডোর ওয়ার্ডের সমস্ত ওয়াশরুম, ক্ষতিগ্রস্ত মেঝে/সিলিং ইত্যাদির সংস্কার। (৩) অর্থোপেডিক হসপিটাল, হাওড়ার আউটডোর বিল্ডিং-এ ওপিডি, এক্স-রে, আইসিইউ, ডিআরএস চেম্বার ইত্যাদির সমস্ত ওয়াশরুম, ক্ষতিগ্রস্ত মেঝে/সিলিং-এর সংস্কার। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৩,১০,৭৪,৭৪১.৩২ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৩,০৫,৪০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের তারিখ। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৯.০৬.২০২৪ তারিখে দুপুর ২.০০টা। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি ও টিডিসি বাবদ অর্থ প্রদান– ই-টেন্ডারিং-এর ক্ষেত্রে বায়না মূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) বাবদ অর্থপ্রদান শুধুমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে-র মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য বায়নামূল্য জমা বাবদ ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গ্রহণ করা হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-124/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
14/GPW/WBFDC/2024-25	**Boring and Installation of Pump at Kalyani, NIPER Kolkata.**	**19.06.2024**	**27.06.2024**

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

Makardah-II Gram Panchyat
Vill-Jotgiri, P.O.Lakshmanpur, Dist. Howrah, Pin-711114
Notice Inviting Tender
16/NIT/15 th CFC(TIED)/MAK-II/24-25, Dt. 14.06.2024

Sealed Tender is invited by the Pradhan, Makardah-II Gram Panchyat from bonafied, experienced and resourceful bidders for similar nature of works. Source of Fund: 15 th CFC (Tied). Last date of submission of Tender paper up to 24.06.2024. Technical Bid Opening Date 26.06.2024. For details please visit website https://wbtender.gov.in

Sd/- Pradhan
Makardah-II Gram Panchayat

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য নোটিশ দেওয়া যাইতেছে যে কলকাতাস্থিত মেসার্স হরিয়কশ ইন্ড্রাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বর্তমান L.R. রেকর্ড ভুক্ত রায়তগনের নিকট হইতে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক।

জেলা-বাঁকুড়া, থানা ও ব্লক - গঙ্গাজল ঘাটি
মৌজা-চৌশাল জে.এল নং - 14

দাগ নং	শ্রেনী	পরিমান
477	বাইদ	0.51 একর
1199	বাইদ	0.44 একর
1207	কানালী	0.44 একর

উপরোক্ত সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র নোটিশ প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমাণ সহকারে লিখিতভাবে আপত্তি জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রকাশ থাকিল যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন আপত্তি দাখিল না হইলে পরবর্ত্তী কালে তাহা সবর্তোভাবে অগ্রাহ্য করা হইবে।

সৌগত ঘোষ
8820204728

Hooghly Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091
E-Tender Notice
Memo No-779/WS/SD Dated-18/06/2024

E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. WBMAD/C/HCM/WS/NIT5/6e/24 and Tender Id No-2024_MAD_695147_1 to 3 for Supply of pipe, strainer & etc. for sinking of tube well at w-26 & 13 under 15 th F.C. Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: 10/07/2024 at 11:00 hrs. For more details and bidding online please visitwebsite-https://wbtenders.gov.in

Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

Office of the Board of Administrators
BUNIADPUR MUNICIPALITY
PO-Buniadpur, Dist-Dakshin Dinajpur, Pin:733121
e-TENDER

Tender are hereby invited from the eligible contractors/suppliers for the different works as specified in NIT No.-963/BPM/N-157/2024 dated 18/06/2024 (Closing date-04/07/2024, 11.00 AM. For details please contact the office of the Chairman, Buniadpur Municipality, Dakshin Dinajpur.

Sd/- Chairperson
Buniadpur Municipality

Makardah-II Gram Panchyat
Vill-Jotgiri, P.O.Lakshmanpur, Dist. Howrah, Pin-711114
Notice Inviting Tender
14/NIT/15 th CFC(UNTIED)/MAK-II/24-25, Dt. 14.06.2024

Sealed Tender is invited by the Pradhan, Makardah-II Gram Panchyat from bonafied, experienced and resourceful bidders for similar nature of works. Source of Fund: 15 th CFC(Untied). Last date of submission of Tender paper up to 24.06.2024. Technical Bid Opening Date 26.06.2024. For details please visit website https://wbtender.gov.in

Sd/- Pradhan
Makardah-II Gram Panchayat

NAPARA GRAM PANCHAYAT
Vill.-NAPARA, P.O.- NAPARA, Dist.- PURULIA(W.B), Pin.-723151
Email id- naparagp@gmail.com
Notice Inviting E-Tender:-NGP/NIT(e)-01/2024-25, Date: 18.06.2024

Pradhan, Napara Gram Panchayat, Napara, Purulia invites E-Tender for 4(Four) nos. work. Period for submission of bid documents 18.06.2024 6.00 p.m. To 25.06.2024 up to 12.00 p.m. Time and date of opening of Technical bid At 12.00 p.m. on 27.06.2024. For details please visit https://wbtender.gov.in

Sd/- Pradhan
Napara Gram Panchayat

OFFICE OF THE COUNCILLORS NAIHATI, NAIHATI MUNICIPALITY
1, R.B.C. ROAD, NAIHATI, NORTH 24 PARGANAS

TENDER NIT(e)/19/JUNE-05/2024-25
Memo No.: 887/MC-11, Date: 18.06.2024

Online Tenders are invited by the Chairman on behalf of the Naihati Municipality through electronic tendering (e-tendering) for the 7 Nos. works from eligible and resourceful Companies Firms/Contractors having sufficient credential and financial capability for execution of works as depicted hereunder for participating in the tender. Bid submission start date & time (online): **19.06.2024 after 9:00 Hrs.** Bid Submission closing date & time (online)- **26.06.2024 at 16:00 Hrs.** Bid opening date & time for Technical Proposals(online): **28.06.2024 after 16.15 Hrs. WB Govt. e-tender website must be followed.**

Sd/- Chairman
Naihati Municipality

Tender has invited by the Executive Officer, Pursurah Panchayat Samity for Construction of Sanitary Complex and CC Road under Pursurah Panchayat Samity. NIT No. 02/PUR/24-25. Tender ID No 2024_ZPHD_694312_1 to 4, Last date for submission of Tender: 22/06/24 up to 5.00 P.M. Wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Pursurah Panchayat Samity
PursurahHooghly**

TENDER NOTICE

Tender is being invited for the civil works details which is available on 11.06.2024 http://wbtender.gov.in Submission of Technical & Financial Bid for en IT-MSD/Sganj GMGP Tender reference number:-27/15thCFC/2024 Zilla Parishad
Tender ID : 2024_ZPHD_693668_7 Last date of application 26.06.2024 upto 16.00 P.M Opening date : 28.06.2024 at 16.00 P.M

Sd/-
Prodhan
Gajinagar Malancha G.P
Samserganj, Murshidabad

Makardah-II Gram Panchyat
Vill-Jotgiri, P.O.Lakshmanpur, Dist. Howrah, Pin-711114
Notice Inviting Tender
15/NIT/15 th CFC(TIED)/MAK-II/24-25, Dt. 14.06.2024

Sealed Tender is invited by the Pradhan, Makardah-II Gram Panchyat from bonafied, experienced and resourceful bidders for similar nature of works. Source of Fund: 15 th CFC (Tied). Last date of submission of Tender paper up to 24.06.2024. Technical Bid Opening Date 26.06.2024. For details please visit website https://wbtender.gov.in

Sd/- Pradhan
Makardah-II Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ঃ ১৪.০৬.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্র.নং.ঃ ১। টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-৮৩-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রের আওতায় অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়র/শিয়ালদহ-এর শাখায় ত্রুটিপূর্ণ গ্লুড জয়েন্ট/ব্লক জয়েন্ট-এর বদলের সঙ্গে সম্পর্কিত ইনসিটু গ্লুড জয়েন্ট (৫২/৬০ কেজি)-এর সংস্থান। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৩৬,৬৫,৪৫৭.৬০ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ৭৩,৩০০ টাকা। **ক্র.নং.ঃ ২। টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-৮৭-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রের আওতায় স্ট্যান্ডার্ড গ্যাঙ হাট-এর নবনির্মাণের সংস্থান। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৭০,৫৬,০৫৮.৩৫ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ১,৪১,১০০ টাকা। **ক্র.নং.ঃ ৩। টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-৮৮-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/শিয়ালদহের অধিক্ষেত্রে দমদম জংশন-ডানকুনি আপ লাইনে (কিমি. ৮.০০ থেকে ১০.০০ পর্যন্ত), দমদম জংশন-ডানকুনি ডাউন লাইনে (কিমি. ৮.০০ থেকে ১০.০০ পর্যন্ত) এবং দমদম জংশন-কাঁকুড়গাছি রোড জংশন ডাউন মেইন লাইনে (কিমি. ৪.০০ থেকে ৫.০০ পর্যন্ত) সেস মেরামতি/সাব ব্যাঙ্ক দ্বারা ব্যাঙ্কের পুনর্বাসন। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,২৫,৪০,১২৩.৮০ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ২,১২,৭০০ টাকা। **ক্র.নং.ঃ ৪। টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-৮৯-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/শিয়ালদহের অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়র (পি.ওয়ে)/ব্যারাকপুর-এর শাখায় টিটাগড় ওয়াগন লিমিটেড-এ বর্তমান ডেসপ্যাচ লাইনের সঙ্গে সংযোগকারী প্রস্তাবিত ২য় ডেসপ্যাচ লাইন। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৭,৫৩,৭০৫.৫৮ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ১৫,১০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.০৭.২০২৪ দুপুর ৩টা (ক্র.নং. ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য)। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস (ক্র.নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য) এবং ০৩ (তিন) মাস (ক্র.নং. ৪-এর জন্য)। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় **০৮.০৭.২০২৪-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট** (ক্র.নং. ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য)। (SDAH-85/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

NOTICE

Notice is hereby given that share certificates No(s) **405548 & 409802** for **7518** equity shares bearing distinctive nos. **401577299 to 401582668 & 1093908698 to 1093910845.** (both inclusive) of **M/s. Berger Paints India Ltd.,** having its Registered Office at **Berger House, 129 Park Street, Kolkata 700017** registered in the name(s) od **Sha Shantilal Savaichand jointly with Nareshchandra Chimanlal** has /have been lost.

I/We, have now applied to the Company for Issue of Duplicate share Certificate(s) in lieu of the above. Any person having any Objection to the issue of duplicate Share Certificate(s) in lieu of said original share certificate(s), is requested to lodge his/her objection thereto with the Company at the above address or with their Registraras, C B MANAGEMENT SERVICES (P) LTD., P-22, Bondal Road, Kolkata 700019, in writing within 15 days from the date of Publication of this Notice.

Name of the Holder/Survivor
Khageshbabu Nareshchandra Shah
17, Maitry Row house, Behind Sarjan Society, City Light, Umra, Surat - 395007

Place: Surat
Date: 17-06-2024

ক্যান্টিন পরিচালনের জন্যে লাইসেন্সের হেতু ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অন্তর্গত কোকরাঝার রেলওয়ে ষ্টেশনে স্থিত পুরোনো পিআরএস ভবনে ক্যান্টিনের পরিচালনের জন্যে লাইসেন্সের হেতু ই-নিলাম। **অক্সন ক্যাটালগ নং. সি-এপি-কেওজেপিআরএস-সিএএন। এসইকিউ সংখ্যা. এএ/১, এলওটি সংখ্যা/শ্রেণীঃ এমএসএস-এপিডিজে-কেওজে-পিআর কিয়স্ক-১৯-২৪-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-প্রমোশন্যাল কিয়স্ক)। বিবরণঃ** কোকরাঝার রেলওয়ে ষ্টেশনের সমীপস্থ এসবিআই/এটিএমের পাশে অবস্থিত পুরোনো যাত্রী টিকট সংরক্ষণ সেবা ভবনে বাজারে প্রচলিত মূল্য অনুসারে স্থানীয় আহার, হাল্কা জলপান, গরম এবং ঠাণ্ডা পানীয় আহার সহিত নিরামিষ, অ-নিরামিষ আহারের যোগান অনুসারে, ক্যাটারিং সেবার পরিচালনের জন্যে লাইসেন্স প্রদান। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র শুল্ক, **ট্রিপস/দিনঃ** ১৮২৬। **নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০১-০৭-২০২৪ তারিখে ১৪.০০ ঘন্টায়। **নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০১-০৭-২০২৪ তারিখে ১৪.৩০ ঘন্টায়। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** তে ই-নিলাম লীজিং মোডিউল অবলোকন করার জন্যে অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Dy C. E. (E)/S&D, KMC** invites tender online percentage rate in two bid system for following works:
1. NIT No. : GRBU/BI-09/24-25 (1st call)
Name of work : **Contractual arrangement for cleaning of screen chamber & screen at Padirhati Drainage Pumping Station under GRBU**. Estimated Cost : **Rs. 2,95,970.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **365 Days**.
2. NIT No. : GRBU/BI-08/24-25 (1st call)
Name of work : **Clog cleaning operation with other allied works of pump units for six months at Santoshpur MPS under GRBU**. Estimated Cost : **Rs. 1,93,647.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **183 Days**.
3. NIT No. : GRBU/BI-07/24-25 (1st call)
Name of work : **Clog cleaning operation with other allied works of pump units for six months at New Santoshpur DPS under GRBU**. Estimated Cost : **Rs. 2,32,377.00**. Earnest Money: **Rs. 4,700.00**. Period of Completion: **183 Days**.
4. NIT No. : GRBU/BI-06A/24-25 (1st call)
Name of work : **Clog cleaning operation with other allied works of pump units at Padirhati DPS under GRBU**. Estimated Cost : **Rs. 2,34,977.00**. Earnest Money: **Rs. 4,700.00**. Period of Completion: **365 Days**. Last date and time of submission of bid: **02.07.2024** at **1 p.m.** (for sl. no. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **22.06.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 to 4) the website:**https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 4).
5. NIT No. : KMC/S_D/KGPS-19/24-25
Name of the work : **Periodic lifting of foreign materials from sump & screen chamber of Canal Road L.S under Kudghat Unit/S&D Department**. Estimated Amount : **Rs. 2,20,991.23**. Earnest Money: **Rs. 4,450.00**. Period of Completion: **180 Days**.
6. NIT No. : KMC/S_D/KGPS-21/24-25
Name of the work : **Clog cleaning operation of pumps at Canal Road LS under Kudghat Unit/S&D Department**. Estimated Amount : **Rs. 1,70,756.26**. Earnest Money: **Rs. 3,450.00**. Period of Completion: **180 Days**.
7. NIT No. : KMC/S_D/KGPS-20/24-25
Name of the work : **Clog cleaning operation of pumps at Buroshibtala L.S-1 under Kudghat Unit/S&D Department**. Estimated Amount : **Rs. 1,96,886.98**. Earnest Money: **Rs. 3,950.00**. Period of Completion: **180 Days**. Last date & time of submission of bid: **29.06.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 5 to 7). The bid forms and other details are available on and from **21.06.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 5 to 7). The website :**https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 5 to 7).

The **Director General(S&D), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/(S_D)/XIII/24-25/01
Name of work : **Deployment of labour for operation of penstock gates along Tolly's Nullah within Br-XIII**. Estimated Cost : **Rs. 3,22,278.88**. Earnest Money: **Rs. 6,500.00**. Period of Completion: **140 Days**. Bid submission start date (online) : **21.06.2024** at **3 p.m.** Last date and time of submission of bid (online): **28.06.2024** at **3 p.m.** Date of opening of technical bid: **29.06.2024** at **3 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **21.06.2024** at **3 p.m.** the website : **https://wbtenders.gov.in**
2. NIT No. : GRBU/BI-05/24-25 (1st call)
Name of work : **Clog cleaning operation with other allied works of pump units for six months at Begore Khal DPS under GRBU**. Estimated Cost : **Rs. 3,05,196.00**. Earnest Money: **Rs. 6,200.00**. Period of Completion: **183 Days**. Last date and time of submission of bid : **02.07.2024** at **1 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **22.06.2024** at **5 p.m.** the website : **https://etender.wb.nic.in**
3. NIT No. : KMC/BELGACHIA/VALVE/03/24-25 (1st call)
Name of work : **Through overhauling & repairing of damaged 2 nos penstock gate in main incoming line at PS-1 & Beerpara DPS with one no bypass penstock gate at Belgachai DPS under MDPS**. Estimated Cost : **Open quotation**. Earnest Money: **Rs. 4,600.00**. Period of Completion: **15 Days**.
4. NIT No. : KMC/PS-2/TRANSFORMER/02/24-25 (1st call)
Name of work : **Through overhauling, repairing and testing of 1 no 100KVA Transformer & 1 no H.T OCB (400A) at PS-2 DPS under MDPS.** Estimated Cost : **Open quotation**. Earnest Money: **Rs. 5,500.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date and time of submission of bid : **28.06.2024** at **5 p.m**. (for sl. no. 3 & 4). The bid forms and other details are available on and from **20.06.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 3 & 4). The website : **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 3 & 4). For corrigendum etc., if any, the same website has to be followed.

The **Director General (Civil), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/104/029/2023-24/R
Name of work : **Desilting of U.G. Drain at Bank Plot, Jheel Road, Sweet Land & surrounding area in Wd. No. 104**. Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 1,75,484.48**. Earnest Money: **Rs. 3,510.00**. Period of Completion: **90 Days**.
2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/104/030/2023-24/R
Name of work : **Deployment of contractual labour for cleaning of drainage at Kalikapur Patwari Para, Vivekananda Sarani, Eastern Park and surrounding area, in Wd. No. 104**. Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 1,71,005.12**. Earnest Money: **Rs. 3,430.00**. Period of Completion: **180 Days**. Last date and time of submission of bid: **29.06.2024** at **12 noon** (for sl. no. 1 & 2). The tender will opened on : **01.07.2024** at **12 noon** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **20.06.2024** at **5 p.m.** from website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

70/24-25

ভ্রমণ

ক্রেডিট কার্ড আপনার ভ্রমণকে সাশ্রয়ী আর সহজ করতে পারে

সব বয়সী মানুষের মধ্যেই ভ্রমণপ্রবণতা বেড়েছে। স্বাভাবিকভাবেই দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো এই মানুষদের মধ্যে ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহারও বেড়েছে। ভ্রমণে ক্রেডিট কার্ডের মূল সুবিধা হলো ঋণসীমা পর্যন্ত খরচ করে পরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো সুদ ছাড়াই ধার শোধ করা যায়। আছে আরও কিছু বাড়তি সুবিধা।

এই সময়ে বিদেশ ভ্রমণ পরিকল্পনায় পর্যাপ্ত ডলার সংগ্রহও একটা বড় মাথাব্যথা। ভিসা ও বিমান টিকিট থাকার পরও ব্যাংক থেকে ডলার পেতে সমস্যায় পড়তে হয়। আবার মানি এক্সচেঞ্জ থেকে ডলার কিনতে গেলে গুনতে হবে বাড়তি টাকা। এসব সমস্যায় ভ্রমণে ক্রেডিট কার্ড হতে পারে ভালো একটা সমাধান। সঙ্গে ক্রেডিট কার্ড থাকলে অতিরিক্ত নগদ ডলারও বহন করতে হয় না। কারণ, চাইলেই অনেক খরচের বিল মুদ্রা বা ডুয়েল কারেন্সি ক্রেডিট কার্ড দিয়েই শোধ করা যায়। আবার ক্রেডিট কার্ডের ডলার রেট খোলা বাজারের দাম থেকে কম থাকে, যে কারণে কার্ডে খরচ করার পর অপেক্ষাকৃত কম রেটেই সেটা পরিশোধ করা যায়। এ ছাড়া ইদানীং কিস্তিতে ভ্রমণ খরচ পরিশোধ করার সুবিধাও দিচ্ছে

অনেক ব্যাংক। এসব ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডের গ্রাহকেরা সুদ ছাড়াই তিন মাস থেকে এক বছরের ইএমআই বা কিস্তিতে বিমানের টিকিটসহ পুরো ভ্রমণ খরচ পরিশোধের সুযোগ পান।

এ তো গেল ক্রেডিট কার্ডের কিছু সাধারণ ভ্রমণ সুবিধা। এর বাইরে বিমান টিকিটে ছাড়, হোটেল বুকিংয়ে ছাড়, ভ্রমণ প্যাকেজে ছাড়সহ বিভিন্ন ব্যাংক নানাভাবে গ্রাহকদের বাড়তি সুবিধা দিয়ে থাকে। ক্রেডিট কার্ডের সবচেয়ে জনপ্রিয় সুবিধাটি হলো বিমানবন্দরে অপেক্ষমাণ সময়ে লাঞ্জ ব্যবহার করতে পারা। লাঞ্জে নির্ভার অপেক্ষা, যত ইচ্ছা খাওয়া, ঘুম এমনকি গোসলেরও ব্যবস্থা থাকে। অনেক ব্যাংক অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের ক্ষেত্রেও সীমিত আকারে লাউঞ্জ সুবিধা দিয়ে থাকে।

ভ্রমণবান্ধব ক্রেডিট কার্ড

ক্রেডিট কার্ড আপনাকে কী সুবিধা দিচ্ছে, তা পুরোপুরি নির্ভর করে আপনার কার্ডের ক্যাটাগরি আর ব্যাংকের ওপর। সব ক্যাটাগরির কার্ড যেমন আপনাকে সব সুবিধা দেবে না, ঠিক তেমনি একই ক্যাটাগরির কার্ডে সব ব্যাংকও আপনাকে সমান সুবিধা নাও দিতে পারে। যেমন একই ব্যাংকের একই ক্যাটাগরির দুটি কার্ড থাকলে একটি কার্ড হয়তো বিমান টিকিটে নিয়মিত ছাড় অফার করে, আরেকটা কার্ড হয়তো নিত্যপণ্য কেনাকাটায় বেশি ছাড় অফার করে। এ জন্য আপনি যদি ভ্রমণকারী হন, তবে ক্রেডিট কার্ড নেওয়ার ক্ষেত্রে দেখেশুনেবুঝে ভ্রমণ অফার বেশি পাওয়া যায়, এমন কার্ড নেওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে ক্রেডিট কার্ড নেওয়ার আগে একটু যাচাই করা বা কোনো অভিজ্ঞ ভ্রমণকারীর পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

কীভাবে নেবেন

দেশে বর্তমানে ৪৩টির মতো ব্যাংক ক্রেডিট কার্ড সেবা দিচ্ছে। প্রায় সবাই ভিসা ও মাস্টারকার্ড ব্র্যান্ডের মাধ্যমে কার্ড সেবা দিচ্ছে। কার্ড সেবাকে অভিনবত্ব দিতে অন্য ব্র্যান্ডের কার্ডও এনেছে কয়েকটি ব্যাংক। আপনি চাকরিজীবী হলে বেতনের অনুপাতে নির্দিষ্ট একটি ক্যাটাগরির ক্রেডিট কার্ড সরবরাহ করবে ব্যাংক। এ ছাড়া ব্যাংকে আপনার জমাকৃত অর্থের বিপরীতেও ক্রেডিট কার্ড নিতে পারেন। ব্যবসায়ীরাও ব্যাংকে তাদের লেনদেনের ওপর ভিত্তি করে ক্রেডিট কার্ড পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। এখন অনেক ব্যাংক কিছু শর্ত পূরণ সাপেক্ষে ফ্রিল্যানসারদেরও ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করে থাকে। তবে ক্রেডিট কার্ডের অন্যতম অসুবিধা হলো ধার করা অর্থ সময়মতো পরিশোধ না করলে গুনতে হয় চড়া সুদ। সময়মতো সে ঋণ শোধ না হলে আইনি ঝামেলাও পোহাতে হতে পারে। তবে হিসাবি হতে পারলে ক্রেডিট কার্ড হতে পারে আপনার ভ্রমণকে সাশ্রয়ী আর সহজ করার দারুণ উপায়।

৪০ দিন বন্ধ মাইছড়া বিদ্যুৎ নিগমের কল অফিস

বিলোনিয়া (ত্রিপুরা), ১৮ জুন ঃ ৪০ দিন ধরে বন্ধ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহকুমাধীন মাইছড়া বিদ্যুৎ নিগমের কল অফিস। দরজায় ঝুলে আছে তালা। হেলদোল নেই দপ্তরের কর্তৃপক্ষের। ক্ষোভে ফুঁসছেন মাইছড়ার গ্রাহকরা। স্থানীয় জনগণ জানিয়েছেন, এই অফিস বন্ধ থাকার কারণে ঠিক ভাবে গ্রামে বিদ্যুৎ পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না। নিগমের আধিকারিকদের এ বিষয়ে জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। ৪০ দিন আগে মাইছড়া বিদ্যুৎ নিগমের কল অফিসের কর্মী লিটন রুদ্রপাল বিদ্যুতের লাইন সারাই করতে গিয়ে বিদুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হওয়ার পর থেকেই মাইছড়া বিদ্যুৎ নিগমের কল অফিসে তালা ঝুলছে। কেউ নেই খোলার মত। মঙ্গলবার স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করে বলেন বর্তমান সময়ে এলাকায় যদি বিদ্যুৎ নিয়ে কোন সমস্যা হয় তাহলে সে লাইন সারাই করার জন্য কোন বিদ্যুৎকর্মী নেই। বিদ্যুৎ পরিষেবা পেতে বিলোনিয়া অফিসের কর্মীদের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। বিদ্যুৎ পরিষেবা বিঘ্নিত হলে কর্মীরা আসলে বিদ্যুৎ পাবে নতুবা মাইছড়াবাসীরা বিদ্যুৎহীন থাকবেন। অতি দ্রুত যাতে মাইছড়া বিদ্যুৎ বিভাগের কল অফিসে বিদ্যুৎ কর্মী দেওয়া হয় এবং অফিসের তালা খোলা হয় সেই দাবী করেছেন এলাকাবাসী।

৭০ শতাংশ এলাকায় নিজেদের দখলে রয়েছে, দাবি করেছে ইসরায়েল

জেরুজালেম, ১৮ জুনঃ ফিলিস্তিনের গাজার সর্বদক্ষিণের রাফার ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ এলাকায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ পোক্ত করার দাবি করেছে ইসরায়েল। প্রায় ৪০ দিন ধরে রাফায় অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। এদিকে গাজায় ইসরায়েলের অব্যাহত হামলায় ২৪ ঘণ্টায় আরও ২৫ জন নিহত হয়েছেন। গত সোমবার ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী বলেছে, বর্তমানে রাফার শাবোরা, ব্রাজিল, তাল আস-সুলতান ও ফিলাডেলফি করিডর এলাকায় 'আভিযানিক নিয়ন্ত্রণ' প্রতিষ্ঠা করেছেন তাদের সেনারা। ইসরায়েল আরও বলেছে, রাফা অভিযানে এখন পর্যন্ত ২২ সেনা নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন তিন শতাধিক সেনা। একই সময়ে প্রায় ৫৫০ জন ফিলিস্তিনি যোদ্ধাকে হত্যারও দাবি করেছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। এদিকে গাজায় ইসরায়েলের অব্যাহত হামলায় ২৪ ঘণ্টায় আরও ২৫ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ কথা জানিয়েছে। এ নিয়ে গত ৭ অক্টোবর থেকে ৩৭ হাজার ৩৭২ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

আহত হয়েছেন ৮৫ হাজার ৪৫২ জন। তবে নিহতের সংখ্যা আরও বেশি বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, হাসপাতালে আসা হতাহত ব্যক্তিদের ভিত্তিতেই হালনাগাদ তথ্য দিয়ে থাকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। কিন্তু ইসরায়েলি হামলায় বিধ্বস্ত ঘরবাড়ি ও স্থাপনার নিচে এখনো প্রায় ১০ হাজার মরদেহ পড়ে আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বেসামরিক লোকজনের ব্যাপক প্রাণহানি সত্ত্বেও গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া প্রস্তাব এখনো সাফল্যের মুখ দেখেনি। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের দেওয়া এই প্রস্তাব জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে পাস হয়েছিল। এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে কিছু সংযুক্তিসহ নিজেদের জবাব দিয়েছে হামাস। তবে ইসরায়েল বলেছে, প্রস্তাবে কোনো ধরনের পরিবর্তন তারা মেনে নেবে না।

হাসপাতালে আগুন লেগে অন্তত ৯ জনের মৃত্যু

তেহেরান, ১৮ জুনঃ ইরানের উত্তরাঞ্চলীয় শহর রাশতে একটি হাসপাতালে আগুন লেগে অন্তত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে ঘায়েম হাসপাতালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। কীভাবে আগুন লেগেছে তা জানতে তদন্ত দল গঠন করা হয়েছে। দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন কেন্দ্র ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান ব্রডকাস্টিং (আইআরআইবি) এ তথ্য জানায়।রাশতে গিলান ইউনিভার্সিটি অব মেডিকেল সায়েন্সেসের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ তাঘি আসোবি রাষ্ট্রীয় টিভি চ্যানেলকে বলেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে আগুনে নয়জনের মৃত্যু হয়েছে। মারা যাওয়া রোগীদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট)। বিভিন্ন খবরে বলা হয়, হাসপাতালটি ২৫০ শয্যার। অগ্নিকাণ্ডের সময় এখানে ১৪২ জন ছিলেন।গত বছরের নভেম্বরে গিলান প্রদেশের ল্যাঙ্গারুদ শহরের একটি মাদক পুনর্বাসন কেন্দ্রে বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল।

এতে ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছিল। আর ২০২০ সালে তেহরানের উত্তরাঞ্চলে একটি ক্লিনিকে গ্যাস ক্যানিস্টার লিক হয়ে বড় ধরনের বিস্ফোরণ ঘটে। এতে ১৯জন নিহত হয়।

বিভিন্ন দপ্তরে ৪৬৯টি পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত

আগরতলা, ১৮ জুন ঃ ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ৪৬৯টি পদে লোক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১৩ ও ১৫ জুন রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মঙ্গলবার সচিবালয়ের সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এ খবর জানিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্যমন্ত্রী আরও জানান, মন্ত্রিসভার বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শে নিশ্চিন্তপুর রেলওয়ে স্টেশন, সাব্রুম আইসিপি ও আগরতলা এমবিবি এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশন চালু করার সুবিধার্থে রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত ৬৭ জন পুলিশ অফিসারকে পুনর্নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রিসভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের কথা জানিয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ৪৬৯টি পদের মধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দপ্তরে ২২৬ জন, জেনারেল ডিউটি মেডিক্যাল অফিসার (গ্রেড-৪), ১৬টি সুপার স্পেশালিটি মেডিক্যাল অফিসার (গ্রেড-৩), ১৭২ জন স্পেশালিস্ট মেডিক্যাল অফিসার (গ্রেড-৪) এবং অগ্নিনির্বাপক ও জরুরি পরিষেবা দপ্তরের অধীনে ৪৯ জন সাব-অফিসার (গ্রুপ-সি) পদে লোক নিয়োগ করা হবে। এই সবগুলি পদে লোক নিয়োগ প্রক্রিয়া টিপিএসসির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। এছাড়াও খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের অধীনে ৬ জন ফুড সাব-ইন্সপেক্টর (গ্রুপ-সি) পদে লোক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

উত্তর মধ্য রেলওয়ের এলাহাবাদ বিভাগের প্রয়াগরাজ স্টেশন গুলি নিম্নরূপ ডাইভার্ট করা হবে

গোরখপুর ১৮ জুন ঃ রেলওয়ে প্রশাসন দ্বারা যাত্রী সুবিধার আপগ্রেডেশন এবং অপারেশনাল সহজতার জন্য, উত্তর মধ্য রেলওয়ের এলাহাবাদ বিভাগের প্রয়াগরাজ স্টেশন গুলি নিম্নরূপ ডাইভার্ট করা হবে। রুট পরিবর্তন- ভ্ড- ১৫৫৫৯ দারভাঙ্গা থেকে ২৪ জুলাই, ২০২৪ পর্যন্ত দারভাঙ্গা-আমেদাবাদ সাপ্তাহিক এক্সপ্রেসটি নির্ধারিত রুটের পরিবর্তে বারাণসী-প্রয়াগরাজ রামবাগ-প্রয়াগরাজ জং-মানিকপুরের পরিবর্তে পরিবর্তিত রুট জৌনপুর-বারানসী-প্রয়াগরাজ ছিভকি-মানিকপুর দিয়ে চালানো হচ্ছে। রুট পরিবর্তনের ফলে, এই ট্রেনটি বেনারস, জ্ঞানপুর রোড, প্রয়াগরাজ রামবাগ এবং প্রয়াগরাজ জং-এ থামবে। স্টেশনে থামে না পরিবর্তে, এই ট্রেনটি প্রয়াগরাজ ছিভকি স্টেশনে পৌঁছায় ০৭.১৮ এ এবং ছেড়ে যায় ০৭.২০ এন্ড- ১৫৫৬০ আহমেদাবাদ-দারভাঙ্গা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস আহমেদাবাদ থেকে ১৯ জুলাই, ২০২৪ পর্যন্ত চলমান নির্ধারিত রুটের পরিবর্তে মানিকপুর-প্রয়াগরাজ ছিভকি-বারাণসী-জৌনপুর পরিবর্তিত রুটের মাধ্যমে চালানো হচ্ছে। রুট পরিবর্তনের ফলে, এই ট্রেনটি প্রয়াগরাজ জং., প্রয়াগরাজ রামবাগ, জ্ঞানপুর রোড এবং বেনারস স্টেশনে থামে না । পরিবর্তে, এই ট্রেনটি প্রয়াগরাজ ছিভকি স্টেশনে ২০.০০ টায় পৌঁছায়। এবং ২০.০২ টায় ছেড়ে যায় ভ্ড- ১৫২৬৭ রাক্সৌল-লোকমান্য তিলক টার্মিনাস সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ২০ জুলাই। ২০২৪ পর্যন্ত রাক্সৌল থেকে চলমান নির্ধারিত রুটের পরিবর্তে জৌনপুর-বারানসী-প্রয়াগরাজ ছিভকি-মানিকপুর পরিবর্তিত রুট দিয়ে চালানো হচ্ছে। বারাণসী-প্রয়াগরাজ রামবাগ-প্রয়াগরাজপুর জন রুট পরিবর্তনের ফলে, এই ট্রেনটি জ্ঞানপুর রোড, হান্ডিয়া খাস এবং প্রয়াগরাজ জংশনে থামবে। স্টেশনে থামে না পরিবর্তে, এই ট্রেনটি প্রয়াগরাজ ছিভকি স্টেশনে পৌঁছায় ০৭.১৮ এ এবং ছেড়ে যায় ০৭.২০ এন্ড- ১৫২৬৮ লোকমান্য তিলক টার্মিনাস-রাক্সৌল সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস লোকমান্য তিলক টার্মিনাস থেকে ২২ জুলাই, ২০২৪ পর্যন্ত চলমান। নির্ধারিত রুটের পরিবর্তে মানিকপুর-প্রয়াগরাজ জং.-প্রয়াগরাজ রামবাগ-বারাণসী, পরিবর্তিত রুটটি মানিকপুর-প্রয়াগরাজ-বিভিষিকা-চিকিরণ-চিকিসা হয়ে চলছে। জৌনপুর ডাইভারশনের ফলে, এই ট্রেনটি প্রয়াগরাজ জং, হান্ডিয়া খাস এবং জ্ঞানপুর রোড স্টেশনে থামে। না পরিবর্তে, এই ট্রেনটি ১৬.০০ টায় প্রয়াগরাজ ছিভকি স্টেশনে পৌঁছায়। এবং ১৬.০২ টায় ছেড়ে যায়ন্ড- ১১০৩৭ পুনে-গোরখপুর সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ২৫ জুলাই, ২০২৪ পর্যন্ত পুনে থেকে চলমান নির্ধারিত রুটের পরিবর্তে মানিকপুর-প্রয়াগরাজ ছিভকি-বারানসী-জৌনপুর পরিবর্তিত রুটের মাধ্যমে চালানো হচ্ছে। মানিকপুর-প্রয়াগরাজ জং-- প্রয়াগরাজ রামবাগ-বারানসী ডাইভারশনের কারণে এই ট্রেনটি প্রয়াগরাজ জং স্টেশনে থামে না। পরিবর্তে, এই ট্রেনটি ১৫.৫০ টায় প্রয়াগরাজ ছিভকি স্টেশনে পৌঁছায়। এবং ১৫.৫২ টায় ছেড়ে যায়ন্ড- ১১০৩৮ গোরখপুর থেকে ২০ জুলাই, ২০২৪ পর্যন্ত গোরখপুর-পুনে সাপ্তাহিক এক্সপ্রেসটি নির্ধারিত রুটের পরিবর্তে বারাণসী-প্রয়াগরাজ রামবাগ-প্রয়াগরাজ জং-মানিকপুরের পরিবর্তে পরিবর্তিত রুট জৌনপুর-বারানসী-প্রয়াগরাজ ছিভকি-মানিকপুর দিয়ে চালানো হচ্ছে। রুট পরিবর্তনের ফলে এই ট্রেনটি প্রয়াগরাজ জং এ পৌঁছেছে স্টেশনে থামে না। পরিবর্তে, এই ট্রেনটি ০১.০০ এ প্রয়াগরাজ ছিভকি স্টেশনে পৌঁছায়। এবং ০১.০২ এ ছেড়ে যায়ন্ড- ১১০৩৩ পুনে থেকে ২৪ জুলাই, ২০২৪ পর্যন্ত পুনে-দারভাঙ্গা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেসটি পরিবর্তিত রুট মানিকপুর-প্রয়াগরাজ ছিভকি-বারানসী-জৌনপুরের পরিবর্তে নির্ধারিত রুট মানিকপুর-প্রয়াগরাজ জং-প্রয়াগরাজ রামবাগ-বারানসীর পরিবর্তে চালানো হচ্ছে। রুট পরিবর্তনের ফলে, এই ট্রেনটি প্রয়াগরাজ জং., জ্ঞানপুর রোড, বেনারস স্টেশনে থামে না। পরিবর্তে, এই ট্রেনটি ১৫.৫০ টায় প্রয়াগরাজ ছিভকি স্টেশনে পৌঁছায় এবং ১৫.৫২ টায় ছেড়ে যায়। ভ্ড- ১১০৩৪ দারভাঙ্গা থেকে ১৯ জুলাই, ২০২৪ পর্যন্ত দারভাঙ্গা-পুনে সাপ্তাহিক এক্সপ্রেসটি নির্ধারিত রুটের পরিবর্তে বারাণসী-প্রয়াগরাজ রামবাগ-প্রয়াগরাজ জং-মানিকপুরের পরিবর্তে পরিবর্তিত রুট জৌনপুর-বারানসী-প্রয়াগরাজ ছিভকি-মানিকপুর দিয়ে চালানো হচ্ছে। রুট পরিবর্তনের ফলে, এই ট্রেনটি বেনারস, জ্ঞানপুর রোড, প্রয়াগরাজ জং-এ থামবে। স্টেশনে থামে না পরিবর্তে, এই ট্রেনটি প্রয়াগরাজ ছিভকি স্টেশনে পৌঁছায় ০৭.১৮ এ। এবং ছেড়ে যায় ০৭.২০ এ। ভ্ড- ০৭৬৫১ জালনা থেকে ২৪ জুলাই, ২০২৪ পর্যন্ত জালনা-ছাপড়া সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনটি পরিবর্তিত রুট মানিকপুর-প্রয়াগরাজ ছিভকি-বারানসী-জৌনপুরের পরিবর্তে নির্ধারিত রুট মানিকপুর-প্রয়াগরাজ জং-প্রয়াগরাজ রামবাগ-বারানসীর পরিবর্তে চালানো হচ্ছে। রুট পরিবর্তনের ফলে, এই ট্রেনটি প্রয়াগরাজ জং., জ্ঞানপুর রোড, বেনারস স্টেশনে থামে না পরিবর্তে, এই ট্রেনটি ২১.৪৫ ঘণ্টায় প্রয়াগরাজ ছিভকি স্টেশনে পৌঁছায় এবং ২১.৪৭ ঘণ্টায় ছেড়ে যায়। ভ্ড- ০৭৬৫২ চাপড়া-জালনা সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনটি চাপরা থেকে ১৯ জুলাই, ২০২৪ পর্যন্ত চলমান, নির্ধারিত রুটের পরিবর্তে বারাণসী-প্রয়াগরাজ রামবাগ-প্রয়াগরাজ জং-মানিকপুরের পরিবর্তে পরিবর্তিত রুট জৌনপুর-বারানসী-প্রয়াগরাজ ছিভকি-মানিকপুর দিয়ে চালানো হচ্ছে। রুট পরিবর্তনের ফলে, এই ট্রেনটি বেনারস, জ্ঞানপুর রোড, প্রয়াগরাজ জং-এ থামবে স্টেশনে থামে না । পরিবর্তে, এই ট্রেনটি প্রয়াগরাজ ছিভকি স্টেশনে পৌঁছায় ০৫.২৮ এ এবং ছেড়ে যায় ০৫.২৬ এ।

ধরনা সিপিএমের

আগরতলা, ১৮ জুন ঃ লোকসভা নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের প্রতিবাদে মঙ্গলবার আগরতলায় পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সামনে ধরনা আন্দোলন সংগঠিত করেছে সিপিএম পশ্চিম জেলা কমিটি। দলের তরফে দাবি জানানো হয়েছে, অবিলম্বে সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করতে হবা। সিপিএমের নেতারা অভিযোগ করেন, লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর থেকে জিরানিয়া, আমতলী, শিবনগর সহ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন স্থানে আক্রমণের ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে। এই ঘটনার সাথে জড়িত অভিযুক্তদের বিচারের দাবিতে মঙ্গলবার দুপুর ১২টা নাগাদ রাজ্য পুলিশের সদর কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভে শামিল হন সিপিআইএমএর কর্মী সমর্থকরা।

Name Change

I SAMBHU CHARON GHOSH, S/O TARAPADA GHOSH, R/O VILL JAYNAGAR, PO SHYAMNAGAR, PS POLERHAT, KOLKATA - 700135, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAMBHUCHARAN GHOSH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/06/2024, THAT SAMBHUCHARAN GHOSH AND SAMBHU CHARON GHOSH, ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SONILA GHOSH, D/O NIRMAL GHOSH, R/O VILL JAYNAGAR, PO SHYAMNAGAR, PS POLERHAT, KOLKATA -700135, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SONALI GHOSH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/06/2024, THAT SONALI GHOSH AND SONILA GHOSH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I IBRAN KHAN, S/O MD KASIM KHAN, R/O 6/H/3, CHAMRU KHAN SAMA LANE, PO CIRCUS AVENUE, PS KARAYA, KOLKATA - 700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD IBRAN KHAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/06/2024, THAT MD IBRAN KHAN AND IBRAN KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I RAMESHWAR SONI, S/O TARACHAND SONI, R/O 1, BHAJAN LAL LOHIA LANE, 4TH FLOOR, PS GOLABARI, HOWRAH -711101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAMESHWAR LAL SONI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/06/2024, THAT RAMESHWAR SONI AND RAMESHWAR LAL SONI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন

আমি প্রণয় বিশ্বাস, পিতা- মৃত প্রহ্লাদ বিশ্বাস। আমার ঠিকানা - গ্রাম ও পোঃ - মাঝেরচর, ওয়ার্ড- 7, থানা - কল্যাণী, জেলা- নদীয়া, 741251.আমার আধার কার্ড নং- 547489742872, ভোটার কার্ড নং - CRZ3280674, প্যান - AMHPB0022C, পাসপোর্ট নং - T1046094. ছেলের শিক্ষা সংক্রান্ত অ্যাডমিট কার্ড, শংসাপত্র, ও মার্ক শিটে ভুলবশতঃ আমার নাম প্রণয় বিশ্বাস (PRONAY BISWAS) লেখা হয় । কল্যাণী ACJM-2 আদালতে 15 ই জুন 2024 এর এফিডেভিট বলে, আমি ঘোষণা করছি যে, PRANAY BISWAS ও PRONAY BISWAS একই ব্যক্তি ।

Name Change

I RAMESHWAR SONI, S/O TARACHAND SONI, R/O 1, BHAJAN LAL LOHIA LANE, 4TH FLOOR, PS GOLABARI, HOWRAH -711101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAMESHWAR LAL SONI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/06/2024, THAT RAMESHWAR SONI AND RAMESHWAR LAL SONI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SAHANA KHATOON GAZI, W/O ABDUS SOBUR GAZI, R/O SEJOTI APARTMENT, 23/701, BAGUIATI DESHBANDHU NAGAR,PO-DESHBANDHU NAGAR,PS-BAGUIATI, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700059, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAHANA BIBI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/06/2024, THAT SAHANA BIBI AND SAHANA KHATOON GAZI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন

আমি Indrani Bhattacharjee (পুরাতন নাম) পিতা A B Bhattacharjee ও স্বামী Debashish Chakrabarty ঠিকানা Flat No.- 1B C, Block-11, Sunny Seasons, Kamalgazi, Rajpur, Sonarpur (M), 24 Pgs (S), Pin-700103, কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 18-06-2024 এর Affidavit no. 13/2024 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Indrani B. Chakrabarty (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Indrani B. Chakrabarty (নতুন নাম) ও Indrani Bhattacharjee (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

Name Change

I SONILA GHOSH, D/O NIRMAL GHOSH, R/O VILL JAYNAGAR, PO SHYAMNAGAR, PS POLERHAT, KOLKATA -700135, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SONALI GHOSH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/06/2024, THAT SONALI GHOSH AND SONILA GHOSH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Biswarup Bhattacharjee (old name) S/O Tapan Kumar Bhattacharya, residing at 127/13, Mahendra Bhattacharya Road, Near Natun Rasta, Kolabagan, Howrah, Pin- 711104, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Biswarup Bhattacharya (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 18/06/2024. Biswarup Bhattacharya (new name) and Biswarup Bhattacharjee (old name) both are same identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Rajeev Kumar Singh (পুরাতন নাম) পিতা Bhagvat Singh Gola ঠিকানা Ward No. 11, Bangali Colony Sitarganj, Udham Singh Nagar Uttarakhand-262405 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 18-06-2024 এর Affidavit no.14/2024 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rajeev Kumar Singh Gola (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rajeev Kumar Singh Gola (নতুন নাম) ও Rajeev Kumar Singh (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

Name Change

I SAMBHU CHARON GHOSH, S/O TARAPADA GHOSH, R/O VILL JAYNAGAR, PO SHYAMNAGAR, PS POLERHAT, KOLKATA -700135, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAMBHUCHARAN GHOSH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/06/2024, THAT SAMBHUCHARAN GHOSH AND SAMBHU CHARON GHOSH, ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Khagen Chandra Biswas (old name) S/O Radhacharan Biswas, residing at Bangchatra Road, Guriahati, Cooch Behar, Pin- 736101, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Khagendra Nath Biswas (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 18/06/2024. Khagendra Nath Biswas (new name) and Khagen Chandra Biswas (old name) both are same identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, Indu Bhansali (পুরাতন নাম) স্বামী Mahabir Prasad Bhansali , ঠিকানা- 15, Chintamani Dey Road, Howrah, Pin- 711101, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 18.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Indra Bhansali (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Indra Bhansali (নতুন নাম) এবং Indu Bhansali (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I IBRAN KHAN, S/O MD KASIM KHAN, R/O 6/H/3, CHAMRU KHAN SAMA LANE, PO CIRCUS AVENUE, PS KARAYA, KOLKATA - 700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD IBRAN KHAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/06/2024, THAT MD IBRAN KHAN AND IBRAN KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Nirmal Kumar Nath (old name) S/O Sushil Nath, residing at Duttapara, P.O. & P.S.- Bongaon, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743235, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Nirmal Nath (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 18/06/2024. Nirmal Nath (new name) and Nirmal Kumar Nath (old name) both are same identical person.

Name Change

I am Pramath Gain, S/O. Rajendranath Gain (55) of Taltala word 5, P.O.& P.S. Kalyani, Dt. Nadia. By mistake, my name was wrongly recorded as Pranath Gain in my passport. My Aadhaar (No.592439462675) & other documents bear my correct name, i-e, Pramath Gain. By affidavit at Kalyani ACJM Court on June 12, 2024, the mistake was corrected. Pramatha Gain & Pranath Gain is the same and identical person, i-e, myself.

Name Change

I, Jiyarul Rahaman S/o. Sk Akhash Mandal R/o. Vill. + P.O.- Mandra, P.S.- Dhaniakhali, Dist.- Hooghly, Pin-712301 shall henceforth be known as Sk Jiyarul Mandal. I declare that Sk Jiyarul Mandal and Jiyarul Rahaman is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 14-06-2024.

Name Change

I RAJENDRA PARAKH, S/O ROOP CHAND PARAKH, R/O 15,TH FLOOR, FLAT NO 15B, 30, BONDEL ROAD, KOLKATA -700019, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAJENDRA KUMAR PARAKH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/06/2024, THAT RAJENDRA KUMAR PARAKH AND RAJENDRA PARAKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I RANJIT MUKHERJEE, S/O RADHA RAMAN MUKHERJEE, R/O GOURANGA PARA, PO-KATWA, BARDDHAMAN, PIN-713130, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RANJIT KUMAR MUKHERJEE, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 13/06/2024, THAT RANJIT MUKHERJEE AND RANJIT KUMAR MUKHERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Mamata Choudhury W/o. Swapan Kumar Choudhury R/o. B-15/29, Kalyani, P.O. + P.S. – Kalyani, Dist.- Nadia, Pin-741235 shall henceforth be known as Mamata Choudhury Dey. I declare that Mamata Choudhury Dey and Mamata Choudhury is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 18-06-2024.

Name Change

I DEEPA DIPAKKUMAR KAR (OLD NAME), WIFE OF DIPAK KUMAR KAR, RESIDING AT HIG IIA 2/4 PHASE II,1050/2 SURVEY PARK, PO-SANTOSHPUR, PS-SURVEY PARK, KOLKATA - 700075, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEEPA KAR (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/06/2024.THAT DEEPA DIPAKKUMAR AND DEEPA KAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Debasish Mondal, son of Shambhu Nath Mondal,residing at 180 Kanta pukur road,Lakshmipur math,Ps-Bardhman, Purba Bardhman - 713101,West Bengal.shall henceforth be known as Debasis Mondal vide an affidavit sworn before the notary public at kolkata on 13/06/2024.That Debasish Mondal and Debasis Mondal both are the same and one identical person.

Name Change

I, Devindar Kaur (Old Name) W/o Nasib Singh Residing at 6, Ishan mondal Garden Road, Behala, 24 Pgs. (S), Kolkata-700038, W.B. shall henceforth be known as Davinder Kaur (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 18-06-2024. Devindar Kaur (Old Name) and Davinder Kaur (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I ASHUTOSH KUMAR SINGH, S/O LAKHAN DEO SINGH, R/O 25/2, AMAR NATH ROAD, UTTAR PARA, CHANDAN NAGAR, PIN-712258, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHUTOSH SINGH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/06/2024, THAT ASHUTOSH KUMAR SINGH AND ASHUTOSH SINGH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, PRONOTI SARKAR DATTA,WIFE OF RAJARSHI DATTA, RESIDING AT SPECTRUM BLISS,FLAT-4A,4TH- FLOOR,328 MOTILAL, GUPTA ROAD,SAKHER BAZAR, KOLKATA, PIN- 700008,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRONOTI SARKAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT ALIPORE COURT ON 10/06/2024.THAT PRONOTI SARKAR DATTA AND PRONOTI SARKAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Manglesh Kumar Nahata S/o. Late Suraj Mal Nahat R/o. RB-26, D Gour Bhaban, Kolkata-700059, W.B. that my actual and correct name is Manglesh Kumar Nahata Aadhar card No: 2408 3796 1437 and Passport No: S6563076 but in my Driving License No. WB-2519890118188 my name is recorded as Monglesh Kr Nahata. I declare that Manglesh Kumar Nahata and Monglesh Kr Nahata is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Metropolitan Magistrate at Bankshall at Kolkata on 06-06-2024.

Name Change

I, RUPRADHA MOOKHERJEE, DAUGHTER OF JYOTI PRASAD GHOSH, RESIDING AT 116, MEGHNAD SAHA SARANI, SARAT BOSE ROAD,ANANDA APARTMENTS, FLAT NO-11B,KOLKATA-700029,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RUPRADHA GHOSH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 14/06/2024.THAT RUPRADHA MOOKHERJEE AND RUPRADHA GHOSH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, ASGAR DAHODWALA, SON OF ABDEALI DAHODWALA, RESIDING AT 52/B SHAKESPEARE SARANI,10TH FLOOR, KOLKATA -700017,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASGAR ALI DAHODWALA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/06/2024.THAT ASGAR DAHODWALA AND ASGAR ALI DAHODWALA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SHARMILA CHAUDHURI, D/O LATE ARUN KUMAR CHAUDHURI, R/O 17A, CENTRAL ROAD, FLAT 3B, JADAVPUR, KOLKATA -700032, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHARMILA CHOWDHURI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/06/2024, THAT SHARMILA CHAUDHURI AND SHARMILA CHOWDHURI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I DEBDAS RAY, S/O LATE CHITTARANJAN ROY, R/O VILL MALIPOTA, PO JAGADISHPUR, PS BAGDAH, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-743251, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBDAS ROY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE COURT LD A.C.J.M. 1ST CLASS AT BONGAON, NORTH 24 PARGANAS ON 24/05/2024, THAT DEBDAS ROY AND DEBDAS RAY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SK NOOR ISLAM, S/O SK NOZRUL ISLAM, R/O CHHOTA MAHARA, PO AMTA, PS AMTA, DIST HOWRAH, PIN-711401, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK NUR ISLAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/06/2024, THAT SK NUR ISLAM AND SK NOOR ISLAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SACHINDRA SARKAR, S/O LATE KEDARNATH SARKAR, R/O B 11/230, KALYANI , NADIA, PIN-712135, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SACHINDRA NATH SARKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/06/2024, THAT SACHINDRA SARKAR AND SACHINDRA NATH SARKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, PRADIP NANDI, SON OF LATE DINESH NANDY, RESIDING AT 2/129, BIJOYGARH, PO & PS-JADAVPUR, KOLKATA, WEST BENGAL, PIN-700032,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRODIP KUMAR NANDI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19.06.2024.THAT PRADIP NANDI AND PRODIP KUMAR NANDI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

দুর্ঘটনার পর অপ লাইনে শুরু হল রেল চলাচল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৮ জুন ঃ রবিবার সকালে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস এবং মালগাড়ির মধ্যে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনায় কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের পেছনদিকে তিনটি কামরা একদম ডুমড়ে মুছে যায়। একটি কামরা মাল গাড়ির ইঞ্জিনের উপরে উঠে যায়। দুর্ঘটনার ভয়াবহতা এতটাই ছিল যে ইতিমধ্যে এই ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রায় ৫০ জনের বেশি এই ঘটনায় আহত রয়েছে যাদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এবং ফাঁসি দেওয়া হাসপাতালে চিকিৎসা করা হচ্ছে।। ইতিমধ্যেই রেলমন্ত্রী তিনি নিজে ঘটনার তলে এসে দুর্ঘটনার কারণ জানার চেষ্টা করেছেন এবং তিনি নির্দেশ দিয়েছেন দ্রুততার সাথে ঘটনার তদন্ত করার। পরবর্তীতে মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আসেন এবং যারা আহত রয়েছে তাদের সাথে দেখা করেন। এরপর একে একে রাজ্যপাল এবং বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার তিনিও উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আসেন এবং আহতদের সাথে কথা বলেন পাশাপাশি ডাক্তারদের সাথেও তারা কথা বলেছেন যাতে দ্রুততার সাথে তাদের চিকিৎসা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।। সোমবার সকাল থেকেই আপ লাইনে রেল চলাচল শুরু হয়েছে। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে হাওড়া গামী শতাব্দী এক্সপ্রেস তার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হযেছে এছাড়াও বেশ কয়েকটি মালগাড়ি ও আপলাইন দিয়ে চলাচল করেছে। চিপ সেফটি কমিশনার জেঙ্ক কুমার গর্গের তত্ত্বাবধানে এই তদন্ত চলছে বলে জানা গিয়েছে। রেল সূত্রে জানা যাচ্ছে রবিবার রাতেই ঘটনাস্থলে রেলের সেফটি কমিশনের বেশ কিছু আধিকারিক এসে পৌঁছো। মূলত কি কারনে এই দুর্ঘটনা তা নিয়ে প্রাথমিক তদন্ত ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। মূলত জানা যাচ্ছে রবিবার সকাল ৫ঃ৫০ মিনিট থেকে রেলের অটোমেটিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা কাজ করছিল না। সেই কারণে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস এবং মালগাড়িকে লোকো পাইলটকে স্তক ৯১২ ফরম দেওয়া হয়েছিল। যেমনটা জানা যাচ্ছে নিযম মেনেই কাঞ্চনজঙ্গা এক্সপ্রেস এর লোকো পাইলট রেলকে আগেই নিযে. যাচ্ছিল। কিন্তু রেল সূত্রে যা জানা যাচ্ছে মাল গাড়ির লোকো পাইলট অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি নিয়ে আসে কাঞ্চনজঙ্ঘার পেছনে সজরে ধাক্কা মারে, যার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলেই প্রাথমিক সূত্রে জানাচ্ছে রেল কর্তৃপক্ষ। ঘটনার বিষয় আরো বেশিরভাগ তথ্য উঠে এসেছে যেমনটা জানা যাচ্ছে এনজিপি থেকে মালগাড়ি আগে বেরিয়ে এসেছিল পরবর্তীতে পেছন থেকে আসে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস কিন্তু রাঙ্গাপানি স্টেশনে মাল গাড়িকে লুপ লাইনে দিয়ে দেওয়া হয় সেই সময় মেন লাইন দিয়ে কাঞ্চনজঙ্গা এক্সপ্রেস কে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। কাঞ্চনজঙ্গা এক্সপ্রেস রাঙ্গাপানি স্টেশন ছাড়ার প্রায.আধাঘন্টা পর সেখান থেকে মালগাড়ি ছাড়ে বলে জানা গিয়েছে মালগাড়িতে থাকা কর্মরত গার্ডের মারফত। এরপরই রাঙ্গাপানি থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে।

স্কুলে এসেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হলো ষষ্ঠ শ্রেণীর এক ছাত্রীর

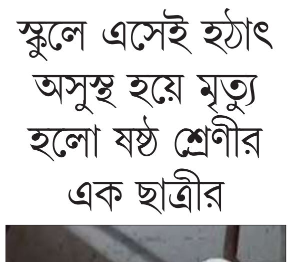

১৮ জুন ঃ মৃত ছাত্রীর নাম পাপিয়া দে (১১) বাড়ি গুড়গুড়িপাল থানার মুড়াকাটা গ্রামে। পরিবার সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার বাড়ি থেকে সাইকেলে করে নয়াগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের আসে পাপিয়া। বিদ্যালয়ে প্রার্থনার পর ক্লাসে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থতা বোধ করে এরপর ক্লাস রুমেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় ঐ ছাত্রী। তড়িঘড়ি বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা পরিবার পরিজনদের খবর দেন। ছাত্রীকে উদ্ধার করে প্রথমে বাড়ির সামনে একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকে মেদিনীপুর মেডিক্যালে পাঠানো হয়। মেদিনীপুর মেডিক্যালে আনা হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষনা করে ঐ ছাত্রীকে। পরিবার সূত্রে জানা যায়, ঐ ছাত্রীর কোনরকম রোগ ছিলনা। তবে প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ষষ্ঠ শ্রেণীর ঐ ছাত্রীর।

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে পরিস্থিতি, ফাঁসিদেওয়া থেকে ট্রেন পরিষেবা শুরু

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৮ জুন ঃ আতঙ্ক এখনও পুরোপুরি কাটেনি, সেই আতঙ্কের আবহেই ধীরে ধীরে ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক হচ্ছে দার্জিলিং জেলার ফাঁসিদেওয়া এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে ফাঁসিদেওয়া এলাকা থেকে ট্রেন পরিষেবা আবারও চালু হযেছে। তবে, সোমবারের কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার কারণে এদিন বেশ কিছু ট্রেন বাতিল ও কিছু ট্রেনের যাত্রাপথ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডিআরএম কাটিহার, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সুরেন্দ্র কুমার বলেছেন, রাত থেকে পুনরুদ্ধারের কাজ চলছে। গতকাল এনজেপি (নিউ জলপাইগুড়ি জংশন)'র দিকে আপলাইনে একটি ইঞ্জিনের ট্রায়াল করা হয়েছিল। ডিআরএম এর বক্তব্যের কিছু পরই মঙ্গলবার সকালেই ফাঁসিদেওয়া এলাকা থেকে ট্রেন পরিষেবা আবারও চালু হয়েছে।

প্রবল বৃষ্টিধসে বিপর্যস্ত সিকিম, একাধিক রাস্তা অবরুদ্ধ, ব্যাহত যান চলাচল

দুরন্ত বার্তা, গ্যাংটক, ১৮ জুন ঃ প্রবল বৃষ্টি ও ধসে বিপর্যস্ত সিকিম। সেখানে আটকে পড়েছেন পর্যটকরা। দুর্যোগের কথা মাথায় রেখে বেশকিছু নির্দেশিকা জারি করেছে সিকিম প্রশাসন। মঙ্গলবার সকাল থেকে পশ্চিম সিকিমের সিংসোর ব্রিজে যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, রাকদুং-তিনটেক হয়ে মংগন থেকে গ্যাংটক যাওয়ার পথ নামোক খোলার কাছে অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে। ফোডং রোড হয়ে মংগন থেকে গ্যাংটক যাওয়ার রাস্তা শুধুমাত্র হালকা যানবাহনের জন্য খোলা রয়েছে। টুং নাগা রুট হয়ে মংগন থেকে চুংথাংয়ের পথ একাধিক স্থানে অবরুদ্ধ। থেং টানেল, লাংথে খোলা এবং রাফং খোলাতে বড় ভূমিধস নেমেছে। সাংকালং রোড হয়ে মংগন থেকে চুংথাং সড়ক একাধিক জাযগায .অবরুদ্ধ। সেখানে সাংকালং ব্রিজ ধসে পড়েছে। লাচেন থেকে চুংথাং রাস্তা মুন্সিথাংয়ে অবরুদ্ধ। লাচেন থেকে থাংগু রুটে জিমা ১ এ সড়ক অবরুদ্ধ। তবে থাংগু-গুরুডংমা, চুংথাং-লাচুং, লাচুংজিরো পয়েন্ট রাস্তা খোলা আছে। মংগন থেকে ডিকচু রোড নামোক খোলায় অবরুদ্ধ। সমস্ত পথে যান চলাচল দ্রুত স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে। ধসপ্রবণ এলাকাগুলি এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সকলকে।

নিটইউজি ইস্যুতে কেন্দ্র ও এনটিএ-কে নোটিশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন ঃ নিটইউজি ২০২৪ পরীক্ষা ইস্যুতে কেন্দ্র ও ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)'কে নোটিশ পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি কেন্দ্র ও এনটিএর কাছে জবাবও চেয়েছে শীর্ষ আদালত। নিটইউজি ২০২৪ পরীক্ষা পরিচালনায় প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং অসদাচরণের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টে জমা পড়েছে বহু আবেদন। সেই আবেদনগুলির ভিত্তিতে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হয়। আর সেই শুনানি চলাকালীন ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি বা এনটিএ এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে নোটিশ জারি করেছে শীর্ষ আদালত। শীর্ষ আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে, এই ক্ষেত্রে সামান্য গাফিলতিও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মোকাবিলা করা দরকার। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, যদি কারও তরফে ০.০০১ শতাংশ গাফিলতি থেকে থাকে, তাহলে তা গভীর ভাবে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

জৈব সার ব্যবহারেই লিচুতে সাফল্য, লিচু বিদেশে পাড়ি দেওয়ায় খুশি চাষিরা।

১৮ জুন ঃ গরমের মরশুমে আম, জাম, লিচুতে ভরে গিয়েছে বাজার। ফল ব্যবসায়ীরা সারা বছর এই সময়ের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। নদিয়ার কৃষি প্রধান অঞ্চলগুলির ফল চাষিদের অনেকাংশ নির্ভর করেন এই গ্রীষ্মকালীন লাভজনক ফলের চাষের উপর। নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের মাজদিয়ার লিচুর সুনাম রয়েছে। প্রত্যেক বছরই পাড়ি দেয় দেশের বিভিন্ন কোণে। এবার সেই লিচু দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে পাড়ি দিচ্ছে ইজরায়েলে। এছাড়াও দিল্লি, অসম, মুম্বইয়ে যাচ্ছে এই লিচু। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত কৃষ্ণগঞ্জের মাজদিয়া অঞ্চলের আম ও লিচু বিখ্যাত। এবার আমকে টেক্কা দিচ্ছে লিচু। মাজদিয়া অঞ্চলের বেশিরভাগ লিচু চাষে ব্যবহার করা হয়েছে জৈব সার। তার জেরেই মাজদিয়ার অঞ্চলে ইজরায়েলের একটি সংস্থা লিচু কেনার আগ্রহ প্রকাশ করে। দর দামের পর ঠিক হয় বাংলার লিচু পাড়ি দেবে মধ্য এশিয়ার দেশে। তবে চোখের দেখায় সব কিছু ঠিক হয়নি। সত্যিই জৈবসার ব্যবহার করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষার পরই চুক্তি ঠিক হয়। লিচু চাষিরা মনে করছেন, যেহেতু কীটনাশক ব্যবহার না করে চাষ করা হযেছে তাই ইজরায়েলের বাজার কাঁপাবে বাংলার লিচু। তাঁদের আরও দাবি, লিচু বিদেশে পাড়ি দেওয়ার ফলে তাঁরা যেমন লাভের মুখ দেখবেন, তেমনই আগামী মরশুমে আরও বেশি সংখ্যক চাষি লিচু চাষে আগ্রহী হবেন। কৃষ্ণগঞ্জের লিচু চাষি বিদ্যুৎ বিশ্বাস বলেন, আমাদের এই লিচু মুম্বই হয়ে ইজরায়েল যাচ্ছে। ইজরায়েলের ব্যবসায়ীরা আমাদের কাছে আসেন। ২ হাজার লিচু সাড়ে দশ হাজার টাকা দরে বিক্রি হয়েছে। অন্যবারের থেকে এবারে আমরা খুশি।

মলমূত্র নিয়ে অবহেলায় পড়ে থাকা বৃদ্ধকে উদ্ধার করল পুলিশ

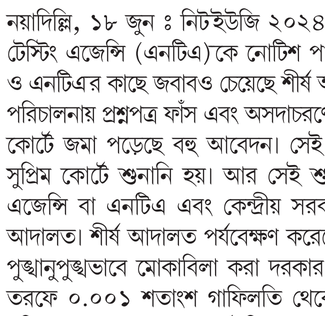

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ১৮ জুন ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার নিভুজিবাজারের এক প্রতীক্ষালয়ে গত চার দিন ধরে মলমূত্র নিয়ে অবহেলায় পড়ে থাকা এক বৃদ্ধকে উদ্ধার করল কালনা পুলিশ প্রশাসন। প্রদীপ মুখোপাধ্যায় নামের ওই বৃদ্ধকে মঙ্গলবার কালনা হাসপাতালে ভর্তিও করা হয় পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপে। স্থানীয়সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বৃদ্ধের পরিবারের কেউ নেই। যদিও তিনি তার জন্মস্থান খড়গপুর বলে জানান। অনেককে আবার তার কলকাতাতেও বাড়ি ছিল বলে জানিয়েছেন,যদিও গান বাজনার সূত্র ধরে তিনি কালনায় আসেন বলে জানালেও তার বেশি কিছু বলতে পারেননি ওই বৃদ্ধ। হাঁটাচলা করতে না পারা অসুস্থ ওই বৃদ্ধ গত চারদিন ধরে একস্থানে পড়ে থাকলেও তিনি আর উঠতে পারেননি। মলমূত্র নিয়েই পড়েছিলেন। স্থানীয়রা ঘটনার কথা মহকুমাশাসকের দফতরে জানালে মহকুমাশাসকের নির্দেশে কালনা ১ ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা ও কালনা থানার পুলিশ তাকে উদ্ধার করেন ও হাসপাতালে ভর্তি করে দেন চিকিৎসার জন্য। পুলিশ প্রশাসনের এহেন কর্মকান্ডকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার মানুষজন।

ঈদের দিনে পিটিয়ে খুন এক যুবক, অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি এলাকায় ঘটনাস্থলে ছুটে গেলেন শওকত মোল্লা

জীবনতলা,১৮ জুনঃ ঈদের দিনে উৎসব ও আনন্দে মেতে উঠেছিল গোটা দেশ। কিন্তু দক্ষিণ ২৪ পরগনা জীবনতলা এলাকায় ঈদের দিন রাতে ঘটে গেল চাঞ্চল্যকর ঘটনা। এক যুবককে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি হয়ে ওঠে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার অন্তর্গত জীবনতলা এলাকায়। প্রতিবেশীরা অভিযুক্তের বাড়ি ঘর ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে দেয়। এই ঘটনায় ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সরকার মোল্লা। প্রসঙ্গত ঘটনা সূত্রপাত,ফিশারির আল নিয়ে, জানা যায়,দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদের জেরে এক ব্যক্তিকে রড দিয়ে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ। পরিবারের দাবি, ফিশারির আল নিয়ে গন্ডগোলের জেরে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে ওই ব্যক্তিকে। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা। ধরিয়ে দেওয়া হল আগুন। খবর পেয়েই সেখানে পৌঁছলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম আবদার পিয়াদার (৩৯)। অপরদিকে, এই মৃত্যুর পিছনে নাম জড়িয়েছে আবুল মাজেদ লস্করের। অভিযোগ, আবদারের সঙ্গে লস্করের দীর্ঘদিন জমি নিয়ে বিবাদ। গতকাল ঈদের দিনে সেই বিবাদ পৌঁছয় চরমে। আবদারকে রড দিয়ে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে লস্করের বিরুদ্ধে। এরপরই মৃতের পরিবার ও প্রতিবেশীরা লস্করদের বাড়িতে চড়াও হয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়।

ক্যান্টিন চালানোর লাইসেন্সের জন্য ই-নিলাম

ক্যান্টিন চালানোর লাইসেন্স সংক্রান্তে ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নংঃ** . সি-এপি-এইচএসএপিআরএসসিএএনটি, **এসইকিউ নং.** এএ/১, **লট নং./ক্যাটাগরি ঃ** এমএসএস-এপিডিজে-এইচএসএ-পিআরকিওস্ক-২০-২৪-১ (মিস্ক-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-প্রোমোশনাল কিওস্ক), **বিবরণ ঃ** আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের হাসিমারা রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে অবস্থিত ওল্ড প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সার্ভিস বিল্ডিঙে বাজার পরিচালিত মূল্যে স্থানীয় আহার, হাল্কা জলপান, গরম ও ঠাণ্ডা পানীয় সহ ভেজ., নন-ভেজ আহার সরবরাহের মতো ক্যাটারিং পরিষেবা চালানোর জন্য লাইসেন্স, **রেট ইউনিট ঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, **ট্রিপ/দিন ঃ** ১৮২৬। **লট শুরু হওয়ার তারিখ এবং সময় ঃ** ০২-০৭-২০২৪ তারিখের ১৩.০০.০০ ঘণ্টা, **লট শেষ হওয়ার তারিখ এবং সময় ঃ** ০২-০৭-২০২৪ তারিখের ১৩.৩০.০০ ঘণ্টা। আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে পুরোনো পিআরএস বিল্ডিংগুলিতে ক্যান্টিন চালানোর লাইসেন্সের জন্য ই-নিলামের ক্যাটালগগুলি ইতিমধ্যে **১২-০৬-২০২৪ ও ১৪-০৬-২০২৪** তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল **https://www.ireps.gov.in** -এ প্রকাশিত হয়েছে।

ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : এসটি-ওটি-কেবলশিষ্ট-এলএইচএস_কেজিপি, তারিখ ১৭.০৬.২০২৪। সিনিয়র ডিএসটিই (কো.) দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য আইটেমের ক্ষেত্রে উল্লিখিত তারিখে দুপুর ১১টার পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং টেন্ডারটি দুপুর ১১.৩০ মিনিটে খোলা হবে। **কাজের বিবরণ :** ভঞ্জপুর-বাংরিপোসি শাখায় মানবযুক্ত এলসি নং আরবি-৩৭, আরবি-৪০, আরবি-৪৪, আরবি-৪৭, আরবি-৪৮, আরবি-৫৯, আরবি-৬৪-এর পরিবর্তে এলএইচএস নির্মাণের জন্য এস অ্যান্ড টি অংশের কাজ। **টেন্ডার মূল্য :** ২৭,১০,৯২৬.২২ টাকা। **ইএমডি :** ৫৪,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য:** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমা :** ১২ মাস। **জমার তারিখ :** ১২.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। **খোলার তারিখ :** ১২.০৭.২০২৪। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, স্পেসিফিকেশনের জন্য ইচ্ছুক টেন্ডারদাতারা **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। কোনও অবস্থাতেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **(PR-270)**

(This is only an advertisement for information purposes and not a prospectus announcement)

SYLVAN PLYBOARD (INDIA) LIMITED

Please Scan this QR Code to view the Prospectus

Our Company was originally incorporated as a Private Limited Company in the name of "*Singh Brothers Exim Private Limited*" on August 02, 2002 under the provisions of Companies Act, 1956 bearing Corporate Identification Number U51431WB2002PTC095027 issued by Registrar of Companies - West Bengal. Subsequently the name of our company was changed to "*Sylvan Plyboard (India) Private Limited*" vide a fresh Certificate of Incorporation consequent upon Change of Name dated March 05, 2013 bearing Corporate Identification Number U51431WB2002PTC095027 issued by Registrar of Companies - West Bengal. Subsequently, our company was converted into Public Limited Company under the Companies Act, 2013 and the name of our Company was changed to "*Sylvan Plyboard (India) Limited*" vide a fresh Certificate of Incorporation consequent upon conversion from Private Company to Public Company dated June 19, 2018 bearing Corporate Identification Number U51431WB2002PLC095027 issued by Registrar of Companies – Kolkata. For further details of change in name and registered office of our company, please refer to section titled "*Our History and Certain Corporate Matters*" beginning on page no 169 of the Prospectus.

Registered Office: NH-2, Delhi Road, Champsara, Chinnamore, Baidyabati, Hooghly – 712222, West Bengal, India **Corporate Office:** Adventz Infinity@5, Block-BN5, Office No. 802, Sector-V, Salt Lake, Kolkata – 700091, West Bengal, India **Contact Person:** Mr. Rajneesh Mishra, Company Secretary & Compliance Officer; **Tel No:** +91 33 4801 7916, **E-Mail ID:** cs@sylvanply.com; **Website:** www.sylvanply.com; **CIN:** U51431WB2002PLC095027

OUR PROMOTERS: (I) MR. ANAND KUMAR SINGH, (II) MR. JAI PRAKASH SINGH, (III) MRS. SHAKUNTALA SINGH, (IV) MRS. KALYANI SINGH AND (V) M/S. SINGH SUPPLIERS PRIVATE LIMITED

The issue is being made in accordance with Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations (IPO of Small and Medium Enterprises) and the equity shares are proposed to be listed on SME platform of NSE (NSE Emerge).

INITIAL PUBLIC OFFER OF 51,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF SYLVAN PLYBOARD (INDIA) LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹55/- PER EQUITY SHARE, INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹45/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO ₹ 2,805.00 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 2,56,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹55/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ 140.80 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTIONS BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 48,44,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹55/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ 2,664.20 LAKHS IS HERE IN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.32% AND 25.00% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAIDUP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.

All the investors applying in a public issue shall use only Application Supported by Blocked Amount (ASBA) facility for making payment providing details about the bank account which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks (**"SCSBs"**) as per the SEBI circular CIR/CFD/POLICYCELL/11/2015 dated November 10, 2015. As an alternate payment mechanism, Unified Payments Interface (UPI) has been introduced (vide SEBI Circular Ref: SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 1, 2018) and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2019/133 dated November 08, 2019) as a payment mechanism in a phased manner with ASBA for applications in public issues by retail individual investors. For further details, please refer to section titled "**Issue Procedure**" beginning on page 284 of the Prospectus. As per SEBI circular no SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2022/75 dated May 30, 2022, all ASBA applications in Public Issues shall be processed only after the application money is blocked in the investor's bank accounts. The provisions of the circular shall be for all issues opening from September 01, 2022 onwards. In case of delay, if any in refund, our Company shall pay interest on the application money at the rate of 15 % per annum for the period of delay.

THIS OFFER IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SEBI (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018 (THE "SEBI ICDR REGULATIONS") READ WITH RULE 19(2)(b)(i) OF SCRR AS AMENDED. THIS ISSUE IS A FIXED PRICE ISSUE AND ALLOCATION IN THE NET OFFER TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 253(2) OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2018. *(For further details please see "The Issue" beginning on page no.* 48 of the Prospectus). A copy of Prospectus is delivered for filing to the Registrar of Companies as required under sub-section 4 of Section 26 of the Companies Act, 2013.

For further details please refer the section titled 'Issue Procedure' beginning on page 284 of the Prospectus

FIXED PRICE ISSUE AT ₹ 55/- PER EQUITY SHARE

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS 5.5 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE APPLICATION MUST BE FOR A MINIMUM OF 2,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 2,000 EQUITY SHARES THEREAFTER.

FOR FURTHER DETAILS PLEASE REFER TO "SECTION XI - ISSUE INFORMATION" BEGINNING ON PAGE 276 OF THE PROSPECTUS.

ISSUE PROGRAMME — **ISSUE OPENS ON : June 24, 2024** / **ISSUE CLOSES ON: June 26, 2024**

Bid Opening Date	June 24, 2024	**Initiation of Unblocking of Funds/refunds (T+2 Day)**	June 28, 2024
Bid Closing Date (T day)	June 26, 2024	**Credit of Equity Shares to demat accounts of Allotees (T+2 Day)**	June 28, 2024
Finalization of basis of allotment with the Designated Stock Exchange/ Allotment of Securities (T +1 day)	June 27, 2024	**Commencement of Trading of Equity Shares on the Stock Exchange (T+ 3 days)**	July 01, 2024

Timelines for Submission of Application (T is issue closing date)

Application Submission by Investors
Electronic Applications (Online ASBA through 3-in-1 accounts) – Upto 5 pm on T day
Electronic Applications (Bank ASBA through Online channels like Internet Banking, Mobile Banking and Syndicate UPI ASBA etc) – Upto 4 pm on T day.
Electronic Applications (Syndicate Non-Retail, Non-Individual Applications) – Upto 3 pm on T day.
Physical Applications (Bank ASBA) – Upto 1 pm on T day.
Physical Applications (Syndicate Non-Retail, Non-Individual Applications of QIBs and NIIs) – Upto 12 pm on T day and Syndicate members shall transfer such applications to banks before 1 pm on T day.

Bid Modification: From Issue opening date up to 5 pm on T day
Validation of bid details with depositories : From Issue opening date up to 5 pm on T day
UPI Mandate acceptance time: T day – 5 pm
Issue Closure
T day – 4 pm for QIB and NII categories
T day – 5 pm for Retail and other reserved categories

ASBA*
Simple, Safe, Smart way of Application!!!
Mandatory in public issue. No cheque will be accepted
UPI UNIFIED PAYMENTS INTERFACE **now available in ASBA for retail individual investors.**

*ASBA is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For further details check section on ASBA below."
"ASBA has to be availed by all the Investors. UPI may be availed by Retail Individual Investors. For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and General Information Documents and also please refer to the section "**Issue Procedure**" beginning on page 284 of the Prospectus.

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF THE COMPANY AS REGARDS TO ITS OBJECTS: For information on the main objects of the Company, please see "**Our History And Certain Other Corporate Matters**" on page 169 of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of the Company. The Memorandum of Association of the Company is a material document for inspection in relation to the Offer. For further details, please see "**Material Contracts and Documents for Inspection**" on page 333 of the Prospectus.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The authorised share capital, issued, subscribed and paid up share capital of the Company as on the date of the Prospectus is as follows: The Authorised Share Capital of the Company is ₹ 2,000 Lakhs divided into 2,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each. The Issued, Subscribed and Paid-up share capital of the Company before the Issue is ₹ 1,427.48 Lakhs divided into 1,42,74,830 Equity Shares of ₹10/- each. Proposed Post issue capital : ₹ 1,937.48 Lakhs divided into 1,93,74,830 Equity Shares of ₹10 each. For details of the Capital Structure, see the section "**Capital Structure**" on the page 60 of the Prospectus.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association: 5,000 Equity Shares of face value ₹10/- each were allotted to Jai Prakash Singh and 5,000 Equity Shares of face value ₹10/- each were alloted to Shakuntala Singh.

RISK IN RELATION TO THE FIRST ISSUE: This being the first issue of the issuer, there has been no formal market for the securities of the issuer. The face value of the equity shares is ₹10/- each and the issue price is 5.5 times of face value of the equity share. The issue price should not be taken to be indicative of the market price of the equity shares after the equity shares are listed on the EMERGE Platform of National Stock Exchange of India Limited. No assurance can be given regarding active or sustained trading in the equity shares of our company or regarding the price at which the equity shares will be traded after listing.

GENERAL RISKS: Investment in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this offering. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the issuer and the offer including the risks involved. The securities have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of this document. Specific attention of investors is invited to the statement of '**Risk factors**' beginning on page no. 21 of the Prospectus.

BASIS FOR ISSUE PRICE: Please refer "**Basis for Issue Price**" beginning on page 92 of the Prospectus.

ISSUER'S ABSOLUTE RESPONSIBILITY: The issuer, having made all reasonable inquiries, accepts responsibility for and confirms that this offer document contains all information with regard to the issuer and the issue which is material in the context of the issue, that the information contained in the offer document is true and correct in all material aspects and is not misleading in any material respect, that the opinions and intentions expressed herein are honestly held and that there are no other facts, the omission of which make this document as a whole or any of such information or the expression of any such opinions or intentions misleading in any material respect.

LISTING: The Equity Shares of our company issued through the Prospectus are proposed to be listed on the **EMERGE Platform of National Stock Exchange of India Limited ("NSE EMERGE")**. In terms of the Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations, as amended from time to time, our company has received "in-principle"approval letter dated June 13, 2024 from NSE for using its name in this offer document for listing of our shares on the NSE EMERGE. For the purposes of the issue, the Designated Stock Exchange will be National Stock Exchange of India Limited ("NSE").

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulation 2018, a copy of the Prospectus has been filed with SEBI after filing of the Offer document with Registrar of Companies in term of Regulation 246 of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 and Sec 26(4) of Companies Act 2013. However, SEBI shall not issue any observation on the Offer document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However investors may refer to the entire "**Disclaimer Clause of SEBI**" beginning on page 266 of the Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF THE EXCHANGE (NSE): It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the '**Disclaimer Clause of NSE**' on page 270 of the Prospectus.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
FINSHORE Creating Enterprise Managing Values **FINSHORE MANAGEMENT SERVICES LIMITED** Anandlok Building, Block-A, 2nd Floor, Room No. 207, 227 A.J.C Bose Road, Kolkata-700020, West Bengal **Telephone:** 033 – 2289 5101 / 4603 2561 **Email:** info@finshoregroup.com **Contact Person:** Mr. S. Ramakrishna Iyengar **Website:** www.finshoregroup.com **Investor Grievance Email:** investors@finshoregroup.com **SEBI Registration No:** INM000012185 **CIN No:** U74900WB2011PLC169377	**BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED** Office No S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai – 400093 **Telephone**: 022-62638200 **E-mail**: ipo@bigshareonline.com; **Contact Person**: Mr. Sagar Pathare **Website**: www.bigshareonline.com; **Investor Grievance Email:** investor@bigshareonline.com; **SEBI Registration No**: INR000001385 **CIN No:** U99999MH1994PTC076534	**Mr. Rajneesh Mishra,** **Company Secretary & Compliance Officer** **SYLVAN PLYBOARD (INDIA) LIMITED** **Registered Office:** NH-2, Delhi Road, Champsara, Chinnamore, Baidyabati, Hooghly – 712222, West Bengal, India **Contact No:** +91 33 4801 7916 **Email ID:** cs@sylvanply.com **Website:** www.sylvanply.com Investors may contact our Company Secretary and Compliance Officer and / or the Registrar to the Issue and / or the Lead Manager, in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of allotment, credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account or refund orders, etc.

Availability of Prospectus : Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus will be available at the website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of the Stock Exchange at www.nseindia.com, the website of Lead Manager at www.finshoregroup.com and website of Issuer Company at www.sylvanply.com.

Availability of Application form : Application forms can be obtained from the Registered Office of **SYLVAN PLYBOARD (INDIA) LIMITED** and the Lead Manager to the Issue - **Finshore Management Services Limited**. Application Forms can be obtained from the website of Stock Exchange at www.nseindia.com and the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the website of SEBI.

Applications Supported by Blocked Amount (ASBA): Investors have to compulsorily apply through the ASBA process. ASBA has to be availed by all the investors. The investors are required to fill the application from and submit the same to the relevant SCSB's at the specific locations or registered brokers at the broker centres or RTA or DP's. The SCSB's will block the amount in the account as per the authority contained in application form. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund. The ASBA application forms can also be downloaded from the website of NSE. ASBA application forms can be obtained from the Designated Branches of SCSB's, the list of banks that are available on website of SEBI at www.sebi.gov.in and website of Stock Exchange at www.nseindia.com. For more details on ASBA process, please refer to the details given in application forms and Prospectus and also please refer to the Section "**Issue Procedure**" beginning on page 284 of the Prospectus.

UNIFIED PAYMENTS INTERFACE (UPI): Investors are advised to carefully refer SEBI circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 1, 2018, SEBI circular number SEBI/HO/CFD/DCR2/CIR/P/2019/133 dated November 8, 2019, SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/DIL2/P/CIR/2021/570 dated June 02, 2021, SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2022/45 dated April 05, 2022, SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2022/51 dated April 20, 2022 and SEBI circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2022/75 dated May 30, 2022 and any subsequent circulars or notifications issued by SEBI in this regard, for details relating to use of Unified Payments Interface (UPI) as a payment mechanism with Application Supported by Block Amount (ASBA) for applications in public issues by retail individual investors.

BANKER TO THE ISSUE\SPONSOR BANK: ICICI Bank Limited

Investors should read the Prospectus carefully, including the Risk Factors beginning on page 21 of the Prospectus before making any investment decision.

The Lead Manager associated with the Offer have handled 24 SME public issues and Nil Main Board public issue during the current financial year and three financial years preceding the current Financial Year, out of which 7 SME public issues closed below the issue price on the listing date.

Type	FY 2024-25	FY 2023-24*	FY 2022-23	FY 2021-22	Total
SME IPO	-	5	12	7	24
Main Board IPO	-	-	-	-	-
Total		**5**	**12**	**7**	**24**
Issue closed Below Issue Price on Listing Day	-	-	5	2	7
Issue closed above Issue Price on Listing Day	-	5	7	5	17

** Status upto 14/06/2024*

CORRIGENDUM to the Prospectus dated June 15, 2024

Under the chapter titled "Other Regulatory and Statutory Disclosures" in Page 275 of Prospectus, the total number of 'SME IPO' shall be read as 24 instead of "25" and the total number of 'Issue closed above Issue Price on Listing Day' shall be read as 17 instead of 18.

For **SYLVAN PLYBOARD (INDIA) LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Anand Kumar Singh
Managing Director
DIN:00651384

Place : Kolkata
Date : 18.06.2024

SYLVAN PLYBOARD (INDIA) LIMITED is proposing, subject to market conditions and other considerations, a public issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Kolkata. The Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.finshoregroup.com, website of the NSE at www.nseindia.com and website of Issuer Company at www.sylvanply.com. Investor Should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details, investors should refer to and rely on the Prospectus, including the section titled "**Risk Factors**" as appearing in the Prospectus. The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act ("the Securities Act") or any state securities laws in United States and will not be issued or sold within the United States or to, or for the account of the Securities Act, 1933 - These words have not been included within the border or benefit of U.S. persons" (as defined in Regulation S under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act, 1933.

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪

এখানে অনেক খেলেছি, জানি কীভাবে জিততে হয় রোহিত

বার্বাডোজ, ১৮ জুনঃ আইসিসি টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৪-এর গ্রুপ পর্বের ম্যাচ শেষ হয়ে গিয়েছে, এবার সময় সুপার এইটের ম্যাচের। টিম ইন্ডিয়া সুপার ৮ এর জন্য মনপ্রাণ দিয়ে প্রস্তুতি শুরু করেছে এবং অধিনায়ক রোহিত শর্মা জানিয়েছেন টিম ইন্ডিয়া কীভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিসিসিআই টিভি টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন সেশনের ভিডিয়ো শেয়ার করেছে, যেখানে অধিনায়ক রোহিত শর্মা দলের প্রস্তুতি নিয়ে দীর্ঘ কথা বলেছেন। রোহিত শর্মা বলেছেন, ''দলের সকলেই মাঠে গিয়ে বিশেষ কিছু করতে চায়। এমন অবস্থায় টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় পর্ব এভাবে শুরু করা ভালো। দলে এটা দৃশ্যমান যে প্রত্যেকেই একটি পার্থক্য তৈরি করতে চায় এবং তাই প্রত্যেকেই দক্ষতা প্রশিক্ষণকে খুব গুরুত্ব সহকারে নেয়। প্রতিটি দক্ষতা থেকে কিছু অর্জন করা যেতে পারে।'' তিনি আরও বলেন, ''আমরা যখন আমাদের প্রথম ম্যাচ খেলি, এর পর পরের দুই-তিনটি ম্যাচ তিন-চার দিনের ব্যবধানে খেলতে হবে, কিছুটা ব্যস্ততা হবে, তবে আমরা এই সমস্ত কিছুতে অভ্যস্ত, আমরা প্রচুর ভ্রমণ করি এবং খেলি। তাই এটা কোন অজুহাত হবে না। আমরা আমাদের দক্ষতার উপর যতটা সম্ভব ফোকাস করব, একটি দল হিসাবে প্রতিটি সেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমরা এখানে আগে অনেক ম্যাচ খেলেছি, তাই বেশির ভাগ ছেলেই জানে তাদের পক্ষে ফলাফল পেতে কী করতে হবে।''

কুয়াদ্রাতের লক্ষ্য আইএসএল, মহমেডান থেকে ডেভিডকে তুলল নিল ইস্টবেঙ্গল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুনঃ ফুটবলের মক্কায় পা রেখেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর প্রতিভা রয়েছে। গত মরসুমে ডুরান্ড কাপে ৬টা গোল এসেছিল পাহাড়ি স্ট্রাইকারের পা থেকে। করিয়েও ছিলেন একটা। তিনি যে থামার নন, গত মরসুমে বারবার প্রমাণ হয়েছে। সাদা-কালো জার্সিতে সব মিলিয়ে ২১টা গোল করেছেন মিজো ফুটবলার। মহমেডানকে আই লিগ জেতানোর পিছনে ছিল তাঁর অবদান। তারই পুরস্কার পেলেন ডেভিড লাললানসাঙ্গা। মহমেডান থেকে তাঁকে তুলে নিল ইস্টবেঙ্গল। আপাতত ৩ বছরের চুক্তি করা হল ডেভিডের সঙ্গে। আগামী মরসুমে আইএসএল জেতাই লক্ষ্য ইস্টবেঙ্গলের। সেই মতো টিমও গোছাচ্ছেন লাল-হলুদ কর্তারা। ডেভিডকে পেয়ে উচ্ছ্বসিত কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। ২২ বছরের মিজো স্ট্রাইকার ফুটবল কেরিয়ার শুরু করেছিলেন আইজল এফসি থেকে। সেখানে তিন বছর খেলার পর গত মরসুমে যোগ দিয়েছিলেন মহমেডানে। দুরন্ত পারফরম্যান্সের পর অনেক টিমেরই টার্গেট ছিলেন ডেভিড। তিনি শেষ পর্যন্ত বাছলেন ইস্টবেঙ্গলকেই।

কুয়াদ্রাত বলেছেন, ''ওকে আমরা দীর্ঘদিন নজরে রেখেছিলাম। শেষ পর্যন্ত ডেভিডকে পাওয়া গেল। ডুরান্ড কাপ, কলকাতা লিগের টপ স্কোরার ছিল। ওই সময় থেকে আমার নজরে ছিল ও। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েই ওকে নিতে চেয়েছিলাম। ওর মতো ফুটবলার টিমের ভোল বদলে দেবে।'' ডেভিড নিজেও ইস্টবেঙ্গলের মতো ক্লাবে যোগ দিয়ে উচ্ছ্বসিত। বলেছেন, ''ইস্টবেঙ্গল বিরাট ক্লাব। সারা দেশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ সমর্থক। ওই সমর্থকদের সামনে খেলার জন্য মুখিয়ে আছি। ভারতীয় টিমের শিবিরে আমি মহেশ, নন্দকুমার, লালচুংনুঙ্গার সঙ্গে কাটিয়েছি। ওরা খুব সাহায্য করে, যাতে আরও ভালো খেলতে পারি, তার জন্য মোটিভেটও করে। আমি নিজের সেরাটা দেওয়ার জন্য তৈরি।''

ভারতের কোচ হওয়ার দৌড়ে গম্ভীর ছাড়াও আরও ২!

মুম্বই, ১৮ জুনঃ মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত জানা গিয়েছিল, ভারতীয় দলের কোচ হওয়ার দৌড়ে একাই রয়েছেন গৌতম গম্ভীর। কিন্তু মঙ্গলবার দুপুরে হঠাৎ আরও দু'জনের নাম উঠে এল। তার মধ্যে এক জন ভারতীয় ও আর এক জন বিদেশি। একটি সংবাদমাধ্যম তাদের রিপোর্টে জানিয়েছে, মঙ্গলবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটি গম্ভীরের ইন্টারভিউ নিয়েছে। পাশাপাশি ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার ডব্লিউভি রমনের। বিসিসিআইয়ের ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটিতে রয়েছেন অশোক মলহোত্র, যতীন পরাঞ্জপে ও সুলক্ষণা নায়েক। রিপোর্টে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার নিজের বাড়িতে বসে ভিডিয়ো কলে ইন্টারভিউ দিয়েছেন গম্ভীর। তবে রমন যে ভাবে ইন্টারভিউয়ে নিজের চিন্তা-ভাবনা বিস্তারিত ভাবে

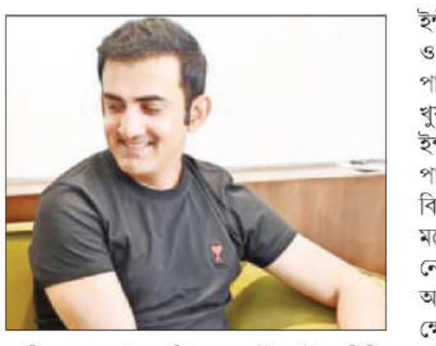

জানিয়েছেন তাতে খুশি হয়েছে উপদেষ্টা কমিটি। এর আগে ভারতের মহিলা দলের কোচ ছিলেন রমন। সেই অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক আধিকারিক বলেন, ''গম্ভীর নিজের কথা বলেছে। কিন্তু ইন্টারভিউয়ের জন্য আলাদা করে কোনও প্রস্তুতিও নেয়নি। তবে রমন তৈরি হয়ে এসেছিল। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেসেন্টেশন দিয়েছে ও। সবাই খুব খুশি হয়েছে। বুধবার এক বিদেশির ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। প্রধান কোচের পাশাপাশি সহকারী কোচের জন্য বিসিসিআই বিজ্ঞাপন দেবে কি না তা এখনও নিশ্চিত নয়। মনে করা হচ্ছে, প্রধান কোচ বাছাই করে নেওয়ার পরেই সহকারী কোচ বাছা হবে। ওই আধিকারিক বলেন, ''সহকারী কোচ নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান কোচের ভূমিকা অনেক বেশি। কারণ, সবাই নিজের পছন্দের ব্যক্তিকেই নিতে চায়। তাই বিসিসিআই আলাদা করে কোনও বিজ্ঞাপন দিচ্ছে না। যত দূর খবর তাতে গম্ভীরই হয়তো পরবর্তী কোচ হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে ও ঠিক করবে সহকারী কোচ হিসাবে কাদের নেবে।''

বয়স মাত্র ১১ বছর! 'মোনালিসার' মতোই মুগ্ধ করছে 'সব্যসাচী' বোলার অরিক্তা মান্না

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জুনঃ উদ্বোধনী সংস্করণেই সাড়া ফেলেছে বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগ। এখানে কিন্তু শুধুই পুরুষদের টুর্নামেন্ট নয়। ছেলে-মেয়ে দুই টুর্নামেন্টই চলছে সমান্তরালে। একের পর এক মুগ্ধকর পারফরম্যান্স দেখা যাচ্ছে। বাংলার পরিচিত মুখের ক্রিকেটাররা যেমন নজর কাড়ছেন, তেমনই উঠে আসছে নতুন প্রতিভাও। পারফরম্যান্স এবং ব্যতিক্রমী চরিত্রও দেখা যাচ্ছে। তেমনই একজন অরিক্তা মান্না। প্রথমেই যেটা ধাক্কা দেবে, ওর বয়স মাত্র ১১ বছর! এখানেই শেষ নয়। অরিক্তা মান্না কিন্তু দু-হাতেই বোলিং করতে পারেন। মেয়েদের ক্রিকেটে বাংলার সব্যসাচী বোলার। বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগে কলকাতা টাইগার্স টিমে খেলছেন অরিক্তা। টিমের ক্যাপ্টেন মিতা পাল। যিনি বাংলা ক্রিকেটেই শুধু নয়, সর্বভারতীয় স্তরেও অতি পরিচিত মুখ। টিমের হেড কোচ চরণজিৎ সিংও বাংলা ক্রিকেটে অতি পরিচিত নাম। সকলের মাঝে আলাদা করে নজর কাড়ছেন অরিক্তা। হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় বাড়ি। ছোট্ট থেকেই প্লাস্টিক ব্যাট নিয়ে ক্রিকেট খেলায় মেতে থাকত। মেয়ের খেলার এই তাগিদ দেখে বাবা সৌভিক মান্না আর দেরি করেননি। ভর্তি করে দেন জগাছা থানা অ্যাসোসিয়েশন কোচিং ক্যাম্পে। কোচ সব্যসাচী দাসই হাতে ধরে খেলা শিখিয়েছেন অরিক্তাকে। বাবা সৌভিক মান্না দাঁতের চিকিৎসক। মা মোনালিসা। মায়ের নামের মতোই বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টিতে একের পর এক পারফরম্যান্সে

মুগ্ধ করছে অরিক্তা। ডান হাতে অফস্পিন, বাঁ হাতি স্পিন। হঠাৎ কেন এমন মনে হল? অরিক্তার কথায়, ''আমার স্যর (সব্যসাচী) বাংলারই একজন ক্রিকেটারকে দু-হাতে বল করতে দেখেছিলেন। আমি শুরুতে অফস্পিনারই ছিলাম। এরপর দু-হাতে প্র্যাক্টিস শুরু করি।'' ডান না বাঁ হাত! কোনটায় বেশি স্বচ্ছন্দ? অরিক্তার কথায়, ''আমার দুটিই ভালো লাগে। সাধারণত বাইরে যাওয়া ডেলিভারিতে ব্যাটাররা সমস্যায় পড়ে। বাঁ হাতি ব্যাটার থাকলে তাই ডান হাতে অফস্পিনে জোর দিই, আর ডান হাতি ব্যাটারের জন্য বাঁ হাতে স্পিন।'' বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টিতে এখনও অবধি চার ম্যাচ খেলেছে কলকাতা টাইগার্স। সবকটিতে সুযোগ পেয়েছে অরিক্তা। ক্লাব টুর্নামেন্ট থেকেই প্রো লিগে সুযোগ পেয়েছে। এখনও অবধি চার ম্যাচে নিয়েছে ৫ উইকেট। ইকোনমি প্রায় ৫। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে যা খুবই ভালো বোলিং। পাঁচ উইকেটের মধ্যে ১টি উইকেট অফস্পিনে। বাকি সবই বাঁ হাতি স্পিনে। পছন্দের ক্রিকেটার? ব্যাটিংটা খুব বেশি ভালো লাগে না অরিক্তার। তার পছন্দ বোলিং। ক্রিকেটে বোলিংটাই বেশি চ্যালেঞ্জিং মনে হয়। আর পছন্দের ক্রিকেটার বলতেই উঠে এল মেয়েদের ক্রিকেটে বিশ্বের অন্যতম সেরা ইংল্যান্ডের বাঁ হাতি স্পিনার সোফি এক্লেস্টনের কথা। সালকিয়ার রত্নাকর নর্থ পয়েন্ট স্কুলের ক্লাস সিক্সের ছাত্রী অরিক্তা কোচের নামের মতো 'সব্যসাচী' বোলিংয়ে মুগ্ধ করছেন।

নাক ভেঙে নেওয়া এমবাপেকে মাস্ক পরতে হবে, অস্ত্রোপচার করতেও লাগবে না

ডুসেলডর্ফ, ১৮ জুনঃ ডুসেলডর্ফে গতকাল রাতে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ফ্রান্সের ১-০ গোলে জয়ের ম্যাচে নাক ভেঙেছে কিলিয়ান এমবাপের। তবে ফ্রান্সের তারকা স্ট্রাইকারের নাকে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন নেই বলে ইএসপিএনকে জানিয়েছেন দেশটির ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি ফিলিপ দিয়ালো। মাস্ক পরে এমবাপে মাঠে ফিরবেন বলে জানিয়েছে ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশন। ইউরোয় 'ডি' গ্রুপ থেকে প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ফ্রান্স-অস্ট্রিয়া। ম্যাচের ৯০ মিনিটে হেড করতে গিয়ে অস্ট্রিয়ান ডিফেন্ডার কেভিন দানসোর সঙ্গে সংঘর্ষে চোট পান এমবাপে। তাঁর নাক দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছিল। ঝুঁকি না নিয়ে তাঁকে মাঠে থেকে তুলে নেন ফ্রান্স কোচ দিদিয়ের দেশম। এমবাপের ঘনিষ্ঠ এক সূত্রের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, তাঁর নাক ভেঙেছে। ডুসেলডর্ফের একটি হাসপাতালেও নেওয়া হয়েছিল এমবাপেকে। স্থানীয় সময় রাত একটার দিকে হাসপাতাল ছেড়ে দলের সঙ্গে যোগ দেন তিনি। ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশনের (এফএফএফ) সভাপতি জানিয়েছেন, নতুন পরীক্ষার পর দলের মেডিকেল স্টাফরা মনে করছেন, এমবাপের নাকে 'অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন নেই'। লাইপজিগে শুক্রবার নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হবে ফ্রান্স। এই ম্যাচে এমবাপের খেলা নিশ্চিত নয়। তবে খেললে মাস্ক পরে মাঠে নামবেন। গতকাল

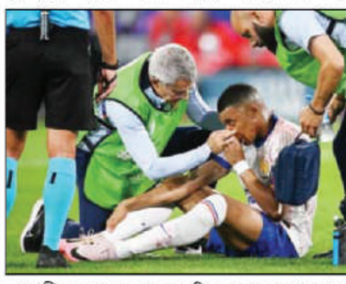

ভারতীয় সময় ভোরের দিকে এমবাপে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ একটি পোস্টও করেছেন, 'মাস্কের ব্যাপারে কোনো পরামর্শ?' ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশনের (এফএফএফ) বিবৃতিতে বলা হয়, 'একটি মাস্ক বানানো হবে, চিকিৎসার পর যেটি পরে মাঠে ফিরবেন তিনি।' ফ্রান্সের কোচ দেশমের কথায় বোঝা গেল, নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে এমবাপের খেলা নিয়ে তিনি খুব একটা আশাবাদী নন, ''তার নাকের অবস্থা খারাপ। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। মেডিকেল টিম এ নিয়ে কাজ করছে। কী হয় এবং (সুস্থ হয়ে উঠতে) কত দিন লাগে, সেটি জানতে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। এটি আমাদের জন্য খুব খারাপ খবর। অবশ্যই তাকে ছাড়া কিংবা তাকে নিয়ে ফ্রান্স দল একই রকম নয়। আশা করি, সে (নেদারল্যান্ডস ম্যাচে) থাকবে।'' নাকে আঘাত পাওয়ার পর রক্তে এমবাপের জার্সি রঞ্জিত হয়ে যায়। উঠে দাঁড়িয়ে খেলার চেষ্টা করলেও পরে মুখটা ধরে বসে পড়েন। সময় নষ্ট করছেন, এমনটা ভেবে অস্ট্রিয়ার সমর্থকেরা এ সময় তাঁকে দুয়োও দেন। রেফারিও হলুদ কার্ড দেখান এমবাপেকে। তাঁকে তুলে নিয়ে অলিভিয়ের জিঁরুকে মাঠে নামান ফ্রান্স কোচ দেশম। অস্ট্রিয়ার ডিফেন্ডার ম্যাক্সিমিলিয়ান ওবেরের আত্মঘাতী গোলে জাতীয় দলের কোচ হিসেবে দেশম শততম জয় তুলে নেওয়ার পর বলেছেন, ''খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সে আমি খুশি। যদিও আমরা গোলের ব্যবধান দ্বিগুণ করার সুযোগ নষ্ট করেছি। আক্রমণ বিচারে আমরা আরও নিখুঁত হতে পারতাম। তবে জয়ে শুরুটা ভালো হলো।''

গ্রুপসেক্স-মদ-গাঁজা, অকপট জীবনের কথা বললেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রখ্যাত ক্রিকেটার

কেপটাউন, ১৮ জুনঃ ক্রিকেট কেরিয়ারে আর দু-রকম পরিচয়। দুর্দান্ত ব্যাটার, তেমনই ভালো ফিল্ডার। আর একটা পরিচয়, ক্রিকেট বিশ্বে ব্যাড-বয় নামেই পরিচিত। মদ থেকে মারিজুয়ানা। কোনও নেশাই বাদ রাখেননি। পরিস্থিতি এমন ছিল, তাঁকে রিহ্যাবেও যেতে হয়েছে। ক্রিকেট কেরিয়ার কিংবা পারফরম্যান্স নিয়ে কোনও অভিযোগের জায়গা নেই। কঠিন পরিস্থিতি থেকে দলকে টেনে তোলার ক্ষমতা রাখেন। কোনও ম্যাচে রান না পেলে ফিল্ডিংয়ে পুষিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। তাঁর কাছে বল যাওয়া মানেই প্রতিপক্ষ ব্যাটারের রান নেওয়ায় আতঙ্ক। একটু ভুলচুক হলে এক থ্রোয়ে উইকেট ভেঙে যেতে পারে। এ তো গেল ক্রিকেটীয় দিক, এর বাইরের মানুষটাকে নিয়ে যেন তাঁর নিজেরই অস্বস্তি! দলের মধ্যে ছোট্ট একটা দল। আর তাঁদের নানা কীর্তি। সেগুলো অবশ্য গর্বের নয়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দীর্ঘ এক দশকের কেরিয়ার। হার্শেল গিবসের নামের সঙ্গে জুড়ে ছিল ব্যাড বয় তকমা। তবে ২০১০ সালে ক্রিকেট বিশ্বকে নাড়া দিয়েছিল তাঁর আত্মজীবনী। যার নাম 'টু দ্য পয়েন্ট'। নামের মতোই একদম অকপট সত্য তুলে ধরেছেন হার্শেল গিবস। মদের নেশা ছাড়তে তাঁকে কতটা লড়তে হয়েছে, রিহ্যাব প্রক্রিয়া, মারিজুয়ানার মতো ভয়ঙ্কর নেশা, ক্যাপ্টেন হ্যান্সি ক্রোনিয়ের সঙ্গে গড়াপেটা কাণ্ডে

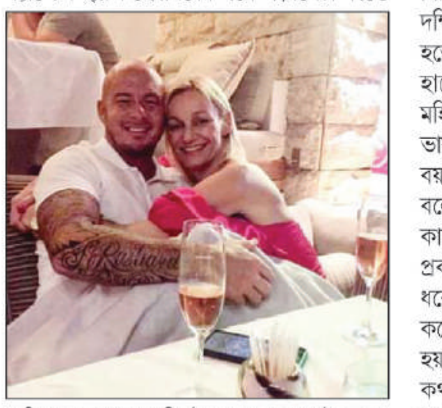

জড়িয়ে ছ-মাসের নির্বাসন। সব প্রসঙ্গই তুলে ধরেছেন। মিকি আর্থারের মতো প্রভাবশালী কোচ থাকা সত্ত্বেও দলের মধ্যে কী ভাবে 'ব্যাড বয়দের' গ্রুপ তৈরি হয়েছিল, সবই আত্মজীবনীতে প্রকাশ্যে এনেছেন। এখানেই শেষ নয়। নিজের কাছে সৎ থাকতে চেয়েছিলেন। আত্মজীবনীতে তাই কিছুই লুকোতে চাননি হার্শেল গিবস। সেখানে যেমন লিখেছেন, কোচ মিকি আর্থার পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন, যদি দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে খেলতে হয়, নেশামুক্ত হতে হবে। কোচের কথাতেই রিহ্যাবে গিয়েছিলেন হার্শেল গিবস। আত্মজীবনীর চ্যাপ্টার থ্রি তে মহিলাঘটিত নানা বিষয়ে লিখেছেন গিবস। তাঁর ভাষায়, ''তখন আমার বয়স কুড়ির ঘরে। সেই বয়সে অনেকেই সেক্স করে। আমি ক্রিকেটার বলেই বিষয়টা আলাদা নয়। দুর্দান্ত একটা সময় কাটিয়েছি ওই বয়সটাতে। আমি কিন্তু কারও নাম প্রকাশ্যে আনিনি।'' আত্মজীবনীতে তুলে ধরেছেন, সতীর্থদের নিয়ে তিনি গ্রুপ সেক্সও করেছেন। এটা তাঁর কাছে লুকনোর বিষয় মনে হয়নি। তাঁর মনে হয়েছিল, আত্মজীবনীতে সত্যি কথাই থাকা উচিত। টেনিস কিংবদন্তি আন্দ্রে আগাসীর আত্মজীবনীতেও এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, যা টেনিস বিশ্বে বিতর্ক তৈরি করেছিল। জীবন থেকে না ভেগে আগাসীর মতোই সবটা খোলামেলা জানাতে চেয়েছিলেন গিবস। সে কারণে, সমস্তটা লিখেছেন।

ইউরো ২০২৪

বেলজিয়ামকে হারিয়ে অঘটন স্লোভাকিয়ার

মিউনিখ, ১৮ জুনঃ পরপর দুটি ম্যাচে। দুটিই নাটকীয়তায় ভরপুর। রোমাঞ্চে ঠাসা। মিউনিখে ইউক্রেনকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ২৪ বছর পর ইউরোতে রোমানিয়ার জয়টা যদি চমক হয়, ফ্রাঙ্কফুর্টে বেলজিয়ামের বিপক্ষে স্লোভাকিয়ার ১-০ গোলের জয়টাকে বড় অঘটন বলে দেওয়া যায় নিশ্চিন্তে। এমন হার দিয়ে ইউরো শুরুর পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগছে, বড় টুর্নামেন্টে আরও একবার কি 'চোকার' হয়েই থাকবে বেলজিয়াম! দুই দলের শক্তিতে বিস্তর ব্যবধান। স্লোভাকিয়ার ফিফা র‍্যাঙ্কিং ৪৮, বেলজিয়ামের ৩। দীর্ঘদিন বেলজিয়াম ছিল ১ নম্বরেও। ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলের বড় বড় তারকারা খেলেন বেলজিয়ামে। সেই বেলজিয়াম আজ ফ্রাঙ্কফুর্টে একের পর এক সুযোগ নষ্ট করে গেল। অন্যদিকে ম্যাচের ৭ মিনিটে ইভান শারাঞ্জের করা গোলে পাওয়া লিড শেষ পর্যন্ত ধরে রেখে স্লোভাকিয়া পেল স্মরনীয় এক জয়। ভাগ্যও অবশ্য সঙ্গে ছিল না বেলজিয়ামের। দু'দুবার বল স্লোভাকিয়ার জালে পাঠিয়েছেন বেলজিয়ান স্ট্রাইকার রোমেলু লুকাকু। কিন্তু দুবারই ভিএআরে বাতিল হয়ে গেছে তাঁর গোল। ৫৬ মিনিটে লুকাকু হেডে গোল করার পর দেখা গেল তিনি অফসাইফ ছিলেন। ৮৬ মিনিটে আরেকবার গোল করার পর দেখা গেল আক্রমনের শুরুতে তাঁর সতীর্থ লুইস ওপেন্দা হ্যান্ডবল করেছিলেন! এই দুই গল বাতিলের হতাশার মাঝে একবার স্লোভাকিয়া একেবারে গোললাইন থেকে একটা বল ক্লিয়ার করে। গোল হতে পারত সেটাও। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে হতাশাজনক বিদায়ের পর এবারের ইউরোও তাই খুব বাজেভাবে শুরু হলো বেলজিয়ামের। একই গ্রুপে দিনের অন্য ম্যাচে রোমানিয়া ৩-০ গোলে ইউক্রেনকে হারিয়ে দেওয়ায় বেলজিয়ামের কাজটা কঠিন হয়ে গেল আরও। কাতার বিশ্বকাপের ভাগ্য বরণ করতে না চাইলে গ্রুপের বাকি দুই ম্যাচে এখন বেলজিয়ামকে দারুণ কিছুই করতে হবে।

২৪ বছর পর রোমানিয়ার জয়

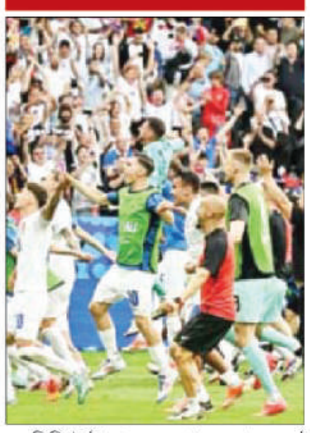

সর্বশেষ ইউরোর কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা ইউক্রেন রোমানিয়ার কাছে ৩-০ গোলে হেরে যাওয়ার দায়টা চাইলে গোলরক্ষক আন্দ্রি লুনিনকে দিতে পারে। তাঁর ভুলেই দুটি গোল খেয়েছে ইউক্রেন, এর মধ্যে প্রথম ভুলটা তো মারাত্মক। সতীর্থের ব্যাক পাস থেকে বল পেয়ে লুনিন বল তুলে দেন প্রতিপক্ষের পায়ে! রোমানিয়ার হয়ে তিনটি গোল করেছেন নিকোলাই স্তানচু, রাজভান মারিন ও দেনিস দ্রাগাস। এ নিয়ে ষষ্ঠবার ইউরো খেলছে রোমানিয়া। ১৭ ম্যাচে এটি তাদের মাত্র দ্বিতীয় জয়। প্রথম জয়টা ছিল ২৪ বছর আগে ২০০০ ইউরোতে। সেবার ৩-২ গোলে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালেও খেলেছিল রোমানিয়া। এবারও নিশ্চয়ই তেমন কিছুরই স্বপ্ন দেখছেন গিওর্গে হ্যাজির উত্তরসূরিরা।

ফ্রান্সের স্বস্তির জয়, দেশমের 'সেঞ্চুরি'

সংঘর্ষে নাকে চোট পেলেন এমবাপে

ডুসেলডর্ফ, ১৮ জুনঃ কিলিয়ান এমবাপের 'বন্ধুত্ব' তাহলে শুধু বিশ্বকাপের সঙ্গে, ইউরোর সঙ্গে নয়। নইলে দুই বিশ্বকাপ মিলিয়ে যার ১২টি গোল, তিনি ইউরোতে এখন পর্যন্ত একটাও গোল কেন পাবেন না! এ নিয়ে দ্বিতীয়বার ইউরো খেলছেন। সর্বশেষ ইউরোতে চারটি এবং এই ইউরোতে আজ প্রথম ম্যাচ অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে, এই ৫ ম্যাচের একটাতেও গোল করতে পারলেন না অনেকের চোখে এই সময়ের বিশ্বসেরা ফুটবলার। অবশ্য গোল না পেলেও ডুসেলডর্ফে আজ ফ্রান্সের ১-০ গোলের জয়ে সবচেয়ে বড় অবদান এমবাপেরই। তাঁর শট ঠেকাতে গিয়েই তো আত্মঘাতী গোল করলেন অস্ট্রিয়ান সেন্টার ব্যাক ম্যাক্সিমিলান ওবার। ফ্রান্সের কোচ হিসেবে দিদিয়ের দেশমের এটি ১০০তম জয়। তাঁর অধীনে এ দিন ১৫৬তম ম্যাচটা খেলেছে ফ্রান্স। খুব দাপুটে না খেলতে পারলেও ৩ পয়েন্ট নিয়ে ইউরো শুরু করা গেল, এটাই বোধ হয় ফ্রান্সের জন্য বেশি স্বস্তির। গোল না পেলেও শুরু থেকে ৯০ মিনিটে বদলি হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত একাধিক সুযোগ তৈরি করেছেন এমবাপে। ৫৪ মিনিটে তো অস্ট্রিয়ার গোলকিপারকে একেবারে একা পেয়েও বল বাইরে মেরে দিয়েছেন সম্প্রতি রিয়াল মাদ্রিদে নাম লেখানো এই ফরোয়ার্ড। ৩৮ মিনিটেই আত্মঘাতী গোল খেয়ে যাওয়া অস্ট্রিয়া অবশ্য হাল ছেড়ে দেয়নি। বরং পুরোটা সময় লড়েছে ফ্রান্সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। মনে হয়েছে, যেকোনো সময় ওরা হয়তো সমতা ফেরাবে। তবে শেষ পর্যন্ত আর সেই সমতাসূচক গোলটা পায়নি অস্ট্রিয়া। ম্যাচের শেষ দিকে হেড করতে গিয়ে অস্ট্রিয়ান ডিফেন্ডার কেভিন দানসোর সঙ্গে সংঘর্ষে চোট পান এমবাপে। তাঁর নাক থেকে রক্ত ঝরতেও দেখা যায়। বাড়তি কোনো ঝুঁকি না নিয়ে তাই তাঁকে বদলি করেন ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশম, নামান অলিভিয়ের জিরুকে। ৩৭ বছর ২৬১ দিন বয়সী জিরু তাতে রেকর্ড বইতে নাম তোলেন ইউরোতে ফ্রান্সের সবচেয়ে বেশি বয়সী খেলোয়াড় হয়ে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com